ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

গৌরবের ৬৬ তম বছর

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 September, 2020 ■ আগরতলা, ২৩ সেপ্টেম্বর, ২০২০ ইং ■ ৬ আশ্বিন, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অভিন্ন নিয়োগ নীতি তৈরি করে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের কর্মসংস্থানে মন্ত্রিসভার অনুমোদন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের প্রশ্নে ত্রিপুরা সরকার উদ্যোগ নিয়েছে। মন্ত্রিসভার অনুমোদনে অভিন্ন নিয়োগ নীতি তৈরি করা হবে। ওই নিয়োগ নীতির মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকারের বিভিন্ন দফতরে গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি শূন্যপদে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিয়োগ করা হবে। তবে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা ওই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হলে তাঁদের আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নিয়োগ দেওয়া হবে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এ-কথা জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ।

আদালতের রায়ে ত্রিপুরায় ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকরি বাতিল হয়েছিল। ত্রিপুরা হাইকোর্ট চাকরি বাতিলের রায় দিয়েছিল। তদানীন্তন সরকার ওই রায়-কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিল। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টও ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় বহাল রেখেছে। তবে রাজ্য সরকারের আবেদনে কয়েক দফায় তাঁদের অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগে অনুমতি দিয়েছে।

গত ৩১ মার্চ চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগের মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে গেছে। কিন্তু তাঁরা চাকরিতে বহাল থাকার আবেদন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। ত্রিপুরা সরকারও তাঁদের বিকল্প কর্মসংস্থানের প্রশ্নে সর্বোচ্চ আদালতে আপিল করেছিল। সম্প্রতি সুপ্রিম কোর্ট চূড়ান্ত ঘোষণা করে এবং তাতে সমস্ত আবেদন খারিজ করে দেয়। তবে তাদের ৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত সমস্ত নিয়ম মেনে শিক্ষক পদে নিয়োগে ছাড়পত্র দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, ত্রিপুরা সরকারের প্রস্তাব মেনে গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি পদেও নিয়োগে অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু, সেক্ষেত্রেও সমস্ত নিয়ম মেনেই নিয়োগ করতে হবে। শুধু মাত্র বয়সে ছাড় দেওয়ার অনুমতি পেয়েছে ত্রিপুরা সরকার। ৩১ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত বয়সে ছাড় পাবেন চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা।

আজ শিক্ষামন্ত্রী জানান, গতকাল মন্ত্রিসভার বিশেষ বৈঠকে চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের কর্মসংস্থানের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। সমস্ত নিয়ম মেনে তাঁদের নিয়োগে উদ্যোগ নেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। তিনি বলেন, ১,২৮০টি এলডিসি এবং ৯,২৬৮টি মাল্টি পার পাস স্টাফ শূন্যপদে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তবে একত্রে নয়, পর্যায়ক্রমে ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা হবে। তাঁর কথায়, ৭৬৪ জন পিজিটি, ৪,৩৮০ জন জিটি এবং ৪,৫৪২ জন ইউজিটি মিলিয়ে মোট ৯,৬৮৬ জন চাকরিচ্যুত শিক্ষক রয়েছেন। তাঁদের ওই সব শূন্যপদে নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হবে। মন্ত্রিসভা গতকাল ওই অনুমোদন দিয়েছে, বলেন তিনি।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরার আর্থিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে ধাপে ধাপে নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে প্রথম ধাপে ১,০০০ জনের নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হবে। তাতে ২৪ কোটি টাকার প্রয়োজন রয়েছে। তিনি বলেন, স্থায়ী পদে ওই নিয়োগ করা হবে। কিন্তু, শুরুতে ফিক্সড-পে হিসেবে নিযুক্তি মিলবে। তাঁর কথায়, ওই নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার জন্য সর্বজনীন নিয়োগ নীতি তৈরি করবে ত্রিপুরা সরকার। তবে চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা ওই সুযোগ নিতে ব্যর্থ হলে আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে তাঁদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে। আইন ও অর্থ দফতর এমনই সুপারিশ করেছে, জানিয়েছেন তিনি।

করোনা ও ব্রু শরণার্থীদের নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব গতকাল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপির জাতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডার সাথে সাক্ষাত করেন। তিনি নয়াদিল্লিতে শাহ এবং নাড্ডাব সাথে বেশ কয়েকটি ইস্যু নিয়ে আলোচনা করেছেন। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে ব্রু অভিবাসীদের স্থায়ীভাবে পুনর্বাসনের জন্য রাজস্ব বিভাগের অধীনে দুটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল এবং তাদের জন্য পাঁচটি জেলার ১৩ টি স্থান চিহ্নিত করা হয়েছে।

তিনি বলেছেন যে কোভিড-১৯ জরুরী পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারের কাজ থামেনি। এসময় ৩০,০০০ জনকে সামাজিক ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে এবং আরও ১০,০০০ সরকারী কর্মী নিয়োগের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সহযোগিতায় বিদেশে অবস্থানরত ত্রিপুরার শিক্ষার্থী, রোগী এবং অভিবাসী শ্রমিকদের প্রশাসনিক সুবিধা পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। সরকারী কর্মচারীরা এ জন্য দিনরাত কাজ করে যাচ্ছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেছেন যে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পরামর্শে ত্রিপুরার স্বাস্থ্য অবকাঠামো প্রস্তুত রাখা হয়েছে। আরটিপিসিআর পরীক্ষা এবং পরীক্ষাগারগুলিকে আরও সংহত করার পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ডেডিকেটেড কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসাবে জিবিপি হাসপাতালের দুটি ওয়ার্ড উন্নত করা হয়েছে।

এছাড়া জেলাগুলিতে কোভিড চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ, পিপিই কিট, স্যানিটাইজার, মাস্ক, অন্যান্য সরঞ্জামাদি সরবরাহ করা হয়েছে। রাজ্যে প্রথম করোনা পজেটিভ ধরা পড়েছিল ৬ এপ্রিল। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যে সমস্ত প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছে, তিনি আরও যোগ করেন। দেবের আজ নয়াদিল্লিতে ভারতীয় জনতা পার্টির জাতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে সৌজন্য সাক্ষাত হয়েছে যেখানে তিনি তাকে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

তিনটি দাবি পূরণ না হলে বয়কট রাজ্যসভার অধিবেশন, চাপ বাড়াচ্ছে বিরোধীরা

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.)।। নরেন্দ্র মোদী সরকারের উপর যথেষ্ট চাপ বাড়াচ্ছে বিরোধীরা। মঙ্গলবার রাজ্যসভায় কংগ্রেস সাংসদ তথা দলনেতা গুলাম নবী আজাদ জানিয়ে দিলেন, সাংসদদের সাসপেনশন প্রত্যাহার-সহ তিনটি দাবি না-মিটলে বয়কট করা হবে রাজ্যসভার অধিবেশন। নয়া কৃষি সংক্রান্ত বিল নিয়ে এমনিতেই প্রথম থেকে কেন্দ্রকে চেপে ধরেছেন বিরোধীরা। তাঁদের অভিযোগ, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বিষয়ে বিলে কোনও আশ্বাস দেওয়া হয়নি। তার ফলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের থেকে কম দামে চাষিদের থেকে ফসল, আনাজ কিনতে পারবে বেসরকারি সংস্থাগুলি। যা কংগ্রেসের ভাষায় আদতে 'চাষিদের মৃত্যু পরোয়ানা'। আজাদ এদিন জানান, পৃথক একটি বিল এনে মোদী সরকারকে ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। তাঁর কথায়, সরকারকে আরও একটি বিল আনতে হবে, যাতে বেসরকারি কোনও সংস্থা খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে না-পারে। যতক্ষন না পর্যন্ত আমাদের দাবি মিটছে ততক্ষন অধিবেশন বয়কট করা হবে। এর পরই কক্ষ ত্যাগ করেন আজাদ-সহ বিরোধী সংসদরা। মঙ্গলবার রাজ্যসভার দলনেতা গুলাম নবী আজাদ জানান, তিনটি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এক ইঞ্চিও পিছু হটব না চিনকে কড়া বার্তা ভারতের

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.)।। এক ইঞ্চিও পিছু হটব না ।দুই দেশের সেনাবাহিনীর কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকে চিনকে স্পষ্ট বার্তা দিল ভারত। চিনের মলডো দুই দেশের মধ্যে সীমান্ত বিবাদ নিয়ে হওয়া বৈঠকে চিনকে কার্যত কড়া বার্তা শুনিয়ে দিল ভারত ।প্রায় ১৪ ঘণ্টা ধরে চলা এই বৈঠকের প্রথমেই ভারত স্পষ্ট করে দেয় যে, এক ইঞ্চিও পিছু হটা হবে না।

নিজেদের ভূখণ্ড কোনও ভাবেই বিকিয়ে দেওয়া হবে না। সামরিক চাপের পাশাপাশি কূটনৈতিক চাপ চিনের ওপর ফেলতে এই দিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রকের এক শীর্ষকর্তা। মস্কোতে হওয়া দুই দেশের বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকে যে পাঁচটি বিষয়ে সহমত পোষণ করা হয়েছিল তা নিয়ে চিনের কাছে রোডম্যাপও চাওয়া হয়েছে।

এর আগে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ জেনারেল বিপিন রাওয়াত জানিয়েছিলেন যে আলোচনার মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। সমস্ত ধরনের আলোচনা বিফল হয়ে গেলে তখনই সামরিক পদক্ষেপ নেওয়া নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হবে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে এই নিয়ে ষষ্ঠবার সীমান্ত বিবাদ মেটানোর জন্য কোর কমান্ডার পর্যায়ের বৈঠকে মুখোমুখি হয়েছিল ভারত ও চিন। ভারতের থেকে যে ১২ জনের প্রতিনিধি দল এই বৈঠকে যোগ দিয়েছিল তার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সেনাবাহিনীর ১৪ নম্বর কোর কমান্ডার লেফটেনেন্ট জেনারেল হরিন্দর সিং। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপির মন্ডল সভাপতির বাড়িতে বোমা নিক্ষেপ, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ সেপ্টেম্বর।। রাতের আধারে দুস্কৃতিকারিরা হামলা সংগঠিত করলো জোলাইবাড়ীর বিজেপির মন্ডল সভাপতির বাড়ীতে। ঘটনার বিবরনে জানাযায় গতকাল রাত্রি আনুমানিক ১১ ঘটিকায় জোলাইবাড়ী ফাঁড়ী থানা থেকে ডিল ছোড়া দুরত্ব বিজেপির একনিষ্ঠ কর্মী সঞ্জীব বৈদ্য উরফে বাপ্পী ও ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডল সভাপতি তমাল বৈদ্যের বাড়ীতে বোম ছুড়ে দুস্কৃতিকারীরা এমনটাই অভিযোগ। ঘটনার বিবরনে তমাল বৈদ্যের পিতা সংবাদমাধ্যমের সামনে জানান গতকাল রাত্রে কে

জোলাইবাড়ি

বা কাহারা উনার বাড়ীকে উদ্দ্যেশ্যকরে দুইটি বোম নিক্ষেপ করে।

উনার ধারনা এটি একটি রাজনৈতিক হিংসাত্মকমূলক ঘটনা। উনি ধারনা করে জানান বিজেপির এক অংশের কর্মীরা চাইছে তমাল বৈদ্য মন্ডল সভাপতি পদথেকে পদত্যাগ করোক। অপরদিকে সঞ্জীব বৈদ্যের পিতা জানান ছেলে পার্টির দায়িত্বে থাকার কারনে হামলা সংগঠিত হচ্ছে। তমাল বৈদ্য ৩৮ জোলাইবাড়ীর মন্ডল সভাপতির দায়িত্ব নেওয়ার পরথেকে কিছু অংশের লোকজনের উপরি কামাইয়ের পথ বন্ধ হয়েযায়। যার ফলপ্রসু উনারা চাইছে তমাল বৈদ্যকে ভয়ভীতি দেখিয়ে মন্ডলের দায়িত্ব ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আড়ালিয়ায় এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আড়ালিয়ার লোকনাথ পাড়ায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম রাজ মোহনদাস। তিনি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।পুলিশকে না জানিয়েই পরিবারের লোকজন রাজতন্ত মৃতদেহটি নামিয়ে ফেলেছেন।

ঘটনার খবর পেয়ে কলেজ টিলা আউটপোস্ট এর পুলিশ ছুটে গিয়ে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে। এ ব্যাপারে প্রাথমিকভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু জনিত একটি মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। পুলিশকে না জানিয়ে ঝুলন্ত মৃতদেহ নামিয়ে ফেলার ফলে এলাকার জনমনে কৌতূহলের সৃষ্টি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বয়েজ বোধজংয়ের ১১ শিক্ষক বদলি বিক্ষোভ দেখাল ছাত্র ও অভিভাবকরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহরের বয়েজ বোধজং স্কুল থেকে একসঙ্গে ১১জন শিক্ষককে অন্যত্র বদলি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার এই বদলির নির্দেশ জানার পরই বয়েজ বয়েজ বোধজং স্কুলের ছাত্র এবং অভিভাবকদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ক্ষুব্ধ ছাত্র এবং অভিভাবকরা প্রতিবাদ বিক্ষোভে সামিল হোন ।তা স্কুলের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ প্রদর্শন করে অবিলম্বে বদলির নির্দেশ প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য শিক্ষা দপ্তরের কাছে অনুরোধ জানিয়েছেন ।একসঙ্গে ১১ জন শিক্ষক বদলির নির্দেশ প্রত্যাহার করে না নিলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

বোধজং স্কুলের শিক্ষকদের ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় জনমনে ও তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের এধরনের নির্দেশ কোনোভাবেই মেনে নেওয়া যায় না বলে এলাকার বিভিন্ন মহল থেকে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। বোধ জং স্কুলের ছাত্র এবং অভিভাবকরা অভিযোগ করেছেন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে এমনিতেই এ বছর পড়াশোনা লাটে উঠেছে ।একদিকে যখন করোনা সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে পড়াশোনা লাটে উঠেছে ঠিক সেই সময়ে একসঙ্গে ১১ জন শিক্ষক অন্যত্র বদলির নির্দেশ দেওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন ।একসঙ্গে এত বিশাল সংখ্যক শিক্ষককে বদলি করতে কোন ভাবে দেওয়া হবে না বলে তারা স্পষ্টভাবে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

এই বদলির নির্দেশ কার্যকর হলে বোধ জং স্কুলের শিক্ষাব্যবস্থা স্তব্ধ হয়ে পড়বে বলেও তারা মন্তব্য করেন ।অবিলম্বে শিক্ষা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে বাড়িতে অন্য মহিলার সাথে ফস্টিনস্টি, গণধোলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। আমতলী থানা এলাকার কাঠালতলীতে স্ত্রী-সন্তানের অনুপস্থিতিতে অপর এক মহিলাকে নিয়ে ফস্টিনস্টি করার সময় এলাকাবাসীর হাতে ধরা পড়লো এক ব্যক্তি। তার নাম সুদীপ আচার্য ।জানা যায় তার স্ত্রী ছেলেকে চিকিৎসা করানোর জন্য বর্তমানের রাজ্যে রয়েছে। ছেলে এবং স্ত্রীর অনুপস্থিতির সুযোগকে কাজে লাগিয়ে আমতলী থানা এলাকার কাঠালতলী প্রদীপ আচার্য গত বেশ কিছুদিন ধরে বাড়িতে এক মহিলাকে নিয়ে ফুর্তি করছে বলে এলাকাবাসীর কাছে অভিযোগ রয়েছে।

এলাকাবাসী ওই মহিলাকে বাড়িতে ঢুকতে দেখে ওত পেতে বসে থাকেন। অন্যান্য লোকজনদেরকে খবর দেওয়া হয়। বেশ কিছু সংখ্যক লোকজন বাড়িটি ঘেরাও করে রেখে অশালীন অবস্থায় দুজনকে আটক করেন ।তাদেরকে আটক করে আমতলী থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ ছুটে যায়। সেখান থেকে সুদীপ আচার্য এবং এক মহিলাকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় জনগণের অভিযোগে পুলিশ একটি মামলা গ্রহণ করেছে ।এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন এলাকায় অবৈধ কার্যকলাপ সম্পর্কে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পাঁচ দফা দাবীতে আগরতলায় বিক্ষোভ কর্মসূচী সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। ৫ দফা দাবিতে আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংঘটিত করেছে সিপিআইএম সদর বিভাগীয় কমিটি ।মঙ্গলবার সিটি সেন্টারের সামনে আয়োজিত আন্দোলন কর্মসূচিতে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার, প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী ,প্রাক্তন মন্ত্রী মানিক দে,সিপিআইএম নেতা বিজন ধর প্রমূখ।

পাঁচ দফা দাবির যৌক্তিকতা তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন সিপিআইএমের বর্ষিয়ান নেতা বিজন ধর ।দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে গরিব মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা সচল রাখতে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে ।গ্রামীণ এলাকায় রেগা প্রকল্পে ২০০ দিনের কাজ এবং শহর এলাকায় টুইয়েপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকার কথা রাখেনি, স্থানীয় বিধায়ক ফিরেও তাকান না

ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনের বিরোধিতায় কাঞ্চনপুরে ১২ ঘন্টার বনধ সর্বাত্মক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর/ আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। রাজ্য সরকার কথা রাখেনি। স্থানীয় বিধায়ক ফিরেও তাকান না। এক রাশ ক্ষোভ নিয়ে আজ মঙ্গলবার ব্রু শরণার্থী পুনর্বাসনের বিরোধিতায় কাঞ্চনপুর মহকুমায় ১২ ঘন্টার বনধ পালন করেছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি (জেএমসি)। এই বনধ-এ জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মিলেছে বলে দাবি করেছেন কমিটির কনভেনর সুশান্ত বিকাশ বড়ুয়া। কাঞ্চনপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বিক্রমজিৎ শুক্লদাস জানিয়েছেন, বনধ-কে ঘিরে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। শান্তিপূর্ণ ভাবেই বনধ পালিত হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। এতে

কেন্দ্রের সম্মতি মিলেছে এবং চুক্তিও স্বাক্ষরিত হয়েছে। পুনর্বাসনের প্যাকেজ হিসেবে কেন্দ্র ত্রিপুরা সরকারকে ৬০০ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। সে মোতাবেক শর্ত মেনে ব্রু শরণার্থীদের ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তে পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু মাঝপথে সমস্ত পরিকল্পনা বদলে গেছে বলে দাবি করেছে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি।

কমিটির কনভেনরের কথায়, কাঞ্চনপুর মহকুমায় সর্বোচ্চ ৫০০ ব্রু শরণার্থী পরিবারকে পুনর্বাসন দেওয়া হবে বলে ত্রিপুরা সরকার আশ্বস্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আশ্বিনের বৃষ্টিতে জনজীবনে ছন্দপতন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি, হতাশ চাষিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। সোমবারের পর মঙ্গলবার সকাল থেকে টানা বর্ষণের ফলে রাজধানী আগরতলা শহর শহর রাজ্যের সর্বত্র জীবন যাত্রা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সোমবার বিরোধী দল কংগ্রেসের ডাকা বন্ধের ফলে মানুষজনের তেমন চলাফেরা পরিলক্ষিত হয়নি ।সোমবারের পর মঙ্গলবার সকাল থেকে টানা বর্ষণের ফলে রাজ্যের সর্বত্র জীবনযাত্রার উপর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। বৃষ্টির ফলে অনেকেই বাড়ি ঘর থেকে বের হননি।

এদিন সকাল থেকেই রাস্তাঘাটে যানবাহন চলাচলও ছিল অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই কম ।অফিস আদালত খোলা থাকলেও সরকারি কর্মচারীদের উপস্থিতি ছিল কম। রাস্তাঘাট বাজার হাট ছিল অনেকটাই ফাঁকা। প্রকৃতপক্ষে সোমবারের বন্ধের প্রভাব যেন মঙ্গলবার দিনভর আছরে পরে গোটা রাজ্য জুড়ে ।দোকানপাট বাজার হাট খুললেও লোকসমাগম ছিল অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেকটাই কম ।রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার বিভিন্ন রাস্তা ঘাটে জল জমে যায়। অবশ্য পুরো নিগমের সময়মতো চালানোর ফলে বেশিক্ষণ থাকতে পারেনি।

জরুরী প্রয়োজনে যাদেরকে ঘর থেকে বের হতে হয়েছে তাদেরকে রেইনকোট কিংবা ছাতা মাথায় দিয়ে ঘর থেকে বের হতে হয়েছে। সবমিলিয়ে রাজ্যের সর্বত্র জীবন-যাত্রার ওপর মারাত্মক প্রভাব পড়েছে বৃষ্টির ফলে ।রাজ্যের বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া খবরে জানা গেছে বিভিন্ন এলাকায় নদীগুলির জলস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে। তবে বন্যা পরিস্থিতির উদ্ভব হয় নি কোথাও। আবহাওয়া দপ্তর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ৩৩৬ ▫ ২৩ সেপ্টেম্বর ২০২০ ইং ▫ ৬ আশ্বিন ▫ বুধবার ▫ ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

অর্থনীতি ধরাশায়ী

কোভিড-১৯ ভারতের অর্থনীতিকে ধরাশায়ী করিয়াছে, অতঃপর গণতন্ত্রের হাড়ে কাঁপুনি ধরাইল। ভারতের সংসদের বাদল অধিবেশনে প্রশ্নোত্তরের জন্য নির্দিষ্ট সময় (কোয়েশ্চন আওয়ার) বাতিল হইল। বিধানসভার বাজেট অধিবেশনে প্রশ্নোত্তর পর্ব খারিজ হইতে পারে। আইনসভা যদি গণতন্ত্রের হৃদয় হয়, তবে মৌখিক প্রশ্নোত্তর পর্বটি তাহার প্রাণভ্রমর। এই সময়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি সরকারের যে-কোনও সিদ্ধান্তের বিষয়ে প্রশ্ন তুলিতে পারেন। তাহার উত্তর দিতে হইবে সরকারকে। আইনসভার বিধিনিয়ম এই প্রশ্নোত্তর পর্বকে স্বতঃস্ফূর্ত হইবার অবকাশ দিয়াছে, তাই দৈনন্দিন কার্যসূচির মধ্যে এই অংশটি সর্বাপেক্ষা প্রাণবন্ত। সরকার জনগণের নিকট জবাবদিহি করিতে দায়বদ্ধ, এই সত্যটি বেলা বারোটায় (জিরো আওয়ার) প্রত্যক্ষ সত্য হইয়া জাতির সম্মুখে আসে। ইতিহাসের সাক্ষ্য ইহাই যে, এক ঘণ্টার প্রশ্নোত্তর পর্বের সুযোগে বিরোধীরা এমন বহু বিষয় সরকারের সম্মুখে আনিয়াছেন, যাহার উত্তর খুঁজিতে গিয়া দুর্নীতি ও স্বজনপোষণের ঘটনা বাহির হইয়াছে, পদস্থ ব্যক্তিরা খারিজ হইয়াছেন। সর্বোপরি, যে সঙ্কটগুলি অত্যন্ত তীব্র হইয়া দেখা দিয়াছে, যে সকল অন্যায়-অবিচার জনজীবনকে পর্যুদস্ত করিতেছে, সেগুলির দ্রুত নিরসনে সরকারকে বাধ্য করিবার এটি একটি পথ। বিরোধী তথা জনগণের হাতে গণতন্ত্র যে কয়েকটি অস্ত্র দিয়াছে, তাহার অন্যতম আইনসভার প্রশ্নোত্তর পর্ব।

ঘণ্টাখানেকের প্রশ্নোত্তর পর্বটি ব্রিটিশ সংসদীয় প্রথার উত্তরাধিকার। আজ ভারতে রাষ্ট্রদ্রোহিতার ন্যায় ঔপনিবেশিক আইন বহাল রহিয়াছে, কিন্তু আইনসভায় প্রশ্নোত্তরের রীতিটি খারিজ হইতেছে, তাহা এই দেশে গণতন্ত্রের অবস্থার একটি সূচক। কোভিড অতিমারিকে বিরোধীর কণ্ঠরোধের সুযোগ করিয়া তুলিয়াছেন ক্ষমতাসীন নেতারা। লকডাউনে সকল আন্দোলন নিষিদ্ধ হইয়াছে, সকল আলোচনা ও বিতর্ক মুলতুবি হইয়াছে। অথচ নীতি-বিষয়ক সিদ্ধান্তগ্রহণ অব্যাহত। খনি ও খনিজ দ্রব্য সংক্রান্ত আইনের (১৯৫৭) গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনী প্রস্তাবে জনমত জানাইবার সময়সীমা মোদী সরকার দিয়াছিল মাত্র দশ দিন। পরিবেশের উপর শিল্পনির্মাণের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত আইন, যাহা বিপুলসংখ্যক প্রান্তিক মানুষের জীবন-জীবিকাকে প্রভাবিত করিবে (এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট অ্যাক্ট, ২০২০), তাহাও মাসখানেকে সারিতে চাহিয়াছিল কেন্দ্র। আদালতের দ্বারস্থ হইয়া সময় বাড়াইতে হইয়াছে। এমন উদাহরণের অভাব নাই। বিরোধীর সহিত বিতর্ক, অথবা জনগণের উদ্বেগ-আশঙ্কা লইয়া আইনসভায় আলোচনার কোনও মূল্য রহিয়াছে, কেন্দ্র বা রাজ্যের ক্ষমতাসীন নেতারা কখনও এমন ইঙ্গিত দেন নাই। সন্দেহ হয়, তাঁহাদের নিকট গণতন্ত্রের মাপ ২৪-২৪-৩০ ইঞ্চি। অর্থাৎ, ইভিএম-এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার সমান। প্রশ্ন তাহাতে আঁটিতে চায় না। বিশেষত লকডাউন-জনিত বিবিধ বিপর্যয়ে জনমানসে যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়াছে, সেই বিষয়ে সংসদ বা বিধানসভায় বিরোধীদের প্রশ্নের অভিঘাত সামান্য হইবে না। তাহার পাট তুলিয়া দেওয়াই নিরাপদ মনে হইতেছে ক্ষমতাসীন নেতাদের।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অবশ্য নিজেকে 'প্রশ্নাতীত' বলিয়া প্রতিষ্ঠা করিবার প্রচেষ্টা বহু পূর্বেই শুরু করিয়াছেন। সাংবাদিকের প্রশ্ন তিনি গ্রহণ করেন না। তাঁহার বক্তব্য দেশবাসী জানিতে পারেন জনসভার বক্তৃতায়, নহিলে 'মন কি বাত' বেতার অনুষ্ঠানে। তাঁহার সাম্প্রতিক বেতার-ভাষণগুলি শুনিয়া একটিই কথা মনে আসে, তাহা 'মুখর নীরবতা'। অনর্গল কথা বলিতেছেন মোদী, কিন্তু অর্থনীতির পতন, কর্মহীনতা, স্বাস্থ্য, বুনিয়াদি শিক্ষার বিপর্যয়ের মতো জরুরি বিষয়ে তিনি নীরব। অসার বক্তব্যের বর্ষণ, জরুরি উত্তরের খরা, ইহাই কি ভারতে গণতন্ত্রের নিয়তি?

পরীক্ষার নিয়মের ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথেই হাঁটল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

কলকাতা,২২ সেপ্টেম্বর (হি স):এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথেই হাঁটলো রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। করোনা আবহে চলতি বছর অনলাইন পরীক্ষার সময় নিয়ে শুরু হয়েছিল জটিলতা। তবে সমস্ত ও জটিলতা কাটিয়ে ইউজিসির নিয়ম মেনে পাস অনার্স উভয় ক্ষেত্রেই দু''ঘণ্টাতেই পরীক্ষা নেবে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

করোনা কবলিত কঠিন পরিস্থিতিতে বন্ধ রাজ্যের স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়। কিন্তু পরীক্ষার্থীদের তো পরীক্ষা দিতেই হবে। চলতি বছর করোনা আবহে সব কিছুতেই পড়েছে ভাটা। আর তাই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবছর পরীক্ষা কেন্দ্রে নয় বরং অনলাইনে হবে পরীক্ষা। এর আগে পরীক্ষার ক্ষেত্রে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফের ঠিক করা হয়েছিল পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তরপত্র আপলোড করতে হবে। যদিও সেই নিয়ম মানতে নারাজ ছিল ইউজিসি। অবশেষে সমস্ত তর্কবিতর্কের অবসান ঘটিয়ে সেমিস্টারের পরীক্ষা হবে দু-ঘন্টায় এমন সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। আর এবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পথেই হাঁটল রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। প্রশ্নপত্র ডাউনলোড ও উত্তরপত্র আপলোডের জন্য অতিরিক্ত আধঘন্টা সময় দেওয়া হবে। অর্থাৎ সম্পূর্ণ পরীক্ষার জন্য সময় আড়াই ঘন্টা। ইউজিসির নিয়ম মেনে দু ঘন্টা সময়ের মধ্যেই লিখিত পরীক্ষা নেবে। বিশ্ববিদ্যালয় তরফে জানানো হয়েছে পুরনো সিদ্ধান্ত মোতাবেক ওপেন বুক সিস্টেম অর্থাৎ বাড়ি থেকে বই দেখে লেখা বা এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে। সে ক্ষেত্রে ১০০ নম্বর নয়,মোট ৪০ নম্বরের পরীক্ষা হবে। যাদের শুধুমাত্র থিওরি পেপার আছে অর্থাৎ যাদের শুধুমাত্র লিখিত পরীক্ষায় হবে তাদেরও একই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। অক্টোবর মাসেই পরীক্ষা নেওয়া হবে।

ওড়িশায় টাওয়ারের কাজে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত মালদার পরিযায়ী শ্রমিক

সামসী, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ওড়িশায় টাওয়ারের কাজে গিয়ে মারা গেলেন মালদার চাঁদমুনি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের কুমারিয়া গ্রামের এক পরিযায়ী শ্রমিক। মৃত শ্রমিকের নাম বাদিরুদ্দিন (২৮)। ঘটনাটি ঘটে সোমবার দুপুরে। মঙ্গলবার ময়নাতদন্তের পর দেহ বাড়ির উদ্দেশে পাঠানো হয়। বুধবার সকাল নাগাদ দেহ গ্রামে পৌঁছবে।

মৃতের পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার বাদিরুদ্দিন টাওয়ারের কাজে ওড়িশার উদ্দেশে বের হন। সোমবার ওড়িশায় পৌঁছান। দুপুরে কোম্পানির দেওয়া একটি বাড়িতে গিয়ে ওঠেন তিনি। সেই ঘরে থাকা বিকল একটি ফ্যান ঠিক করতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে তিনি মারা যান। স্থানীয় থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। মৃত বাদিরুদ্দিনের দাদা আলাউদ্দিন জানান, মঙ্গলবার ভাইয়ের দেহ ময়নাতদন্তের পর বাড়ির উদ্দেশে পাঠানো হবে। বুধবার সকাল নাগাদ দেহ গ্রামে পৌঁছবে। তিনি আরও জানান, বাড়িতে ভাইয়ের স্ত্রী মিননাহার বিবি ও তিন নাবালক সন্তান রয়েছে। তাঁর মধ্যে বড় মেয়ে আয়েশার বয়স ৬। এছাড়া দুই ছেলে রুবেল (৪) ও আরমান (২)। স্ত্রী মিননাহার বিবি বলেন, স্বামীর অবর্তমানে কী করে সংসার চলবে এটাই বড় ভাবনা। মাঠে এক কাঠাও জমি জায়গা নেই, শুধু স্বামীর পৈতৃক সূত্রে পাওয়া একশতক ভিটেবাড়িই সম্বল। এছাড়া বাড়িঘরও ভাঙাচোরা। বাংলা আবাস যোজনায় একটি পাকা ঘর পেলে খুব ভালো হয়।

করোনাকালে জীবন-জীবিকার সমস্যায় শ্রমিক শ্রেণি

নিত্যানন্দ ঘোষ

সংসদে বাদল অধিবেশনের শুরুতেই প্রশ্ন উঠল করোনা অতিমারিতে লকডাউনের পর ঘরে ফেরার পথে কতজন পরিযায়ী শ্রমিকের প্রাণহানি হয়েছে। শ্রমন্ত্রী সন্তোষ গঙ্গোয়ার জানিয়ে দিলেন সরকারের কাছে কোনও তথ্য নেই। ভারতবর্ষের সংসদীয় ইতিহাসে সবচেয়ে কঠিন এক মানবিক সংকটে সরকারের আচরণে সবাই যখন নমনীয় ভাব আশা করেন, ঠিক সেই ক্ষণে শ্রমমন্ত্রী জানাচ্ছেন তাঁদের কাছে প্রাথমিক তথ্যটুকু ও নেই। করোনা পরবর্তী লকডাউন এবং আনলক পর্ব মিলে প্রায় ছ'মাস অতিবাহিত। এই দুরূহ সময়ে শ্রমিক শ্রেণির জীবন-জীবিকা বিপন্ন। সারা বিশ্বে ইতিমধ্যেই কাজ খইয়েছেন। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা দেড় থেকে দু'কোটি। ভারতবর্ষের শ্রমিক কর্মচারীদের এই বিপন্নতায় সংসদীয় দলগুলির তরফে প্রতিবাদী যাঁরা তাঁদের আওয়াজ ততটা জোরালো হয়নি, যতটা হওয়ার কথা ছিল। প্রধান বিরোধী দলের নেতা জাতীয় কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি মাঝে মাঝেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদিকে প্রশ্নবাণে বিদ্ধ করেন। উত্তরটা দেন মোদির অনুগ্রহভাজন নেতানেত্রীরা। কিন্তু তাঁরাও সেসব প্রশ্ন এড়িয়ে পাল্টা কংগ্রেসকে দোষারোপ করেই দায়িত্ব সারেন। সত্যি কথা বলতে কি সংসদীয় বিরোধী দলগুলি তাঁদের প্রতিবাদ আন্দোলন ক্রমশই নিয়মতান্ত্রিকতার বেড়াজালে আটক ফেলেছেন। কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির তরফেও এমন কিছু জবরদস্ত আন্দোলন গড়ে ওঠেনি, যাতে করে করোনাবেলায় শ্রমিক কর্মচারীদের বিপন্নতা কমিয়ে দিতে পারে। তাঁরাও করোনা ভীতিতেও শাসকের চোখরাঙানিতে চুপ করে আছেন।

অর্থনীতির বা সমাজনীতির ছাত্র মাত্রেই জানেন যে শ্রমের শোষণ ততদিন চলবে, যতদিন পর্যন্ত শ্রম পুণজির দ্বন্দ্ব জারি থাকবে। সারা বিশ্বেই এখন কর্পোরেট পুঁজি, ক্রোনি ক্যাপিটাল (সিনিয়র জার্নালিস্ট অগ্রজ বনধু বরুণ দাশগুপ্ত এটির বাংলা করেছেন রাষ্ট্র আশ্রিত পুঁজি) ও লগ্নি পুঁজির রমরমা। এই সম্মিলত পুঁজিও আজ সংকটাপন্ন, কোভিড-১৯ অতিমারির আগে থেকেই, ফএল কোপটা প্রথমেই পড়ে শ্রমিক কর্মচারীদের উপর । ভারতবর্ষের বর্তমান শাসক গোষ্ঠী ও পুঁজির সংকট মোকাবিলায় কোভিড -১৯ অতিমারিকে যে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করবেন তাতে আর আশ্চর্যের কী? স্মর্তব্য, ভারতবর্ষেণ কেরলে করোনা সংক্রমণ প্রথম ধরা পড়ে। বাম মোর্চা শাসিত এই রাজ্যটির স্বাস্থ্যমন্ত্রী শৈলজার বুদ্ধিমত্তা ও করোনা মহামারি ঠেকাতে নিরলস পরিশ্রম সংক্রমণ বৃদ্ধি না হওয়ার অন্যতম কারণ হিসেবে থেকেছে। অথচ ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে দিল্লিতে করোনা সংক্রমণ শুরুর লগ্নেই কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ২৪ মার্চ প্রথম লকডাউন ঘোষণা করে দেওয়া হয় কোনও পূর্ব পরিকল্পনা ছাড়াই। সেই সময় রাজধানী দিল্লি ও অন্যান্য রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরে পরিযায়ী শ্রমিকরা কাজ হারিয়ে দিশেহারা। কোনও সরকারের তরফেই—না রাজ্য, না কেন্দ্র তাঁদের ক্ষুন্নিবৃত্তি নিরসনের কোনও প্রচেষ্টা করেনি। এমনকি তাঁদের ঘরে (জন্মস্থানে) ফেবার কোনও ব্যবস্থা না করে হঠাৎ লকডাউনে পরিস্থিতিকে জটিল করে তোলা হয়। অথচ একই দেশের অন্য একটি রাজ্যে কেরলে শ্রমিকদের প্রতি মানবিক উদ্যোগ দেখায় বাম-মোর্চা সরকার। ইতিমধ্যে ইউরোপ, আমেরিকায় ব্যাপকহারে রোগ সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ে। তখন ও বহাল ছিল বিদেশি উড়ান—যা বন্ধ করতে পারলে ভারতবর্ষে রোগ সংক্রমণ এভাবে বৃদ্ধি পেত না। করোনা মহামারির সংক্রমণের আবহেই দিল্লিতে অনুমতি দেওয়া হয় তবলিঘি সমাবেশের। মুসলিম বিদ্বেষে ইন্ধন জোগাতেই কি তবলিঘিদের সমাবেশ করতে দেওয়া হয়েছিল? কেন না সমাবেশের পরেও তাঁদের যখন আটকে রাখা হল, সংক্রমণ তাঁদের মধ্যেও ছড়ালো। এরপরই বিদ্বেষ বিষে তীরবিদ্ধ হল মুসলমান সমাজ।

ওদিকে পরিযায়ী শ্রমিকরা (যাঁদের অধিকাংশই নির্মাণ শিল্পে নিযুক্ত) কাজ হারিয়ে, অস্থায়ী বাসস্থান হারিয়ে এবং শ্রমের মজুরি না পেয়ে প্রকৃত অর্থেই সর্বহারা হয়েছেন। উচ্চ ন্যায়ালয়ও একসময় রায় দিলেন যে ওই প্রতিষ্ঠান সব বিষয়ে রায় দিতে পারে না। এভাবেই মাসাধিককাল চলার পর প্রশান্ত ভূষণ ও কলিন গঞ্জালেস সহ কতিপয় শুভানুধ্যায়ী পরিযায়ী শ্রমিকদের হয়ে জনস্বার্থ মামলা করলেন। দেশে তখন তৃতীয় দফার লকডাইড় চলছে। তার মধ্যে শ্রমিকরা তাঁদের শিশুপুত্র, কন্যা কাঁধে নিয়ে পোঁটলা মাথায় নিয়ে নিজের নিজের রাজ্যে গৃহে ফিরতে উন্মুখ। ভূখা পেটে মাইলের পর মাইল, হাজার মাইল পায়ে হেঁটে শ্রমিকরা চলছে নিজ গৃহের উদ্দেশে। নিজ নিজ রাজ্যে স্বগৃহে ফিরতে গিয়ে কেউ প্রাণ হারালেন, কেউ জখন হলেন, কেউ বা অর্ধোস্মৃত হয়ে ঘরে ফিরতে সক্ষম হলেন, সরকার চোখ বুজে রইল, ন্যায়ালয়ও পরিযায়ীদের জন্য কোনও রায় দিতে অস্বীকৃত ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনস্বার্থ মামলায় মানবিকতার নজির রাখতে উচ্চ ন্যায়ালয় রায় দিয়ে জানাল সরকারকেই শ্রকিদের বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে বিশেষ ট্রেন চালু করে। অস্থায়ী ছাউনিতে কাটিয়ে ট্রেন ধরে যাঁরা ঘরে ফিরলেন তাঁদের সকলেই সুস্থ হয়ে ফিরেত পারেননি। কেউ কেউ কোভিডকে সঙ্গী করেই ফিরছেন। ফলে পরিযায়ী শ্রমিকের আধিক্যযুক্ত গ্রামেও করোনা ছড়ালো। ট্রেন না পেয়ে অনেকে লরিতে ফেরার চেষ্টা করলেন। দুর্ঘটনায় প্রাণও দিলেন অনেকে সরকারের কাছে তথ্য না থাকলেও পরিযায়ী শ্রমিকদের বিপন্নতার প্রাণহানির পরিসংখ্যান পাওয়া যাবে না, তা তো হতে পারে না। কোভিড-১৯ অতিমারিতে বহু স্বেচ্ছাসেবী সাংগঠনের কর্মীরা প্রাণ বাজি রেখে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন, পরিযায়ীদের খবরাখবরও রেখেছেন। স্ট্র্যান্ডেড ওয়ার্কার্স অ্যাকশন নেটওয়ার্ক স্বেচ্ছাসেবী একটি সংস্থা দাবি করেছে ২৫ মার্চ থেকে ৪ জুলাই, ২০২০ পর্যন্ত ৯৭২ জন পরিযায়ী শ্রমিকের প্রাণহানি ঘটেছে। ওই সংস্থা সূত্রে জানা যাচ্ছে অনাহারে ও আর্থিক সমস্যায় ২১৬ জন, পথ দুর্ঘটনায় (রেল দুর্ঘটনা ধরে) ২০৯ জন, শ্রমিক স্পেশালে ৯৬ জন, চিকিৎসার অভাবে ৭৭ জন কোয়ারেন্টাইন সেন্টারে ৪৯ জন ও অন্যান্য বিভিন্ন করেণে ১৯২ জন মারা গিয়েছে। এছাড়া ১৩৩ জন পরিযায়ী শ্রমিক আত্মহত্যা করেছেন। দেড় কোটি শ্রমিক কাজ খুইয়ে চরম বিপন্নতায় দিন কাটাচ্ছেন। এঁরা সকলেই পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিশেষ ত্রাণ ঘোষণা করেছেন, যা নির্দিষ্ট সর্ত মেনে শ্রমিকরা পাবেন। অর্থাৎ কোনও রাজ্যে কত পরিযায়ী শ্রমিক আছেন, তা কেন্দ্রীয় সরকারকে জানাতে হবে। বিহার জানিয়েছে, তাদের আছে ১৩ লক্ষ পরিযায়ী শ্রমিক। তারা কিছু ত্রাণ পেয়েছেও । পশ্চিবঙ্গে জানাতে পারেনি, ত্রাণ পায়নি।

সংসদে বাদল অধিবেশন শুরু হয়েছে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে চলবে অক্টোবর ১ তারিখ পর্যন্ত। করোনা অতিমারির অজুহাতে এই প্রথম সর্বদলীয় বৈঠক, যা অধিবেশন শুরুর ক'দিন আগে হত তা বন্ধ করা হয়েছে। উত্তর সংসদেই (লোকসভা ও রাজ্যসভা) সাংসদরা প্রশ্নোত্তরের সুযোগ পাচ্ছেন না। ভারতবর্ষের সংসদীয় গণতন্ত্রে ইতিহাসে এত এক নজির। গণতন্ত্রে প্রশ্ন করার অধীকার সর্বজনস্বীকৃত বিষয়। প্রশ্নের উত্তর জানা থাকলেও, সেই উত্তরে সরকারই যে বিপাকে পড়বে, সেই কারণেই সাংসদরা সরকারের কাছে কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না। যে কাজ স্বেচ্ছাসেবী সংস্তা করতে পারেন, সেই কাজ সরকার পারেন না। বাদল অধিবেশন শুরুর দিনেই সরকার সংসদে জানিয়েছেন, লকডাউনে কাজ হারিয়ে বাড়ির পথে রওনা দেওয়া কতজন পরিযায়ী শ্রমিক মারা গিয়েছেন, সেই হিসেব তাঁদের কাছে নেই। অথচ রেলের হিসাব অনুযায়ী শ্রমিক স্পেশাল ট্রেল চালু হওয়ার পর থেকে মে মাসের শেষ পর্যন্ত মোট ৮০ জন পরিযায়ী শ্রমিক বা তাঁদের পরিবারের মানুষজন মারা গিয়েছেন। ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কিংবা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার দাবি সচিত্র মৃত্যুর যে খব বেরিয়েছে, সেগুলি যোগ করলেই সংখ্যাটা ২০০ ছাড়িয়ে যাবে ।তা ছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা দাবি করছেন যে, ১৯৭৯ সালের আন্তঃরাজ্য পরিযাযী শ্রমিক আইন অনুযায়ী কোনও রাজ্য থেকে কত শ্রমিক যে যে রাজ্যে যাচ্ছেন, প্রত্যেকের সম্পর্কে পুরো তথ্য উভয়ের কাছ থাকর কথা। এছাড়া যে সব সংস্থায় তাঁর কাজ করেন, সেই সব সংস্থা যখন রিটার্ন দাখিল করে তাতেও প্রত্যেক কর্মী সম্পকে তথ্য থাকার কথা। আসলে সরকার চাইছে শ্রমিকদের দায় ঝেড়ে ফেলতে। সরকারের সদিচ্ছা থাকলে পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যুর পরিসংখ্যান রেল দফতর থেকেও নিতে পারত। পরিযায়ী শ্রমিকদের মৃত্যু পরিসংখ্যান জানা থাকলেও অপদস্থ হওয়ার ভয়ে সরকার তা জানাবে না।

পরিযায়ী শ্রকিমদের বাদ দিলে এক এক শ্রমিকদের মৃত্যু পরিসংখ্যান জানা থাকলেও অপদস্থ হওয়ার ভয়ে সরকার তা জানাবে না।

পরিযায়ী শ্রমিকদের বাদ দিলে এক এক রাজ্যে যে সমস্ত অসংগঠিত শ্রমিক কাজ করেন তাঁদের দুর্গতিই বা বোঝা কে? কোভিড ভীতিকে কাজে লাগিয়ে অধিকাংশ সংস্থা হয় শ্রমিকদের কর্মচারীদের মাইনে দিচ্ছে না বা শ্রমিক ছাঁটাই করে সংস্থা বন্ধ করে দিয়েছে। বহু ক্ষেত্রে পে কাটও হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে হাওড়ার পরেই ফুলের বাজার আছে উত্তর ২৪ পরগনার ঠাকুরনগের। গাইঘাটা, ঠাকুরনগর, গুমা, চাঁদপাড়া ইত্যাদি অঞ্চলের ৫০ হাজার পরিবার ফুল ব্যবসার সঙ্গে জাড়িত। ঠাকুরনগর বাজার থেকে ফুল নিয়ে ছোট ছোট ব্যাবাসায়ীরা দমদম, উল্টোডাঙা, শিয়ালদহ সহ নানান জায়গায় ফুল বিক্রি করতেন। ট্রেন বন্ধ থাকায় ফুল ব্যবসায়ীরা বাড়ির বাইরে যেতে পারছেন না। ঠাকুরনগর ফুল ব্যবসায়ী ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে যে, স্বাভাবিক অবস্থায় বাজারে আসতেন হাজার মানুষ বর্তনানে করোনাকালে সেখানে আসেন হাজার মানুষ। উদাহরণ হিসেবে শিবু ও স্ত্রী সারথী বাওয়ালি কলকাতায় ফুল বিক্রি করতেন ঠাকুরনগর ফুলবাজার থেকে ফুল ক্রময় করে। তাঁরা ট্রেন বন্ধ থাকায় বেশি পয়সা খর করে একজন ম্যাটাডোরে চেপে কলকাতায় যাচ্ছেন সারথী অন্য পেশা-বাড়ি বাড়ি রান্না করছেন। দক্ষিণ কলকাতায় দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহু নারীপুরুষ বাড়ির কাজ করতেন। করোনার ভয়ে দক্ষিণ কলকাতাবাসীরা বাড়ির কাজের লোকদের ছ'মাস হল কাজে নিয়োগ করছেন না। তাঁরা বাড়ি বাড়ি কাজ করে চার পাঁচ হাজার টাকা প্রতি মাসে রোজগার করতেন। বন্ধ হয়ে গিয়েছে এঁদের রোজগার। হোটেল , মোটেল, শপিং মল, রেস্তরাঁ, চায়ের দোকানে যাঁরা কাজ করতেন, তাঁরাও কাজ খুইয়েছেন। ভিড়ে ঠাসা ফুটপাথের খাবারের দোকনে যেখানে ১০ জন কাজ করতেন সেখানে দু'জন বা তিনজন কাজ নিযুক্ত আছেন। ছোটখাটো বহু দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাজ খুইয়ে বাস কণ্ডাক্টররা বাড়ি বাড়ি সব্জি বেচছেন। এটিই বাংলার চিত্র।

প্রেস বাঁধাইখানা, ছাপাখানাতে কাজ প্রায় বন্ধ। শ্রমিক কর্মচারীরা হয় কাজ খুইয়েছেন, নয়তো অর্ধেক মাইনে নিয়ে দ্বিগুণ কাজের লোড নিয়ে কাজ করছেন। ব্যতিক্রম হিসেবেই আছে। যেমন উত্তর ২৪ পরগণার মধ্যমগ্রামের দোলতায় ডি অ্যান্ড পি গ্রাফিক্স ছাপাখানার কর্ণধারদ্বয় প্রতাপ মিত্র ও দিলীপ সেন কাজ থাক বা না থাক ১৫-২০ জন শ্রমিক কর্মচারীদের নিয়মিত বেতন দিচ্ছেন। লকডাউনের সময় তাঁরা কমিউনিটি কিচেন ও চালিয়েছেন। এক্সপোর্ট ইমপোর্ট সংস্থা, যাঁরা বিদেশে মাল পাঠাতে বা আমদানি করতে ক্লিয়ারেন্স জোগড় করে সুবন্দোবস্থ করে তাদের অবস্থা খুবই খারাপ। অর্থাৎ কর্মচারীদের অবস্থা খুব খারাপ। বিশেষ করে মুম্বাইয়ে যেসব সংস্থা কাজ করে থাকে, সেই সংস্থাগুলির শ্রমিক কর্মচারীদের অবস্থা খুবই করুণ। সামগ্রিকভাবে অসংগঠিত শিল্পে যেসব শ্রমিক কর্মচারী কাজ করেন, যঁরা সংখ্যায় কয়েক কোটি তাঁরাই সবচেয়ে বিপন্ন। এই অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীদের মধ্যে ঠিকা শ্রমিক কিংবা অস্থায়ী শ্রমিকদের দুর্দশা সবচেয়ে বেশি। এঁদের ক্ষেত্রে সামাজিক সুরক্ষা আইনও প্রযোজ্য হয় না বা কাজের নিরাপত্তাও থাকে না। অনেক ক্ষেত্রেই এঁরা ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার থেকেই বঞ্চিত হন।

সারা দেশে কিংবা সারা বিশ্বে উৎপাদিকা শক্তির সিংহভাগই অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক সংগঠিত ক্ষেত্রে আউটসোর্সিং এখন নিয়মে পরিণত হয়েছে। আউটসোর্সিংয়ের কাজ অসংগঠিত ক্ষেত্র থেকেই হয়ে থাকে। করোনা পরবর্তী পরিস্থিতিতে অসংগঠিত শিল্পের শ্রমিক কর্মচারীরা যে দূরবস্থার মধ্যে পড়লেন তার থেকে মুক্তি পাওয়া বেশ দুষ্কর। সরকার খুব বেশি অল্পস্বল্প ডোল দিতে পারে। তা সে রাজ্য সরাকরই হোক বা কেন্দ্রীয় সরকার হোক। ভারতবর্ষে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা কেন্দ্রীয় ডান-বাম মধ্য বাম ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকদের দাবিদাওয়ার লড়াইয়ে বা অধিকার আন্দোলনের ঐক্যবদ্ধ হয় না। ১০-১১টি যে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন আছে, তাদের সকলে একজোট হয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে বা রাজ্য সরকারকে দাবিসনদ পেশ করে না। কেন্দ্রে বা রাজ্যে যে সমস্ত দল ক্ষমতায় আছে, তাদের প্রভিবিত ট্রেড ইউনিয়ন তাদের সরকারের শ্রমিক বিরোধী নীতির বিরোধিতা করে না। ফলে যুথবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলন অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়ে যায়। অথচ এই করোনাকালে পুঁজির সংকট থেকে উদ্ধার পেতে শাসক গোষ্ঠী যখন শ্রমিক কর্মচারীদের উপর ক্রমান্বয়ে একের পর এক আঘাত করছে, সেখানে যুথবদ্ধ শ্রমিক আন্দোলনের প্রত্যাঘাতটা জরুরি ছিল বিপন্ন শ্রমিকদের জন্য ট্রেড ইউনিন আন্দোলনগুলি কি ঐক্যবদ্ধ হতে পারে না? (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কেন মাঝে মাঝেই আম-নাগরিকের যন্ত্রণার কারণ হয়ে ওঠে আলু- পেঁয়াজ-লঙ্কা !

বরুণ দাস

নানাবিধ দিবসের কথা আমরা কমবেশি অনেকেই জানি। এখন প্রায় সারা বছর জুড়েই চলে সব দিবস উদযাপনের পালা। শুধু আমাদের দেশেই নয়, সারা বিশ্ব জুড়েই চলছে রকমারি নানা দিবস উদযাপনের ঘনঘটা। মানুষ মেতে থাকেন দিবস উদযাপনের নবআনন্দে। সংসার সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের নানা প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি জনিত ক্ষোভ বিক্ষোভ প্রশমনে এসব দিবস পালনের ভূমিকা উপেক্ষা করার নয়।

মানুষকে মাতিয়ে রাখার অনিবার্য উপকরণ তার হাতে নাগালের মধ্যে পৌঁছে দিলেই হল। ব্যস। সবকিছু ভুলে অনেক মানুষই তখন মেতে ওঠেন ওসব নিয়ে। সাময়িকভাবে নিজেদের ভাসিয়ে দেন উৎসব অনুষ্ঠানের স্রোতের মধ্যে। যাকে। আমরা গোদা বাংলায় বলি মাতন। এই মাতনই এখন অধিকাংশ উৎসব অনুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান অঙ্গ বা লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। একে অস্বীকার করার উপায় নেই।

আম উৎসবের কথা হয়ত অনেকেই জানেন। কিন্তু তা বলে আলু উৎসব। একটা গোটা মাস আলু নিয়ে মাতন? তাও আবার জাতীয় পর্যায়ে ? হ্যাঁ, চলতি বছরের গোটা সেপ্টেম্বর মাস জুড়েই খোদ আমেরিকায় পালিত হচ্ছে জাতীয় আলু মাস বা ন্যাশনাল পোট্যাটো মান্থ। এখন আর কোনো কিছুতেই আশ্চর্য হবার কিছু নেই। আশ্চর্যের দিন বোধহয় শেষ। এখন শুধু দু'চোখ খুলে দেখে যাওয়ার সময়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, গোটা বিশ্বের প্রায় শ'দেড়েক দেশের অত্যাবশ্যকীয় খাবারগুলির একটি হল আলু। বিত্তবানদের কাছে অবশ্য আলুর চাহিগা অন্যভাবে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই থেকে আলু সেদ্ধ, আলু টিক্কা থেকে আলুর বাটি চচ্চড়ি। স্বাদে আহ্লাদে এর পর বদলালেও আলু আছে আলুতেই। অভাবের আতটালাতেও এটিই ভুখা পেটের অতি সস্তার সান্ত্বনা। পরিসংখ্যান জানাচ্ছে, বিশ্বের খাদ্য তালিকায় পাঁচ নম্বরে আছে আলু।

সর্বঘটে কাঁঠালি কলার মতোই এই আলুকে নিয়েই গত ১৯ আগস্ট অনষ্ঠিত হয়ে গেল দেশি বিশেষে জাতীয় আলু দিবস উদযাপন। উদ্যোগে আয়োজিত এই উৎসেব পিরিয়ডের নানা নিষেধাজ্ঞার ফলে ফেসবুক লাইভও ছিল এ বিষয়েই। অনেকে উপভোগ করেছেন আলু নিয়ে উদযাপতি এমন মহার্ঘ্য দিবেসের উৎসব অনুষ্ঠানের বৈভব।

মহার্ঘ্য দিবসের উৎসব অনুষ্ঠানই বটে। অন্তত আলু দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিতজনদের তালিকা তারই প্রকৃষ্ঠ প্রমাণ দেয়। আমেরিকান সেন্টারে অনুষ্ঠিত আলু দিবসের ওই অনুষ্ঠানে ছিলেন ইউএস ফুলব্রাইট নেহরু গ্লেবাল স্কলার এবং ফুডস্টোরি বুক সিরিজের সম্পাদক নীনা মুখার্জি ফ্রিস্টিনো এবং অধ্যাপক তথা ফুডব্লগার রঞ্জিনী গুহ। প্রাসঙ্গিক আলোচনা, রান্না আর তা আস্বাদন করার জন্য অলাহি আয়োজন। কলকাতার আমেরিকান সেন্টারের সূত্রে জানা গেছে বিশ্বের দু'প্রান্ত থেকে আলুর খানদানি পরস্পরা নিয়ে আলোচনার পাশাপাশি একজন রাঁধলেন বাটি চচ্চড়ি, অন্যজন পট্যাটো স্যুপ। আলু যাঁদের মূল নিত্য খাদ্যতালিকায় থাকে, তাঁরা কল্পনাও করতে পারেনা আলু সংক্রান্ত এমন মহার্ঘ অনুষ্ঠান। সমগ্র অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন আমেরিকান সেন্টারের ডিরেক্টর অ্যান্ড পাবলিক অ্যাফেয়ার অফিসার মনিকা সাই।

এ তো গেল বিত্তবানদের ক্ষেত্রে আলুর উপাদেয় আয়োজন আর আস্বাদনের কথা ও কাহিনী। কিন্তু যাঁরা অনন্যোপায় হয়ে আলু রাখেন তাঁদের পরিবারের নিত্যদিনের আহার্য তালিকায় তাঁদের তো এখন একেবারে ত্রাহি মধুসুদন অবস্থা। ভারতের সঙ্গে আলু রাখার কথা ভাবতেই পারছেন না তাঁরা। আলু এখন কোথাও ৩৫ তো কোথাও ৩৮ টাকা প্রতি কিলোগ্রাম। চালের দামের প্রায় কাছাকাছি আলুর দাম। গরিবের খাদ্য তালিকায় পাকা স্থান করে নেওয়া এই নিত্যপ্রয়োজনীয় বস্তুটিই কেন যে বার বার সাধারণ মানুষকে এমন ভোগায় কে জানে। কখনও আট তো কখনও আবার আট থেকে লাফিয়ে আটত্রিশ। আচমকাই প্রায় পাঁচ গুণ বেশি দাম। এতো দাম দিয়ে আলু কেনার সাধ্য কোথাও দেশের গরিব মানুষের? বিশেষ করে দু'কিলো মোটা চাল কিনতেই যাঁদের রোজগারের (পড়ুন পকেটের পয়সা) সবটাই শেষ হয়ে যায়।

গরিবের উদর পুর্তির জন্য আহামরি কিছু চাই না। বারবার সামান্যতেই তাঁর তুষ্ট । কারণ জীবনের দীর্ঘ অভিজ্ঞাতায় তাঁর জানেন, তার চেয়ে বেশি কিছু তাঁদের পাওয়ার নেই। তাই চাওয়ারও কিছু নেই। কারণ চাইলেই তো আর পাওয়া যাবে না। তাই অকারণ কেন চাওয়া। যে দেশের ৪৫ কোটি মানুষ দরিদ্র্যসীমার নীচে সে দেশের মানুষের ভারতে সঙ্গে একটু আলু পেঁয়াজ লঙ্কা হলেই যথেষ্ট বলে মনে করেন। তাঁরা ভালোকরেই জানেন সব্জি কেনার মতো বিলাসিত তঁদের খাটে না। আমিষ আহার তো অনেক পরের বিষয়। স্বাধীনতার তিয়াত্তর বছর পরেও এই সাবেকি চিত্রের মোটেই রদবদল ঘটেনি। ভোট আসে ভোট যায়। সিংহাসনে বসা মানুষের বদল ঘটে (পড়ুন রাজা আসে রাজা যায়)। বদল ঘটে তাঁদের ঘনিষ্ঠ সাঙ্গপাঙ্গদের। কিন্তু গরিব মানুষের পরিস্থিতি বদলায় না। তাঁদের অবস্থা একই থেকে যায়। ফলে তাঁদের খাদ্যের তালিকায়ও বিশেষ কোনো বদল ঘটে না। ভারতে সঙ্গে আলু পেঁয়াজ লঙ্কার সম্পৃক্ততাও কদাপি বদলায় না। তাতেও তাঁদের কোনো এক্ষাভ বিক্ষোভ জন্মায় না মেনে আর মানিয়ে নিথেই য়েন অভ্যস্ত হয়ে গেছে তাঁদের জীবন। কিন্তু যখন ওই আলু পেঁয়াজ লঙ্কাতেও আগুন লেগে যায়, তখন তাঁব বড় বিপাকে পড়ে। মুখের গ্রাস কেড়ে নেওয়ার জন্য নিজেদের ভাগ্যকেই শুধু দোষারোপ করেন।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার আগরতলায় সিপিএম সমর্থিত সংগঠন এক ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

টানা ছয় মাস পর কোভিড বিধি মেনে আগামী ২৪ তারিখ খুলবে কামাখ্যা মন্দির, প্রস্তুতি দুরন্ত গতিতে

গুয়াহাটি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : করোনা সংক্রমণ ও লকডাউনে জেরে গত ২০ মার্চ থেকে গুয়াহাটির মালিগাঁওয়ে নীলাচল পাহাড়ে অবস্থিত বিশ্ববিখ্যাত শক্তিপীঠ কামাখ্যা ধাম বন্ধ ছিল। বহু টানাপোড়েনের পর মন্দির খোলার প্রস্তুতি চালিয়েছে মন্দির পরিচালন সমিতি। সব কিছু ঠাকঠাক থাকলে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের জন্য মন্দিরের কপাট খুলে দেওয়া হবে।
কামাখ্যা মন্দির খোলার প্রসঙ্গ নিয়ে গত শনিবার ১৯ সেপ্টেম্বর কামরূপ মহানগরের জেলাশসকের কার্যালয়ে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ওই সভার পর জেলাশাসক বিশ্বজিত পেগু করোনা অতিমারির প্রটোকল রক্ষা করে একটি গাইডলাইন মন্দির পরিচালন সমিতিকে প্রেরণ করেন। এ প্রসঙ্গে মঙ্গলবার দুপুরে মন্দির পরিচালন সমিতি এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করে। সাংবাদিক সম্মেলনে মন্দির খোলার বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন সমিতির পদাধিকারীরা। তাঁরা জানান, জেলা প্রশাসনের গাইডলাইন অনুযায়ী প্রত্যেক দর্শনার্থীকে মুখে মাস্ক পরে, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে মা কামাখ্যা ধামে যেতে হবে। এছাড়া দর্শনার্থীদের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য প্রতিদিন পাঁচশোর বেশি পুণ্যার্থী তথা ভক্ত-দর্শনার্থীকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না। এর জন্য উপযুক্ত হোল্ডিং এরিয়ার ব্যবস্থা করা, অনলাইনে তীর্থযাত্রীদের প্রবেশপত্রের ব্যবস্থা করা, কামাখ্যা মন্দির তথা নীলাচল পাহাড়ের নীচে পুণ্যার্থীদের মেডিক্যাল টেস্ট করানো, পুলিশ প্রশাসনের জন্য অস্থায়ী আবাসন নির্মাণ ইত্যাদির ব্যবস্থাদি সম্পূর্ণ করে আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে কামাখ্যা মন্দির খোলার অনুমতি প্রদান করেছে জেলা প্রশাসন। সমিতির পদাধিকারীরা জানিয়েছেন, জেলাশাসক কর্তৃক প্রদত্ত গাইডলাইন অনুযায়ী পাঁচ শতাধিক তীর্থযাত্রীর জন্য প্রয়োজনীয় হোল্ডিং এরিয়ার ব্যবস্থা করতে মন্দির পরিচালন কর্তৃপক্ষ সিদ্ধেশ্বর মন্দির চত্বরকে সে অনুযায়ী তৈরি করেছেন। এর সাথে গাড়ি রাখার নবনির্মিত স্থানটিও ব্যবহার করা হবে। কিন্তু এই কাজটি সম্পন্ন হতে আরও বেশ কিছুদিন সময় লাগবে। হোল্ডিং এরিয়া ছাড়া ভিড় নিয়ন্ত্রণ করা কঠিন হবে।
অন্যদিকে জেলাশাসকের গাইডলাইন অনুযায়ী অনলাইনের সাহায্যে পরিচয়পত্র প্রদান করার সম্পর্কে মন্দির কর্তৃপক্ষ জানান, অনলাইন ব্যবস্থা কামাখ্যা দেবালয়ের কাছে নতুন ধারণা। এক্ষেত্রে কামাখ্যার পুজারি, পাণ্ডা, সেবাইত সবার সাথে আইটি বিশেষজ্ঞদের বিস্তারিত আলোচনার পর প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ইতিমধ্যে তিনটি হোল বডি স্ক্যানিং টানেল সংস্থাপিত করা হয়েছে। হোল্ডিং এরিয়াকে স্যানিটাইজ করার জন্য প্রয়োজনীয় স্প্রে মেশিন তথা থার্মাল স্ক্যানারের ব্যবস্থাও ইতিমধ্যে করা হয়েছে বলে জানান মন্দির পরিচালন সমিতির পদাধিকারীরা।
এদিকে মন্দির খুলে যাওয়ার পর মন্দিরে প্রবেশ করতে হলে প্রবেশদ্বারে কোভিড টেস্টে নেগেটিভ সার্টিফিকেট দেখাতে হবে। তিন দিন আগের নেগেটিভ সার্টিফিকেট প্রদর্শন করেই ব্যক্তিরা মন্দিরে প্রবেশ করার অনুমতি পাবেন। এছাড়া মন্দির চত্বরে থাকবে করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থাও।
প্রসঙ্গত, গত ৮ জুন রাজ্য সরকার কিছু কিছু মঠ ও মন্দির খোলার ছাড়পত্র দিয়েছিল। কিন্তু করোনা সংক্রমণের কথা ভেবে কামাখ্যা মন্দির পরিচালন সমিতি মন্দির বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। মার্চ থেকে প্রায় ছয় মাস বন্ধ থাকার পর বর্তমানে কামাখ্যা মন্দির খোলার প্রস্তুতি জোরগততিতে চলছে। করোনা সংক্রমণের জন্য বেশ কয়েক মাস রাজ্যের বন্ধ মঠ মন্দিরগুলো ইতিমধ্যে খুলতে শুরু করেছে।

কাছাড়ে নতুন ৭১ জনকে নিয়ে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৮৩৪৫

শিলচর (অসম), ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আজ মঙ্গলবার কাছাড় জেলায় নতুন করে করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৭১ জন। তাঁদের মধ্যে ৬২ জনই রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে এবং ৯ জন ধরা পড়েছেন পিআরপিসিআর টেস্টের মাধ্যমে। আজ মোট ১,০১৮ জনকে রেপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করানো হয়েছিল। এ নিয়ে জেলাতে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮৩৪৫ জনে।
এদিকে শিলচর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কাছাড় জেলার একজনেরও মৃত্যু হয়নি আজ। তবে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে বরাক উপত্যকার মোট ১৩৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। তবে স্টেট ডেথ অডিট বোর্ড কতৃক ঘোষণা করা হয়েছে ৫৭ জনের। বর্তমানে মেডিক্যাল কলেজে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রয়েছেন ২১ জন। আইসিইউতে রাখা হয়েছে ১৬ জন রোগীকে। ডেস্টিনেশনে রয়েছেন দুজন। এছাড়া অক্সিজেন সাপোর্টে রয়েছেন ৩০ জন রোগী। বর্তমানে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ১২৮ জন সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রোগী রয়েছেন বলে মেডিক্যাল বুলেটিনে জানানো হয়েছে।

করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন ওদলাবাড়ির শিক্ষক

ওদলাবাড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন জলপাইগুড়ির ওদলাবাড়ি উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাক্তন শিক্ষক অসীমকুমার ভৌমিক (৭৪)। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন অসীমবাবু। এই নিয়ে ওদলাবাড়িতে করোনা আক্রান্ত হয়ে ৫ জনের মৃত্যু হল।
শিক্ষকতা ছাড়াও রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন তিনি। শিক্ষক সংগঠন এবিটিএ'র গুরুত্বপূর্ণ পদ সামলানোর পাশাপাশি বাম আমলে মাল পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতির দায়িত্বও নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন তিনি। ৫ সেপ্টেম্বর অসীমবাবু, তাঁর স্ত্রী ও ছেলে সহ করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। স্ত্রী ও সন্তান সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে এলেও মারা গেলেন অসীমবাবু।

বিদেশ থেকে চিকিৎসা করিয়ে দেশে ফিরলেন সোনিয়া গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): বিদেশ থেকে চিকিৎসা করিয়ে দিল্লিতে ফিরলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী।তার সঙ্গে ফিরে এসেছেন ওয়ানাডের সংসদ রাহুল গান্ধীও। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য চলতি মাসের শুরুতেই বিদেশে পাড়ি দিয়েছিলেন সোনিয়া গান্ধী। সঙ্গে ছিলেন তাঁর পুত্র রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার সকালে তারা দিল্লিতে ফিরে আসেন।
সংসদ অধিবেশনে দুজনে অংশগ্রহণ করবে কিনা সে বিষয়ে এখনো ধোঁয়াশা রয়েছে।কারণ বিদেশ থেকে ফিরে এলে নিয়ম অনুসারে তাদেরকে করোনা বিধি মেনে চলতে হবে। দেশে না থাকলেও দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে ক্রমাগত যোগাযোগ রেখে চলেছেন দুজনে। দলের বর্ষীয়ান নেতা আহমেদ প্যাটেল জানিয়েছেন, ২৪ শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৪ ই নভেম্বর পর্যন্ত কৃষি বিলের বিপক্ষে দেশজুড়ে যে গণ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হয়েছে তা সোনিয়া গান্ধীর নির্দেশেই করা হয়েছে।

বাঁশদ্রোণীতে প্রৌঢ়াকে ভূতের ভয়

কলকাতা,২২ সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা আবহের মাঝে এবার ভূতের ভয় দেখানোর অভিযোগ। বাঁশদ্রোণীতে এক প্রৌঢ়াকে ভূতের ভয় দেখানোর অভিযোগ উঠল। মঙ্গলবার ঘটনার তদন্তে বাঁশদ্রোণী থানার পুলিশ।
অভিযোগ উঠেছে, বাঁশদ্রোণীতে একা এক প্রৌঢ়াকে ক্রমাগত দেখানো হচ্ছে ভয়। কখনও মুখোশ পরে ভয় দেখানো হচ্ছে। তো আবার কখনও বাড়িতে অ্যাসিড ছোড়া হচ্ছে। ওই বৃদ্ধার অভিযোগ গাছের ওপর কেউ সব সময় বসে থাকে। আতঙ্কে বাঁশদ্রোণী থানায় অভিযোগ দায়ের বৃদ্ধার। এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান পুলিশ। পুলিশের অনুমান ডিপ্রেশন থেকেই সমস্যা হচ্ছে ওই প্রৌঢ়ার। প্রৌঢ়ার পরিবারকে সময় কাটাতে অনুরোধ করেছে পুলিশ।

তৃণমূল বিজেপি সংঘর্ষে উত্তেজনা গোসাবায়

গোসাবা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : তৃণমূল ও বিজেপি সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল দক্ষিন ২৪ পরগনার গোসাবার সাতজেলিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের জেমসপুরে। ঘটনায় স্থানীয় তৃণমূল নেতা পরিমল মৃধা গুরুতর জখম হয়েছেন। তার মাথায় ধারাল অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের। গুরুতর জখম অবস্থায় তাকে স্থানীয় চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় অভিযোগ উঠেছে এলাকার বিজেপি নেতা নীলকণ্ঠ মন্ডল ও তার অনুগামীদের বিরুদ্ধে। পাল্টা বিজেপির দাবি মঙ্গলবার দুপুরে আচমকা পরিমল মৃধার নেতৃত্বে তৃণমূলের লোকজন বিজেপি কর্মীদের বাড়িতে চড়াও হয়ে হামলা চালায়। এই ঘটনায় বেশ কয়েকজন বিজেপি কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আনে সুন্দরবন কোস্টাল থানার পুলিশ।
পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রের খবর, এই ঘটনায় ইতিমধ্যেই তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে ইতিমধ্যেই। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজে এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। তৃণমূলের অভিযোগ, গত কয়েকদিনে এই এলাকা থেকে একের পর এক বিজেপি

ছয়ের পাতায়

ফের করোনায় রেকর্ড মৃত্যু পশ্চিমবঙ্গে, আক্রান্ত ৩১৮২ জন

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ফের একবার করোনা আক্রান্ত হয়ে রেকর্ড মৃত্যু হল পশ্চিমবঙ্গে। গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে মারা গিয়েছেন করোনা আক্রান্ত হয়ে ৬২ জন। যদিও এর আগেও একবার একদিনে সর্বোচ্চ ৬২ জন করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন রাজ্যে। এদিকে একদিনে ফের সংক্রমিত হয়েছে তিন হাজারেরও বেশি মানুষ। গত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ৩১৮২ জন। গত এক দিনে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন ৩০৪৭জন। এদিন সুস্থতার হার ৮৭.২৮ শতাংশ। এখন সক্রিয় চিকিৎসাধীন, করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ২৪, ৯৭১জন। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২লাখ ৩১হাজার ৪৮৪জন। রাজ্যে মোট করণা মুক্ত হয়েছেন ২লাখ ২হাজার ৩০ জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত হয়ে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪৪৮৩জনের। সোমবার রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের বুলেটিন অনুযায়ী জানানো হয়েছে এমনটাই।
এদিকে গত ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা ৫৩৪ টি নতুন কেস পাওয়া যাওয়ায় শহরে মোট কেস বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫১হাজার ১৮৯টি। গত ২৪ ঘণ্টায় ৩৪৯ জন সুস্থ হয়ে উঠছেন। তাই এখন সুস্থ হওয়ার সংখ্যা মোট ৪৫, ২৬২জন। এদিকে করোনা আক্রান্ত হয়ে কলকাতায় গত ২৪ ঘণ্টায় ৭জনের মৃত্যু হয়েছে। তাই এখনও পর্যন্ত কলকাতায় মোট ১৬০৭জন মারা গেছে করোনা আক্রান্ত হয়ে। বর্তমানে কলকাতায় করোনা আক্রান্ত সক্রিয় চিকিৎসাধীন রয়েছেন ৪৩২০জন। এদিকে রাজ্যে সংক্রমনের নিরিখে কলকাতার পরেই রয়েছে উত্তর চব্বিশ পরগনা। ওই জেলায় একদিনে আক্রান্ত হয়েছেন ৫২৭জন। সুস্থ হয়ে উঠছেন ৫১৫জন।
এদিনের বুলেটিনে আরও জানানো হয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় রাজ্যে ৪৫হাজার ৪৪৭টি নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। এই পর্যন্ত রাজ্যে মোট নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে ২৮লাখ ৭৯হাজার ২৭৮টি। এখন রাজ্যে ৭৮টি ল্যাবরেটরীতে নমুনা পরীক্ষা করা হচ্ছে।

বক্সিরহাটে রেশনের কেরোসিন পাচারের সময় ধৃত ব্যক্তি

বক্সিরহাট, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের বক্সিরহাট থানার কাশিয়াবাড়িতে রেশনের কেরোসিন পাচারের সময় গ্রামবাসীদের হাতে তেল সমেত ধরা পড়ল এক ব্যক্তি। পরে তেলসমেত তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।
গ্রামবাসীদের অভিযোগ, স্থানীয় রেশন ডিলার সন্ধ্যা অধিকারীর বাড়ি থেকে মঙ্গলবার বিকেলে এক ব্যক্তিকে বাইকে করে কেরোসিন ভর্তি পাঁচটি ড্রাম নিয়ে বেরোতে দেখা যায়। তার পিছু ধাওয়া করে গ্রামবাসীরা তাকে আটকে দেন। ওই ব্যক্তি জানান, স্থানীয় ডিলারের কাছ থেকে তিনি চার হাজার টাকায় তেলগুলি কিনেছেন। বক্সিরহাট বাজারে বিক্রির জন্য তা নিয়ে যাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পুলিশ গেলে গ্রামবাসীরা বাইক, কেরোসিন তেল সমেত ওই ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দেন। বক্সিরহাট থানার ওসি বলেন, তেল পাচারের সঙ্গে যুক্ত সন্দেহে স্বপন পাল নামে ওই ব্যাক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তেল ও বাইকটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ঘটনার পর থেকে গা ঢাকা দিয়েছেন ডিলার সন্ধ্যা অধিকারী। অবশ্য তাঁর পরিবারের লোকেরা অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

যাঁরা ইতিহাস ভুলে গিয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ কখনো উজ্জ্বল হতে পারে না : শুভেন্দু অধিকারী

নন্দীগ্রাম, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : 'যাঁরা ইতিহাস ভুলে গিয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ কখনো উজ্জ্বল হতে পারে না।' পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে জমিরক্ষা আন্দোলনের 'শহিদ' নিশিকান্ত মণ্ডলের স্মরণসভায় এসে দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে এমনটাই ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেন তৃণমূল নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
মঙ্গলবার সোনাচূড়ায় নিশিকান্তবাবুর স্মরণসভায় যোগ দিতে যান শুভেন্দু। সেখানে নন্দীগ্রাম আন্দোলনে তাঁর অবদান স্মরণ করেন তিনি। বলেন, 'আমি যখন প্রথম এখানে এসেছিলাম তখন সাংসদ ছিলাম না। ছিলাম দক্ষিণ কাঁথির বিধায়ক। নিশিকান্তবাবু আমাকে হাত ধরে জমি আন্দোলনের বীজ বপন করেছিলেন। যাঁরা ইতিহাস ভুলে গিয়েছে, তাদের ভবিষ্যৎ কখনো উজ্জ্বল হতে পারে না।' এদিন এভাবেই নাম না করে ফের একবার তিনি তোপ দাগলেন শীর্ষনেতৃত্বের দিকে। যা নিয়ে ফের একবার শুরু হয়েছে জল্পনা

করোনার কাটা ১৭০.৬৬ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ কলকাতা পুরসভায়

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): করোনার হানা এবার পুরসভার বাজেটেও।মঙ্গলবার ভোট-অন-অ্যাকাউন্ট বাজেট পেশ করেন কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক ফিরহাদ হাকিম। করোনার জেরে এবার ১৭০.৬৬ কোটি টাকার ঘাটতি বাজেট পেশ হয় পুরসভাতে। করোনার কারণে বিভিন্ন খাতে অতিরিক্ত খরচ হওয়াতেই এবারে এই পরিমাণ ঘাটতি বাজেট হয়েছে বলে জানান কলকাতা পুরসভার মুখ্য প্রশাসক।
এই প্রসঙ্গে ফিরহাদ হাকিম বলেন, 'পুরসভার কঞ্জারভেন্স ও স্বাস্থ্য বিভাগে খাতে করোনা ও আমফানের জন্য বেশি খরচ হয়েছে। তাই ঘাটতি বাজেট পেশ হল। পরিকল্পনা মাফিক কাজ হলে ঘাটতি বাজেট থাকত না। কিন্তু অতিমরির জন্য সব ভেস্তে গেছে। আমরা আগেই বাজেট পেশ করতাম কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের রায়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। হাই কোর্টের রায়কে সমর্থন জানিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট'। এই বাজেট পেশ না হলে অক্টবর মাস থেকে সব কাজ বন্ধ হয়ে যেত। তাই তড়িঘড়ি এই সিদ্ধান্ত নিতে হল বলেও এদিন জানান তিনি।
একইসঙ্গে তিনি আরও বলেন, যেসব খাতে যে পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ আগেরবার বাজেটে ছিল সেগুলো সবই সমান রাখা হয়েছে। রেট কোথাও খুব একটা কিছু কমানো বাড়ানো হয়নি। আজকের মার্চ পর্যন্ত পুরো বাজেট পেশ করা হল।

করোনা পরিস্থিতিতে বিশেষ সফরে কলকাতায় আসছেন মোহন ভাগবত

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : করোনা পরিস্থিতিতে বিশেষ সফরে পশ্চিমবঙ্গে এলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তিনি কলকাতা পৌঁছেছেন। এদিন সঙ্ঘের পক্ষ থেকে জানান হয়েছে আগামী দু'দিন ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর কলকাতাতেই করোনা পরিস্থিতিতে সঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য সেবা ও সংস্কারের কাজ কীভাবে চলছে ও তা কীভাবে নিরন্তর জারি রাখা যায় তা নিয়েই রাজ্যের কার্যকর্তাদের সঙ্গে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর ।
করোনা পরিস্থিতিতে লকডাউনের শুরু থেকেই বিভিন্ন সেবাকাজ করে চলেছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ, তা সে ত্রাণ দেওয়া হোক বা ওষুধ পীড়িতদের সেবা জারি রেখেছে সঙ্ঘ। সময় দীর্ঘ হলেও সেই কাজে ভাটা আসতে দিতে নারাজ তারা। এরই পাশাপাশি সঙ্ঘের আত্মসাধনা শাখাও অব্যাহত রয়েছে। সমস্ত সমালোচনা, রাজনৈতিক বাধা বিপত্তির পেরিয়ে এই কাজ অব্যাহত রাখতে চায় সঙ্ঘ। আর তারই পথ দেখাতেই রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবতের পশ্চিমবঙ্গ সফর। এসবের সঙ্গে মহামারী পরবর্তী সময়ে রাষ্ট্র পুনর্নির্মাণের কাজে সঙ্ঘের ভূমিকা কিহবে? যুগোপযোগী আর্থিক পরিকল্পনা রচনা ও শিক্ষার প্রসার করে আত্মনির্ভর ভারত গড়তে রাজ্যের স্বয়ংসেবকদের অবস্থান কোন পরিস্থিতিতে আছে এবং কোন পথে এগোন উচিৎ তা নিয়েই আলোচনা করবেন সরসঙ্ঘচালক। আগামী ২৩ ও ২৪ সেপ্টেম্বর এই দুই দিন বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। তাছাড়া তাঁর এই সফর নিয়ম মাফিক না হলেও সাংগঠনিক বিষয় নিয়েও যে আলোচনা হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ২৫ সেপ্টেম্বর তিনি কলকাতা থেকে ওডিশার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন ।

বাংলা কৃষকের স্বার্থে সর্বদা এগিয়ে, টুইটে দাবী তৃণমূলের

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মিথ্যা প্রচার করছে বিজেপি, বাংলার কৃষকের স্বার্থে সর্বদা এগিয়ে আছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দাবী করল তৃণমূল। মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়ায় দলের পক্ষ থেকে এ কথা জানানো হয়। দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়, কোর কমিটির সদস্য ফিরহাদ হাকিম টুইট করে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কৃষকদের স্বার্থে সর্বদা এগিয়ে।
এর আগে "আয়ুষ্মান ভারত যোজনা' ও 'প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্মান নিধি' এই দুই কেন্দ্রীয় প্রকল্প চালু করার জন্য কেন্দ্রকে চিঠি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার টুইট করে জানাল রাজ্যের প্রশাসনিক দফতর। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই মন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর এবং হর্ষবর্ধন, দুজনকেই চলতি মাসের ৯ তারিখ চিঠি দুটি পাঠিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধনকে দেওয়া চিঠিটিও এদিন টুইটারে প্রকাশ করা হয়েছে। ওই চিঠিতে রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত যোজনা প্রকল্প চালু করার আবেদন করা হয়েছে।
প্রসঙ্গত, অন্যান্য রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত চালু হলেও পশ্চিমবঙ্গ সহ ৬ রাজ্যে কেন এ প্রকল্প চালু হয়নি তা জানতে চেয়ে নোটিশ পাঠিয়েছিল সর্বোচ্চ আদালত। সেই চিঠির জবাব দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত এর পরিবর্তে বাংলার স্বাস্থ্য সাথী প্রকল্পের সুবিধা রয়েছে। একইভাবে কৃষক বন্ধু প্রকল্প কেন্দ্রীয় প্রকল্প কিষান সম্মান নিধি প্রকল্প এর পরিপূরক বলেও তিনি জানিয়েছেন ওই চিঠিতে।
এদিন দলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "বিজেপি সরকারের ভুল তথ্য ছড়াতে খুব ব্যস্ত, এজন্য হয় তো তারা মুখ্যমন্ত্রীর অনুপস্থিতি অনুভব করেছেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচেষ্টার প্রশংসা না করা এবং দুই প্রকল্পের অনুরোধগুলি উপেক্ষা করায় তারা কী বিশেষজ্ঞ!" পার্থ এর পরেই বিজেপিকে কটাক্ষ করে বলেন, "সহযোগিতা" কথাটি কি কখনও শুনেছেন?"
অন্যদিকে, তৃণমূল কোর কমিটির সদস্য ফিরহাদ হাকিম বলেন, "বিজেপি মিথ্যাচারের সত্য উদাহরণ। তথ্য যাচাই না করে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীন। বারবার বিজেপির মিথ্যা অভিযোগে আমরাও বিরক্ত। বাংলা কৃষকদের ভবিষ্যত সুরক্ষায় সর্বদা এক ধাপ এগিয়ে ছিল এবং আছে।"

করোনার থাবায় থমকে পুরুলিয়ার উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ

পুরুলিয়া, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পুরুলিয়ায় করোনার থাবায় অর্থের অভাবে থমকে গিয়েছে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ।
লকডাউনের জেরে মার্চের শেষ দিক থেকেই এই কাজ প্রায় বন্ধ রয়েছে। ফলে গত আর্থিক বছর শেষ হয়ে যাওয়ায় প্রায় ২০ কোটি টাকা আটকে গিয়েছে। কিছু প্রকল্পের কাজ ওই আর্থিক বছর পেরিয়ে চলতি আর্থিক বছরে শেষ করলেও সেই রূপায়ণকারী সংস্থাগুলি কোনও টাকা পাচ্ছে না। তাই জেলা পরিষদ থেকেই বলে দেওয়া হয়েছে, কাজ মাঝপথে বন্ধ রাখতে। না হলে কাজ সম্পন্ন করার পরেও টাকা মিলবে না।
তবে আটকে থাকা টাকা যাতে দ্রুত পাওয়া যায় তাই পুরুলিয়া জেলা পরিষদ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের দ্বারস্থ হয়েছে। অনুমোদনের জন্য ওই বিভাগকে চিঠি লিখেছে। ওই বিভাগ অর্থদপ্তর থেকে অনুমোদন পেলেই আটকে থাকা টাকা খরচ করতে পারবে এই জেলা পরিষদ। সম্প্রতি অর্থ স্থায়ী সমিতির বৈঠকে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। অর্থদফতর থেকে যাতে টাকা দ্রুত মেলে সেই বিষয়ে পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুজয় বন্দ্যোপাধ্যায় পঞ্চায়েত ও গ্রামন্নেয়ান বিভাগের মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলাদা ভাবে কথা বলবেন বলে জানা গিয়েছে।
চলতি বছরে নতুন বিধি অনুযায়ী এক আর্থিক বছরের টাকা সেই আর্থিক বছরে খরচ করতে না পারলে তা ফেরত দিতে হবে। তারপর প্রয়োজনের ভিত্তিতে নতুন করে টাকা বরাদ্দ হওয়ার কথা। আগে সংশ্লিষ্ট আর্থিক বছরে সেই টাকা খরচ করতে না পারলে তা পরের আর্থিক বছরে খরচ করা যেত। এই নতুন নিয়মের পরেও পুনরায় টাকা বরাদ্দের ঝামেলায় তাছাড়া বকেয়া থাকায় ফেরত না দিয়ে পুরুলিয়া জেলা পরিষদ অনুমোদনের জন্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের দ্বারস্থ হয়। সাধারণত এরকম ক্ষেত্রে আর্থিক বছর শেষ হওয়ার মাসখানেকের মধ্যেই অনুমোদন মিলে যায়। কিন্তু এবার কোভিড পরিস্থিতিতে অর্থের অভাবে অনুমোদনই মিলছে না।

বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউর ৮০ শতাংশ করোনা রোগীদের জন্য সংরক্ষিত করা যাবে না, জানাল আদালত

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): দিল্লির বেসরকারি হাসপাতালগুলির আইসিইউ শয্যার ৮০ শতাংশ করোনা রোগীদের চিকিৎসার জন্য সংরক্ষিত করার যে নির্দেশ দিল্লি সরকার দিয়েছিল। মঙ্গলবার সেই নির্দেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে দিল্লির হাইকোর্ট। বিচারপতি নবীন চাওলার ডিভিশন বেঞ্চ দিল্লির সরকারের নির্দেশিকাকে সংবিধানের ২১ নম্বর ধারার পরিপন্থী বলে অভিহিত করেছে। এদিন আদালত নিজেদের রায় জানিয়েছেন অসুস্থতা কখনওই সংরক্ষণের মাপকাঠি হতে পারে না। দিল্লি সরকারের এমন নির্দেশিকার বিরুদ্ধে হাইকোর্টে দ্বারস্থ হন অ্যাসোসিয়েশন অফ

ছয়ের পাতায়

মঙ্গলবার বিজেপি সদর কার্যালয়ে প্রতাপগড় মন্ডলের এক সাংগঠনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম ◌ হরেকরকম ◌ হরেকরকম

যে তারা ছড়াতে পারছে না আলো

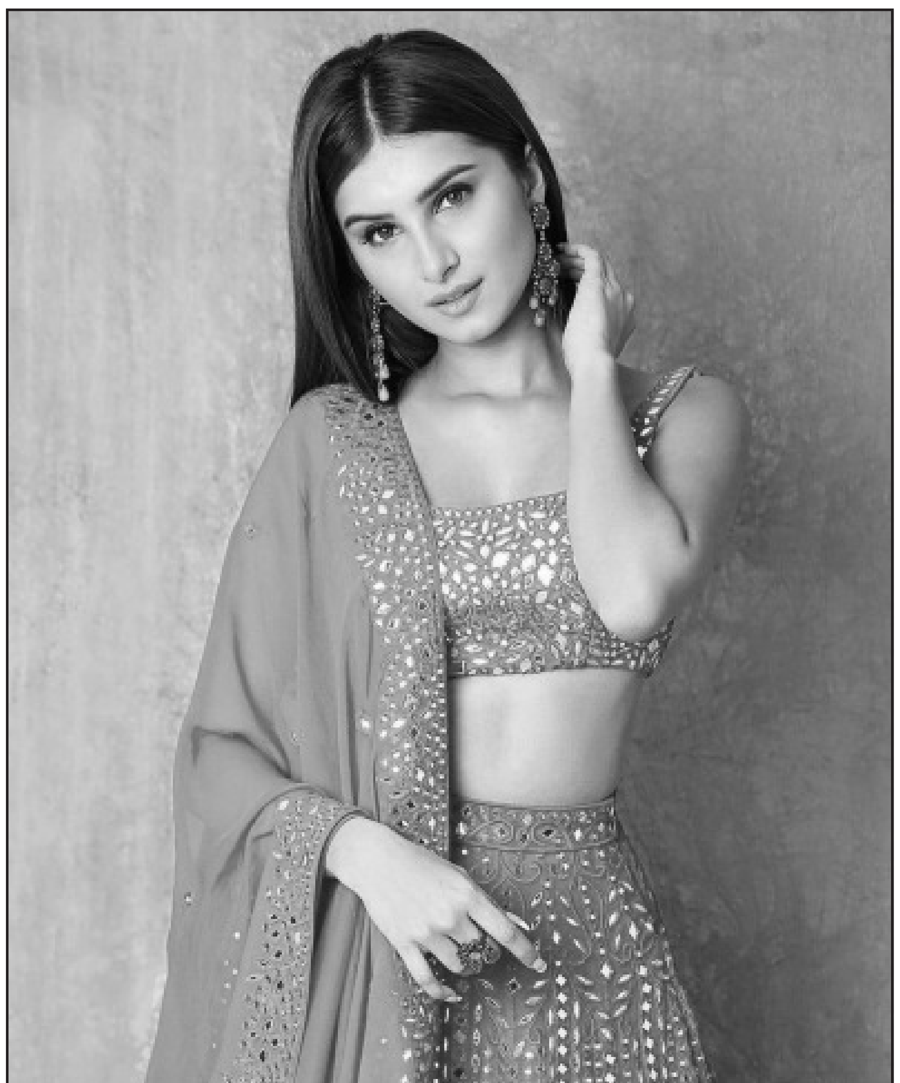

'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার টু' ছবির নায়িকা তারা সুতারিয়া। অভিনয় করেছেন 'মারজাওয়া' ছবিতেও। ২০১৪ সালের হিট সিনেমা 'এক ভিলেন'—এর সিকুয়েল 'তাড়াপ'—এ আদিত্য রাই কাপুর, জন আব্রাহাম ও দিশা পাটানির সঙ্গে দেখা দেবেন তিনি।বড় ব্যানার, নামজাদা পরিচালকের হাত ধরে বলিউডে এসেছিলেন তারা সুতারিয়া। তাতে শেষরক্ষা হয়নি। শুরুতেই হোঁচট খেতে হয়েছে তাঁকে। বলিউডের বক্স অফিস ইতিহাসে সেরা ফ্লপ ছবির একটি ছিল তারা অভিনীত 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার টু'।

ছোটবেলায় ইংল্যান্ডের 'রয়্যাল একাডেমি অব ডান্স' ও 'সোসাইটি ফর টিচার্স অব ডান্সিং'দুই প্রতিষ্ঠানে নাচ শিখেছিলেন তারা ও তাঁর যমজ বোন পিয়া। পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন ক্ল্যাসিক্যাল ব্যালে, মডার্ন ডান্স ও লাতিন আমেরিকান নাচে। পরে পেশাদার শিল্পী হিসেবে তারা সুতারিয়া শুরু করেন গান। তারপর নাচ, গান ফেলে শুরু করলেন লেখাপড়া। গণমাধ্যম বিষয়ে স্নাতকের শিক্ষার্থী থাকাকালীন শুরু করলেন ভিডিও জকির কাজ। তারপর একদিন অভিনয়ে।

কথা ছিল হলিউডের ফ্যান্টাসি ফিল্ম আলাদিন দিয়ে বড় পর্দার খাতা খুলবেন তারা সুতারিয়া। কিন্তু শেষমেশ তাঁর জায়গাটা নিয়ে নিলেন নাওমি স্কট। বলিউডের পুনিত মালহোত্রা পরিচালিত করণ জোহর প্রযোজিত 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার টু' দিয়ে শুরু হয় তাঁর ভাগ্য পরীক্ষা।

দর্শক ও সমালোচককে তুষ্ট করতে পারেনি সেই ছবি। রিভিউতে বলা হয়েছে, এই ছবির পরের কাহিনি আগে, আর আগের কাহিনি পরে দেখানো হলে, সিনেমায় বিশেষ কোনো পরিবর্তন হতো না! বলা হয়েছিল, কোনো সিনেমা খুব খারাপভাবে ফ্লপ করলে সেটাকে 'স্টুডেন্ট অব দ্য ইয়ার টু'র সঙ্গে তুলনা করা হবে। হিন্দি সিনেমার ভক্তরা যদি টিকিট কেটে প্রেক্ষাগৃহে যায়, তাহলে সে 'ড্রামা'র চেয়ে 'ট্রমা' বেশি অনুভব করবে!'মারজাওয়া' সিনেমায় মূক ও বধির সংগীত শিক্ষকের ভূমিকায় অভিনয় করার জন্য তারা শিখেছিলেন সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ। কিন্তু সেই শেখা সিনেমার কোনো কাজে লাগেনি। তবে হাল ছাড়েননি তারা। ২০১৪ সালের হিট সিনেমা 'এক ভিলেন'—এর সিকুয়েল 'তাড়াপ'—এ আদিত্য রাই কাপুর, জন আব্রাহাম ও দিশা পাটানির সঙ্গে দেখা দেবেন তিনি।

ফেঁসে গেলেন শ্রদ্ধা ও সারা

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর মামলার তদন্তে যুক্ত নারকোটিকস কনট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) এবার সারা আলী খান, শ্রদ্ধা কাপুরকে সমন পাঠাতে যাচ্ছে। শিগগিরই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হবে। বৃহস্পতি বা শুক্রবার 'হাই প্রোফাইল' এই দুই বলিউড তারকাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে।

সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুর মামলার তদন্তে যুক্ত হয়ে নারকোটিকস কনট্রোল ব্যুরো (এনসিবি) একের পর এক নতুন নতুন সব খবর দিচ্ছে। এবার সারা আলী খান, শ্রদ্ধা কাপুরকে সমন পাঠাতে যাচ্ছে এনসিবি। শিগগিরই তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হবে। বৃহস্পতি বা শুক্রবার 'হাই প্রোফাইল' এই দুই বলিউড তারকাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডাকা হবে। এর মধ্যে এনসিবি প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ জোগাড় করবে।

মাদক কেলেঙ্কারিতে বলিউডের যে ২৫ তারকার নাম এসেছে, তাঁদের মধ্যে আছেন সারা আলী খান, শ্রদ্ধা কাপুর, রাকুল প্রীতসহ আরও অনেকে। বলা হচ্ছে, এখানেও রয়েছে রাজনীতি। আড়ালে রয়ে গেছেন বেশ কিছু হাই প্রোফাইল তারকা। 'কেদারনাথ' সিনেমার শুটিংয়ের সময় থেকেই মাদক নিতে শুরু করেছিলেন সুশান্ত। এমন দাবি রিয়া চক্রবর্তীর। তা ছাড়া ব্যাংককের হোটেলে টানা তিন দিন কাটিয়েছিলেন সারা ও সুশান্ত, তদন্তে তা বের হয়ে এসেছে। 'কেদারনাথ' সিনেমার শুটিংয়ের প্রচারণার সময় সারা আর সুশান্ত নাকি প্রেমে জড়িয়েছিলেন। পরে সারাই সুশান্তের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি টানেন। যদিও এখন পর্যন্ত এসব নিয়ে টুঁ শব্দ করেননি সারা।

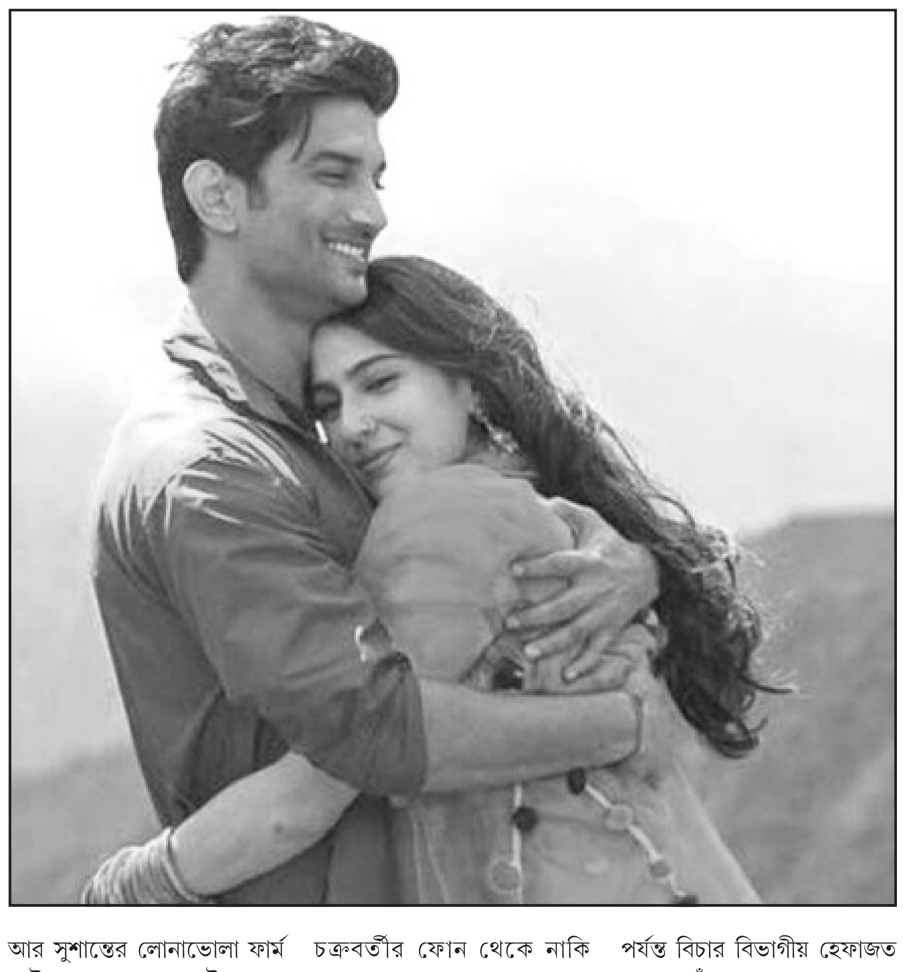

আর সুশান্তের লোনাভোলা ফার্ম হাউসের ব্যবস্থাপক রইস এবং স্থানীয় নৌকাচালক জগদীশ দাস জানিয়েছেন, সুশান্ত এক দ্বীপে গিয়ে প্রায়ই পার্টি করতেন। আর এই পার্টিতে উপস্থিত থাকতেন সারা আলী খান, রিয়া চক্রবর্তী, শ্রদ্ধা কাপুরসহ সুশান্তের ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধু। জায়েদ বিলাত্রার মতো কুখ্যাত ড্রাগ সরবরাহকারীও এসব পার্টিতে উপস্থিত হতেন। ওই মাঝির দাবি, এসব পার্টিতে সাধারণত গাঁজা আর মদের আসর বসত।

এনসিবি সূত্রে মিলেছে আরও একটি চাঞ্চল্যকর খবর। মা সন্ধ্যা চক্রবর্তীর ফোন থেকে নাকি মাদকসংক্রান্ত সব যোগাযোগ চালাতেন রিয়া।

ইনফোর্সমেন্ট ডাইরেকটরেট বরাবর মায়ের ফোনটি জমা দেননি রিয়া। পরে রিয়ার বাড়িতে তল্লাশি চালাতে গিয়ে ফোনটি বাজেয়াপ্ত করে এনসিবি। সেই ফোন থেকে পাওয়া তথ্য বলছে, হোয়াটসঅ্যাপে একাধিক মাদক লেনদেন গ্রুপের সদস্য ছিলেন রিয়া।

সুশান্তের মৃত্যু-তদন্তে মাদকের যোগসূত্রে রিয়া ও তাঁর ভাই শৌভিক চক্রবর্তীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গত ২২ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বিচার বিভাগীয় হেফাজত হয়েছে তাঁদের।

আপাতত বাইকুল্লা জেলে বন্দী রিয়া। মেঝেতে মাদুর পেতে অন্য আসামির মতো থাকতে হচ্ছে তাঁকে। শুক্রবার মুম্বাইয়ের বিশেষ আদালতে রিয়ার জামিনের আবেদন খারিজ হয়। আজ সোমবার রিয়া ও শৌভিকের আইনজীবী হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন। আইনজীবী সতীশ মানশিন্ডে জানিয়েছেন, জামিনের আবেদন নিয়ে কোনো তাড়াহুড়ো করতে চান না তাঁরা। ভেবেচিন্তে প্রস্তুতি নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপ নেবেন।

৯ মাসে বডি বিল্ডিংয়ের গল্প বলবেন শুভ

'মিশন এক্সট্রিম' নামের একটি সিনেমার প্রস্তুতি হিসেবে শারীরিক গড়নে পরিবর্তন এনেছেন এই

১৭ সেপ্টেম্বর সেটি প্রকাশ করেছেন শুভ। এ নিয়ে ফেসবুক লাইভে কথা বলেন এই

৪০ বছর অভিনয় করে জগদ্বিখ্যাত হওয়ার পরও বলে গেছেন, তাঁরা তখনো অভিনয় শেখার চেষ্টা

চিরকাল আমরা নায়কের মতো দেখতে থাকব। একসময় আমাদের এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যেতে হবে।

ঢালিউড তারকা। সেই প্রস্তুতি নিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন একটি তথ্যচিত্র। ১৭ সেপ্টেম্বর সেটি প্রকাশ করেছেন শুভ। আজ সন্ধ্যা ৭টায় এ নিয়ে তিনি কথা বলবেন প্রথম আলোর ক্যাফে লাইভ অনুষ্ঠানে।

'আমি খুব ট্যালেন্টেড অভিনয়শিল্পী নই। আমার ট্যালেন্ট অভিনয়ে নয়, পরিশ্রমে। আমি খাটতে জানি।' কথাগুলো অভিনেতা আরিফিন শুভর। 'মিশন এক্সট্রিম' নামের একটি সিনেমার প্রস্তুতি হিসেবে শারীরিক গড়নে পরিবর্তন এনেছেন এই ঢালিউড তারকা। সেই প্রস্তুতি নিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন একটি তথ্যচিত্র। অভিনেতা। সেখানে নিজের অভিনয়ের সমালোচনা করেন তিনি নিজেই।

শুভ মনে করেন, তিনি আহামরি অভিনয় করেন না। তবে শরীর ও মনের সবটুকু উজাড় করে অভিনয় শিখতে চেষ্টা করেন তিনি। একই সঙ্গে চেষ্টা করেন কীভাবে অভিনয়ে আরও ভালো করা যায়। এ সবকিছুর সমন্বয়কেই তিনি মনে করেন অভিনয়ের ট্যালেন্ট। শুভ জানান, পরিশ্রম দিয়েই তিনি নিজেকে বদলাবেন, ভক্তদের মনও জয় করবেন। আরিফিন শুভ বলেন,'আমি একজন ক্ষুদ্র অভিনয়শিল্পী। পৃথিবীতে অনেক বড় বড় অভিনয়শিল্পী আছেন, যাঁরা করছিলেন। তাঁদের সঙ্গে তুলনা করলে বলতে হয়, অভিনয়জগতে আমার এখনো জন্মই হয়নি। তাই কাজের সময় আমি পরিচালক, সহ-অভিনেতা, চিত্রনাট্যকার, প্রোডাকশন বয়দের কাছ থেকেও প্রতিনিয়ত শেখার চেষ্টা করি।' শুভ কতটা পরিশ্রমী, সেটা তাঁর 'মিশন এক্সট্রিম' ছবির প্রস্তুতির তথ্যচিত্র দেখলেই জানা যাবে। মাত্র দুই দিনে সেটি দেখা হয়েছে ১০ লাখবারের বেশি।

কোনো কিছু না পারা অন্যায় নয় বলে বিশ্বাস করেন শুভ। তিনি বলেন, 'কেউ শ্রেষ্ঠ হয়ে জন্ম নেয় না। শিখে শিখেই একজন নিজেকে উন্নত করে। আবার এটাই যদি সত্য হয়, তাহলে আমরা কেন হিংসা-বিদ্বেষ করি। কেন আমাদের এত ইগো, কেন গ্লানি, কেন অন্যকে ছোট করা। কেন এত প্রতিশোধ। আসুন আমরা মুখে হাসি নিয়ে বাঁচি, অন্যকে ভালোবাসি। মান-অভিমান ভুলে যাই।'

একটি সিনেমার জন্য ৯ মাস ধরে শরীর প্রস্তুত করায় অনেকেই শুভকে ভর্ৎসনা করেছেন। তাঁদের উদ্দেশে শুভ বলেন, 'আমাদের চলচ্চিত্র ইন্ডাস্ট্রিকে অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা করবেন না। আমাদের ১৮ কোটি মানুষের দেশে ঠিকঠাক ১৮টি সিনেমা হল পাওয়া যাবে কি না, সন্দেহ আছে। সেই ইন্ডাস্ট্রিতে একটি ছবির জন্য ৯ মাস ধরে

জামিন হয়নি রিয়ার, আরও কিছুদিন কাটবে জেলে

মাদক নিয়ন্ত্রণের বিশেষ আদালত একই সঙ্গে মাদক মামলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর হাতে আটক রিয়ার ভাই সৌভিক চক্রবর্তী, সুশান্ত সিং রাজপুতের হাউস স্টাফ স্যামুয়েল মিরান্ডা, রাঁধুনি দীপেশ সাওয়ান্ত, মাদক পাচারকারী জাইদ ভিলাত্রা, আবদেল বশিত পারিহারেরও জামিনের আবেদন খারিজ করেছেন

বেচারি রিয়া চক্রবর্তী! আবারও জামিন চেয়ে প্রত্যাখ্যাত হলেন বাঙালি এ অভিনেত্রী। তাঁকে আবারও পাঠানো হয়েছে জেলে। আগামী ৬ অক্টোবর পর্যন্ত জেলেই থাকতে হবে তাঁকে। মাদক মামলায় বিশেষ আদালত (নার্কোটিক ড্রাগস অ্যান্ড সাইকোট্রপিক সাবস্ট্যান্সেস) আজ মঙ্গলবার এই নির্দেশ দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই মুম্বাইয়ের উচ্চ আদালতে জামিনের আবেদন জানিয়েছেন রিয়া ও তাঁর ভাই সৌভিক। কাল বুধবার সেই মামলার শুনানি হবে।ভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, মাদক নিয়ন্ত্রণের বিশেষ আদালত একই সঙ্গে মাদক মামলায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর হাতে আটক রিয়ার ভাই সৌভিক চক্রবর্তী, সুশান্ত সিং রাজপুতের হাউস স্টাফ স্যামুয়েল মিরান্ডা, রাঁধুনি দীপেশ সাওয়ান্ত, মাদক পাচারকারী জাইদ ভিলাত্রা, আবদেল বশিত পারিহারেরও জামিনের আবেদন খারিজ করেছেন।কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই কীভাবে গোটা দেশ রিয়াকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে! কোনো বাবাই মেয়ের প্রতি এমন অন্যায়-অবিচার সহ্য করতে পারে না। আমার মরে যাওয়া উচিত।গত ১৪ জুন মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় নিজ বাসা থেকে সুশান্ত সিং রাজপুতের মরদেহ উদ্ধার করা হয়। ময়নাতদন্তে বলা হয়েছে, আত্মহত্যা করেছেন সুশান্ত সিং রাজপুত। মৃত্যুর বেশ কয়েক মাস পরও আত্মহত্যার বিষয়টি

মেনে নিতে পারছেন না সুশান্তভক্তরা। এমনকি ছেলের মৃত্যুর জন্য রিয়াকেই অভিযুক্ত করেছে সুশান্তের পরিবার। রিয়ার নামে মামলাও করা হয়েছে। উচ্চ আদালতের নির্দেশে সুশান্তের মৃত্যুরহস্য মামলা সেন্ট্রাল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন বা সিবিআইয়ের হাতে ওঠে। টাকা আত্মসাতের অভিযোগে মামলা করে ভারতের অর্থনৈতিক আইনকানুন প্রয়োগ ও আর্থিক অপরাধ দমনসংক্রান্ত সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাটের সূত্রে উঠে আসে মাদকের সঙ্গে সম্পৃক্ততার বিষয়টি। সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুতে মাদকের সূত্র পাওয়ার পরই তদন্ত শুরু করে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো। এই সংস্থার করা মামলার পরিপ্রেক্ষিতেই আপাতত বাইকুল্লা জেলে বন্দী রিয়াসহ বাকি অভিযুক্তরা।

সুশান্তের জন্য কী মাদক আনা হবে, তার ডেলিভারি নেওয়া ও টাকার হিসাব রাখতেন তাঁর বান্ধবী রিয়া চক্রবর্তী। আদালতে সে রকমই দাবি করেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো।

জেরায় রিয়া এসব অভিযোগ মেনে নিয়েছেন বলেও জানায় কেন্দ্রীয় সংস্থাটি।

এ ছাড়া মাদককাণ্ডে বলিউডের বেশ কয়েকজন তারকার নামও ফাঁস করে দিয়েছেন রিয়া। এ ছাড়া তদন্তে সারা আলী খান, রাকুল প্রীত সিং, পরিচালক মুকেশ ছাবড়া, ডিজাইনার সিমোন খামবাটার নাম উঠে এসেছে। সর্বশেষ নাম এসেছে দীপিকারও। সেই সূত্র ধরেই অভিনেত্রী দীপিকা পাড়ুকোনের ম্যানেজার কারিশমা প্রকাশকে তলব করল মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরোর কর্মকর্তারা।

প্রসঙ্গত, রিয়ার বিরুদ্ধে দাখিল করা চার্জশিটে সুশান্ত সিং রাজপুতকে মাদক জোগানোর অভিযোগ এনেছে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ ব্যুরো। এ ঘটনা প্রমাণিত হলে ১০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে তাঁর। তবে রিয়া নিজেও মাদক সেবন করতেন, এ রকম কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি।এদিকে রিয়া গ্রেপ্তার ও জামিন না পাওয়ায় মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে বলিউডে। অন্যদিকে ছেলেমেয়ের জামিন না হওয়ায় বাবা ইন্দ্রজিৎ চক্রবর্তী ভেঙে পড়েছেন। এর আগে সংবাদমাধ্যমে তিনি বলেছেন, 'কোনো তথ্যপ্রমাণ ছাড়াই কীভাবে গোটা দেশ রিয়াকে ফাঁসিতে ঝোলানোর জন্য উদ্গ্রীব হয়ে উঠেছে! কোনো বাবাই মেয়ের প্রতি এমন অন্যায়-অবিচার সহ্য করতে পারে না। আমার মরে যাওয়া উচিত।'

মঙ্গলবার আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে সিপিএম কর্মীরা এক ডেপুটেশন প্রদান করেন। ছবি- নিজস্ব।

বিজেপির করিমগঞ্জ জেলা যুবমোর্চার পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠিত, ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে ঝাঁপানোর আহবান

করিমগঞ্জ (অসম), ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : বিজেপির করিমগঞ্জ জেলা যুবমোর্চার পূর্ণাঙ্গ কমিটির পাশাপাশি জেলার প্রতিটি মণ্ডলের যুবমোর্চার সভাপতিদের নাম ঘোষণা করার জন্য মঙ্গলবার জেলা বিজেপি সদর কার্যালয়ে এক বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন করিমগঞ্জ জেলা যুবমোর্চার সভাপতি অমিত পাল। বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তর করিমগঞ্জের প্রাক্তন বিধায়ক তথা এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশনরঞ্জন দাস, দলের জেলা সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, করিমগঞ্জ জেলা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান দেবব্রত সাহা, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক নির্মল বণিক ও দিলীপ কুমার দাস, কার্যালয় সম্পাদক কিশোর দে, করিমগঞ্জ জেলা যুব মোর্চার সহ-প্রভারী অমরজ্যোতি দেব সহ দলীয় বিশিষ্ট নেতৃবর্গ।

প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে সভার সূচনা হয়। তাছাড়া সদ্য প্রয়াত জেলার প্রাক্তন দলীয় সভাপতি তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী রথীন্দ্র ভট্টাচার্যের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন বিজেপি এবং যুবমোর্চার সকল কার্যকর্তা।

সভায় স্বাগত বক্তব্যে জেলা যুবমোর্চা সভাপতি অমিত পাল সভার উদ্দেশ্য বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন। জেলা যুবমোর্চার পূর্ণাঙ্গ কমিটির সকল পদাধিকারীদের নাম ঘোষণা করে তাঁদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন অমিত পাল। প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে অমিত পাল নবগঠিত জেলা যুবমোর্চা কমিটির পদাধিকারীদের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে বলেন, আসন্ন ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে "মিশন ১০০"-কে সফল করে তুলতে যুব ব্রিগেডকে অতিরিক্ত দায়িত্ব নিয়ে কাজ করতে হবে। যুবমোর্চা সর্ব শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লে করিমগঞ্জ জেলার পাঁচটি বিধানসভা আসনে বিজেপি প্রার্থীর বিজয় রথ কেউ আটকাতে পারবে না। সময় নষ্ট না করে এই মুহূর্ত থেকে যুবমোর্চার কর্মীদের দলীয় প্রচারে ঝাঁপিয়ে পড়ার আহ্বান জানান জেলা যুবমোর্চার সভাপতি অমিত পাল।আজকের সভায় সকল বক্তাই তাঁদের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যে যুবমোর্চার আদর্শ এবং কার্যক্রম নিয়ে গভীর আলোকপাত করেন। যুবমোর্চার প্রত্যেক কার্যকর্তাদের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যাওয়ার পরামর্শ প্রদান করেন বক্তারা। বক্তারা আরও বলেন, দলীয় প্রার্থীদের নির্বাচনে জয়লাভে যুব সমাজের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ দেশ গঠনে যুব সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। সেই সঙ্গে প্রত্যেক বক্তা আশা প্রকাশ করে বলেন, জেলা যুব মোর্চা সভাপতি অমিত পালের নেতৃত্বে আজ যে শক্তিশালী জেলা কমিটি গঠন করা হয়েছে, এই কমিটি ২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে জেলার পাঁচ আসনে দলীয় প্রার্থীদের জয়ী করাতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হবে। এদিনের সভায় প্রাসঙ্গিক বক্তব্য পেশ করেন জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, এআইডিসির চেয়ারম্যান মিশন রঞ্জন দাস প্রমুখ

প্রায় তিন ঘন্টার সভার শেষে জেলা যুবমোর্চার সাধারণ সম্পাদক পাপ্পু কুরি উপস্থিতদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ সূচক বক্তব্য পেশ করেন। আজকের সভা পরিচালনা করেন জেলা যুবমোর্চার কার্যকর্তা বীরেন দাস এবং পঙ্কজ দাস। শেষে জাতীয় সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে আজকের সভার কাজে যতি টানা হয়।

উত্তরপূর্বে ফের মাঝারি ভূমিকম্প, সোমবার গভীর রাতে পর পর দুবার কেঁপে উঠেছে গুয়াহাটি ও বরপেটা

গুয়াহাটি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : একদিকে করোনা সংকট, অন্যদিকে ঘন ঘন সংঘটিত ভূমিকম্পে কেঁপে উঠছে অসম, মিজোরাম সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের নানা রাজ্য। গত শনিবার রাতে নিম্ন অসমের বঙাইগাঁওয়ের পর সোমবার গভীর রাতে ফের দু-দুবার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে নিম্ন অসমের বরপেটা এবং রাজধানী গুয়াহাটি ও তার উপকণ্ঠ অঞ্চলে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির উদ্ধৃতি দিয়ে গুয়াহাটির আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্র জানিয়েছে, সোমবার রাত ১টা বেজে ২৮ মিনিট ৩১ সেকেন্ডে গুয়াহাটিতে সংঘটিত ৪.৪ ম্যাগনিটিউডের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল পশ্চিম গুয়াহাটির ভূপৃষ্ঠের ৫.০ কিলোমিটার গভীরে। এছাড়া প্রায় একই সময় দ্বিতীয় ভূমিকম্প হয়েছে নিম্ন অসমের বরপেটায়। বরপেটার ভূমিকম্প রিখটার স্ক্যালে ৪.২ ম্যাগনিটিউড বলে ধরা পড়েছে। এর উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে ৭১ কিলোমিটার গভীরে এপিএফ ৩০.২০ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৪.৪৫ঙ্গ পূর্বে। তবে দুর্যোগ মোকাবিল দফতরের খবর, পর পর দুবার সংঘটিত ভূমিকম্পের ফলে কেউ হতাহত হননি বা অন্য ক্ষয়ক্ষতির খবরও পাওয়া যায়নি।

উল্লেখ্য, গত শনিবার সন্ধ্যারাতেও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল যথাক্রমে নিম্ন অসমের বঙাইগাঁও জেলা। রিখটার স্ক্যালে বঙাইগাঁওয়ে কম্পনের মাত্রা ছিল ৩.৮। এর আগের দিন রবিবার সকাল ৭টা ২৯ মিনিট ৬ সেকেন্ড নাগাদ মিজোরামের চাম্পাই জেলায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল চাম্পাইয়ের দক্ষিণ দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ভূপৃষ্ঠের ৪৫ কিলোমিটার গভীরে এপিএফ ২৯.০০ঙ্গ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৬৫ঙ্গ পূর্বে।

এদিকে গত শনিবার সন্ধ্যারাত ৮টা ১৮ মিনিট ৩৮ সেকেন্ডে নিম্ন অসমের বঙাইগাঁও জেলা এবং পার্শবর্তী অঞ্চলেও মৃদু ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছিল। তবে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। রিখটার স্ক্যালে এর তীব্রতা ছিল ৩.৮। ভূমিকম্পের অভিকেন্দ্র ছিল বঙাইগাঁওয়ের ভূপৃষ্ঠ থেকে ১০ কিলোমিটার গভীরে, এপিএফ অক্ষাংশের ২৬.২৪ উত্তর এবং দ্রাঘিমাংশের ৯০.৫১ পূর্বে।প্রসঙ্গত, চলতি বছরে মৃদু ও মাঝারিস্তরে ২৬ বার ভূকম্পে কেঁপে উঠেছে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্য। গত ২ জুন ভারতীয় সময় সকাল ৭:১৪ মিনিটে ৩.৯ প্রাবল্যের ভূমিকম্প হয়েছিল মণিপুরে। সেদিনের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ওই রাজ্যের পূর্ব উখরুল জেলার ভূপৃষ্ঠের ১১ কিলোমিটার গভীরে। এর আগে ২৫ মে রাত ৮টা ১২ মিনিটে ৫.৪ তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে অসম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরায়ও। সেদিনের ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল মণিপুরের চূড়াচাঁদপুর জেলা এবং মায়ানমার সীমান্ত। এর পর ২১ জুন অসমের রাজধানী গুয়াহাটি সহ প্রতিবেশী মেঘালয়, মণিপুর এবং মিজোরামে মাঝারি তীব্রতার ভূমিকম্প হয়েছে বিকেল ৪:১৫ মিনিটে। ভূমিকম্পটির রিখটার স্ক্যালে তীব্রতা ছিল ৫.১। এদিনের ভূকম্পনের উৎসস্থল ছিল মিজোরামের রাজধানী আইজল। এভাবে গত ২২ জুন মাত্র বারো ঘণ্টার ব্যবধানে মিজোরামে কয়েকবার ভূমিকম্প হয়েছিল। এদিন ভোর ৪:১০:৫২ মিনিটে ৫.৫ প্রাবল্যের ভূমিকম্পে বেশ ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। এর আগে ১৮ জুন থেকে ছয়দিনে পঞ্চমবার ২৪ জুন মাঝারি ভূকম্পন হয়েছে মিজোরামে। ৩ জুলাইও ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠেছিল মিজোরাম ও পার্শবর্তী এলাকা। ৭ জুলাই গভীর রাত ১.৩৩ মিনিটে মৃদু ভূকম্পনে কেঁপে উঠে অরুণাচল প্রদেশ। ১৪ জুলাই সকালে নাগাল্যান্ডের লংলেং জেলায় রিখটার স্ক্যালে সংঘটিত ভূকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৫। ১৭ এবং ২৫ জুলাই ফের মিজোরামে যথাক্রমে ৪.২ এবং ৩.৮ প্রাবল্যের ভূকম্পন হয়। ৮ আগস্ট মধ্য অসমের শোণিতপুর জেলায় ৩.৫ রিখটার স্ক্যালের ভূকম্পন হয়েছিল। ২৪ আগস্ট ৩.০ রিখটার স্ক্যালে অরুণাচল প্রদেশের আনজাও জেলায় ভূমিকম্প হয়েছে।

একদিকে করোনা সংকট, অন্যদিকে ঘন ঘন সংঘটিত ভূমিকম্পে মানুষজন আতঙ্কিত। এরই সূত্রে এক জিজ্ঞাসার উত্তর দিতে গিয়ে গুয়াহাটিতে অবস্থিত আঞ্চলিক আবহাওয়া কেন্দ্রের সূত্রটি জানিয়েছে, গত ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত উত্তর-পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৩৭ বার ভূমিকম্প হয়েছে। সিসমিকের হিসেবে উত্তর-পূর্বাঞ্চলকে পাঁচের মধ্যে রাখা হয়েছে। তাই এই অঞ্চলে ঘন-ঘন ভূকম্প সংঘটিত হয়। এ ব্যাপারে সতর্কতাই একমাত্র অবলম্বন বলে পরামর্শ দিয়েছেন বিজ্ঞানীরা।

রূপান্তরকামী ও তার বন্ধবীকে কুটুক্তির জেরে গ্রেফতার ট্রাফিক গার্ডের অতিরিক্ত ওসি

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি স): খাস কলকাতায় ফের অমানবিক ঘটনা। সোমবার রাতে রূপান্তরকামী সহ দুই মহিলাকে কটূক্তির অভিযোগ ওঠে খোদ পুলিশের বিরুদ্ধে। অভিযোগ দায়ের হয়েছিল বউবাজার থানায়। অভিযোগের ভিত্তিতে মঙ্গলবার গ্রেফতার অভিযুক্ত সাউথ ট্রাফিক গার্ডের অতিরিক্ত ওসি।

বেশ কয়েকদিন ধরেই শহরের রাস্তায় মেয়েদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। মেয়েরা সেই সমস্যার সম্মুখীন হলে সেই অভিযোগ জানায় পুলিশের কাছেই। কিন্তু এবার পুলিশের বিরুদ্ধে উঠল কটুক্তি থেকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। তাহলে কি রক্ষকই ভক্ষক উঠেছে প্রশ্ন! অভিযোগ উঠেছে, সোমবার রাতে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউয়ের কাছে এক পুলিশ অফিসার ট্যাক্সি দাঁড় করায়। ট্যাক্সির ভিতরে ছিলেন এক রূপান্তরকামী ও তার বান্ধবী। অভিযোগকারীর অভিযোগ অভিযুক্ত পুলিশ অফিসার তাদের গাড়ি চালকের ওপর চড়াও হয়, তাকে মারধর করে। প্রতিবাদ করলে ওই গাড়িতে বসে থাকা রূপান্তরকামী ও তাঁর বান্ধবীকে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মী কুমন্তব্য করে। রাস্তার উপর কুরুচিপূর্ণ ব্যবহার করেন বলে অভিযোগ। কেউ এগিয়ে না আসায় ১০০ ডায়ালে ফোন করে সাহায্য চায় তারা। এবার ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বউ বাজার থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্তে নেমে বউ বাজার পুলিশ। এরপর মঙ্গলবার অভিযোগকারী রূপান্তরকামী ওই ট্রাফিক গার্ডের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এবং বেশ কিছু ছবি দেখায়। লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই গ্রেফতার করা হয় অভিযুক্ত ট্রাফিক গার্ডের অতিরিক্ত ওসিকে। অন্যদিকে মারধরের জেরে ড্রাইভার এর হাত ভেঙে যাওয়ায় তাকে বর্তমানে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার একাধিক জায়গায় এনআইএ-র তল্লাশি অভিযান

শ্রীনগর, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের সাসপেন্ড হওয়ার ডিএসপি দাভিন্দর সিং এবং হিজবুল মুজাহিদিনের জঙ্গি নাভেদ বাবুর মামলায় তদন্ত করতে নেমে রাষ্ট্রীয় তদন্তকারী এজেন্সি এন আই এ মঙ্গলবার কেন্দ্রশাসিত জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার একাধিক জায়গায় তল্লাশি অভিযান চালায়।

সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশকে নিয়ে এই তল্লাশি অভিযান চালান তারা। বারামুল্লার কাংসিপোরা, বেনিয়ার সহ একাধিক জায়গায় এই তল্লাশি অভিযান চালানো হয়।এমনকি কয়েকজন স্থানীয় বাসিন্দাদের জিজ্ঞাসাবাদও করে তদন্তকারী আধিকারিকরা। প্লাহলান পটনের বাসিন্দা গুলাম রসুল বাজা বাড়িতে তল্লাশি অভিযান চালায় এনআইএ-র দল।ওই ব্যক্তি জম্মু ও কাশ্মীরের সরকারি স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত ছিলেন। সম্প্রতি অবসরগ্রহণ করেছেন।তার পুত্র ফারুক আহমেদ বর্তমানে স্বাস্থ্য বিভাগে কর্মরত।অপর পুত্র মুস্তাক আহমেদ বাজা ১৯৯৩ জঙ্গি প্রশিক্ষণ নিতে পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরের গিয়েছিল।এরপর থেকে তার আর কোন খোঁজ নেই।

এনআইএ-র অপর দল কাংসিপোরা শাহীন আহমেদ লোনের বাসভবনে তল্লাশি অভিযান চালায়।বারামুল্লার বনিয়ারে হালিমা নামে এক মহিলা নেত্রীর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়।এছাড়া প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান তারিক আহমেদ এর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়।গতবছর ওই ব্যক্তিকে পুলিশ মাদক পাচার করার অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল।

হালিমা নামে এক মহিলা নেত্রীর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়।এছাড়া প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান তারিক আহমেদ এর বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়।গতবছর ওই ব্যক্তিকে পুলিশ মাদক পাচার করার অভিযোগে গ্রেফতার করেছিল

জোড়া অঙ্গ প্রতিস্থাপন আর এন টেগর হাসপাতালে

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): একজনের দেহেই জোড়া অঙ্গদান করে নজির গড়ল আর এন টেগর হাসপাতাল। পূর্ব ভারতে একজনের দেহেই জোড়া অঙ্গদান এই প্রথম বলেই দাবি করেন চিকিৎসকরা।

গত বছরের সেপ্টেম্বরে মিজোরামের ছোটো শহর লুঙ্গলেই থেকে বাইপাসের এই বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসেন ৪৩ বছর এক ব্যক্তি। চিকিৎসা করতে গিয়ে ডাক্তার জানান, ক্রনিক কিডনি ডিজিজ স্টেজ-৫-এ পৌঁছে গিয়েছিলেন ওই ব্যক্তি। এরপর দেখা যায় লিভারের সমস্যাতেও ভুগছেন তিনি।

এরপরেই দাদার জন্য প্রয়োজনীয় অঙ্গ দান করতে এগিয়ে আসে ওই ব্যক্তিরই ছোট ভাই ও বোন। ভাইয়ের একটি কিডনি এবং বোনের লিভারের অর্ধেক অংশ প্রতিস্থাপন করা হয় এই ব্যক্তির দেহে। প্রথমে অঙ্গ প্রতিস্থাপনের জন্য ভাই এবং বোনের কিডনি উপযুক্ত কি না তা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে বিবেচনা করা হয়।এর পর আইন অনুযায়ী অঙ্গ দানের জন্য প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

৯ সেপ্টেম্বর টানা ১৮ঘণ্টা ধরে এই অস্ত্রোপচার চলে । সফল অস্ত্রোপচারের পর তিন ভাই-বোনকে ভেন্টিলেটর সাপোর্টে রাখা হয়। পরে তাঁদের আইসিইউ-তেও রাখা হয়। তিন জনের শারীরিক অবস্থাই এখন স্থিতিশীল । শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত তাঁরা সুস্থ আছেন। গতকাল তাঁদের হাসপাতাল থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে।

জাতীয় সড়কের বেহাল দশায় কপালে ভাঁজ পরিহণ নিগমের

কলকাতা,২২ সেপ্টেম্বর (হি স):কলকাতা থেকে উত্তরবঙ্গে যাওয়ার জন্য প্রধান রাস্তা হল ৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক। এই রাস্তা ধরেই ছোটে কলকাতার বাসগুলি। কিন্তু জাতীয় সড়কের বেহাল দশা। জাতীয় সড়কের অবস্থা খারাপ হওয়াতে সমস্যায় উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ সংস্থা।

৩৪ নম্বর জাতীয় সড়ক এই রাস্তা ধরেই কলকাতা থেকে কোচিবিহার এসি, নন এসি, ভলভো বাস গুলি যায়। কিন্তু এই রাস্তার অনেকটা বড় অংশ খারাপ হয়ে পড়ে রয়েছে।ফলে নিত্যদিন লেগেই রয়েছে দুর্ঘটনা। বারাসাত থেকে কৃষ্ণনগর অবধি অংশের অবস্থা খুব খারাপ। রাস্তার উপরেই বড় বড় গর্ত হয়ে পড়ে আছে। পরিবহণ সংস্থার অভিযোগ গাড়ি চালাতে গিয়েই ঘটছে বাসের টায়ার খারাপ হয়ে যাওয়া এবং স্প্রিং লিফ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাস চলতে গিয়ে থেকে হিমশিম খাচ্ছে চালকরাও। ফলে রাস্তার খারাপ দশায় যেমন সমস্যায় বাসচালক তেমনি সমস্যায় যাত্রীরা।

হরিবংশ জির ব্যবহার প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রেমীকে গর্বিত করবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কৃষি বিল নিয়ে হাঙ্গামার জেরে, গত রবিবার অনভিপ্রেত আচরণের শিকার হয়েছেন তিনি। যে সমস্ত সাংসদরা অবাঞ্ছিত আচরণ করেছেন, "শাস্তি" হিসেবে তাঁদের এক সপ্তাহের জন্য সাসপেন্ডও করা হয়েছে। আর এই সাসপেনশনের প্রতিবাদেই সোমবার থেকে সংসদ চত্বরে আন্দোলন চালিয়ে যান ৮ জন সাংসদ। সেই সাংসদদের জন্যই মঙ্গলবার সকালে নিজের হাতে চা নিয়ে আসেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং। যদিও তা ফিরিয়ে দেন ক্ষুব্ধ সাংসদরা। রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যানের এই ব্যবহারে আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, হরিবংশ জির অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যবহার প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রেমীকে গর্বিত করবে।

সাসপেনশনের প্রতিবাদে সোমবার থেকেই সংসদ চত্বরে গান্ধী মূর্তির সামনে প্রতিবাদ করছেন রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়া ৮ জন সাংসদ। মঙ্গলবার সকালে ওই ৮ জন সাংসদের জন্য ধর্নাস্থলে চা-বিস্কুট নিয়ে আসেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং। কিন্তু, সকলেই তাঁকে ফিরিয়ে দেন। ডেপুটি চেয়ারম্যানের এই আচরণেই আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, কয়েক শতাব্দী ধরে বিহারের পুণ্যভূমি আমাদের গণতন্ত্রের মূল্যবোধ শেখাচ্ছে। বিহারের সাংসদ এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ জির অনুপ্রেরণাদায়ক আচরণ প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রেমীকে গর্বিত করবে। টুইটারে প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, যাঁরা তাঁকে আক্রমণ ও অপমান করেছেন, তাঁদের নিজ হাতে চা পরিবেশন করা থেকে বোঝাই যাচ্ছে, হরিবংশ জি কতটা বড় মনের মানুষ। তাঁর মহত্বের নিদর্শন। দেশবাসীর সঙ্গে আমিও হরিবংশ জিকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

এদিকে, সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের মধ্যে একজন, কংগ্রেস সাংসদ রিপুন বোরা জানিয়েছেন, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নয়, একজন সহকর্মী হিসেবে আমাদের কাছে এসেছেন হরিবংশজি। তিনি আমাদের জন্য চা ও স্ন্যাক্স নিয়ে এসেছিলেন। সাসপেনশনের প্রতিবাদে আমরা ধর্নায় বসে আছি। সারারাত আমরা এখানেই ছিলাম।

এক দেশ এক বাজার নিয়ে কেন্দ্রকে কটাক্ষ চিদম্বরমের

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যসভায় পাশ হওয়ার কৃষি বিলগুলি নিয়ে এখনও বিরোধের পথ থেকে সরে আসেনি কংগ্রেস সহ অন্যান্য বিরোধী দলগুলি। রাহুল গান্ধী, প্রিয়াঙ্কা গান্ধী বঢরা ছাড়াও সরব বর্ষিয়ান কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম।কৃষকদের জন্য কেন্দ্রের "ওয়ান নেশন ওয়ান মার্কেট" অর্থাৎ এক দেশ এক বাজার বিরুদ্ধে চিদম্বরমের দাবি নিজেদের উৎপাদিত ফসল বিক্রি করার জন্য কৃষকদের প্রয়োজন বহুবাজার।একটি বাজারের পক্ষে কৃষকদের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব নয়।

মঙ্গলবার নিজের টুইট বার্তায় পি চিদম্বরম লিখেছেন, কৃষি বিলগুলির পক্ষে সরকার কয়টি বিজ্ঞাপন জারি করেছে। বিজ্ঞাপনের একটি পংক্তিতে বলা হয়েছে ওয়ান নেশন ওয়ান মার্কেট কৃষকদের স্বাধীনতা দেবে। চিদম্বরম আরও লিখেছেন যে ছোট কৃষকদের সংখ্যা ৮৫ শতাংশ। বিক্রি করার জন্য এইসব কৃষকদের কাছে খুব কমই পণ্য থাকে। যদি এই সকল কৃষকদের ধান অথবা গম বিক্রি করতে হয় তবে একটি বাজারে নয় তাদের দরকার হাজার বাজার। এক দেশ এক বাজারের কথা কেন্দ্র যে বলছে তাদের এটা স্পষ্ট করে বলতে হবে যে গ্রামাঞ্চলের দূর-দূরান্তে থাকা কৃষকেরা কি করে মাত্র একটি বাজারে নিজের পণ্য বিক্রি করবে। বড় গ্রাম এবং ছোট শহরগুলিতে কৃষকদের পণ্য বিক্রি করার জন্য একাধিক বাজারের কথা কি এই বিলগুলোতে বলা হয়েছে? হাজারটা বাজার কৃষকদের বেশি স্বাধীনতা দেবে।ন্যূনতম সহায়ক মূল্য নিয়ে কেন্দ্রের বিরুদ্ধে সরব হয়ে চিদম্বরম নিজের টুইট বার্তায় লিখেছেন, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের নিশ্চয়তা যদি কেন্দ্র কৃষকদের দিয়ে থাকে তবে তার উল্লেখ কেন বিলগুলোতে নেই। কেন্দ্রের উচিত এই বিষয়ে স্পষ্ট করা।

সংসদে বেড়ে চলা নতুন প্রবৃত্তি নিয়ে উদ্বিগ্ন চেয়ারম্যান

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের অসংসদীয় আচরণ নিয়ে চূড়ান্ত উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন উপরাষ্ট্রপতি তথা সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু।

নিজের চিন্তাকে ব্যক্ত করতে গিয়ে চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, সংসদের ভেতরে একটা নতুন প্রবৃত্তি বেড়ে চলেছে যা চিন্তার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংসদের নিয়ম এবং পরম্পরাকে শ্রদ্ধা জানিয়ে অধিবেশনে যোগ দেওয়া উচিত প্রতিটা সাংসদের। এদিন অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই সাসপেন্ড কাণ্ড নিয়ে বিরোধী দলের সাংসদরা অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করে। এই প্রসঙ্গে চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, সাংসদ সাসপেন্ড হওয়ার নতুন কোন ঘটনা নয়। ওয়াক আউট না করে সাংসদদের উচিত অধিবেশনের কাজে যোগ দেওয়া। সাসপেন্ড হওয়ার সাংসদদের বোঝা উচিত ভুলটা তারা কোথায় করেছে।বিরোধীরা প্রশ্ন করবে আর সরকারপক্ষ জবাব দেবে এই ভাবেই সংসদের কাজ। কিন্তু সম্প্রতি এক নতুন প্রবৃত্তি সংসদে দেখা যাচ্ছে। যার ফলে উদ্বেগ বেড়ে চলেছে। ডেপুটি চেয়ারম্যান এর ওপর অযথা অভিযোগের আঙুল না তুলে আত্মসমীক্ষা করাটা প্রয়োজন। বেঙ্কাইয়া নাইডু আরও জানিয়েছেন ডেপুটি চেয়ারম্যান তাকে চিঠি দিয়ে বিভিন্ন পরামর্শ দিয়েছেন।

সাংসদ সাসপেন্ড কাণ্ডে অন্ন ত্যাগ কর্মসূচি শারদ পাওয়ারের

মুম্বই, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্যসভায় সংসদ সাসপেন্ড কাণ্ডে উত্তাল গোটা দেশ। পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিরোধী দলগুলি আন্দোলন করে গিয়েছে দিনভর। সাসপেন্ড হওয়ার সাংসদদের পক্ষের নিয়ে মঙ্গলবার সারাদিন "অন্নত্যাগ" আন্দোলন করলেন এনসিপি নেতা শরদ পাওয়ার।রাজ্যসভার চেয়ারম্যানের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে শরদ পাওয়ার জানিয়েছেন, চেয়ারম্যানের এই সিদ্ধান্তের ফলে সংসদের গড়িমাকে আঘাত করা হয়েছে। এনসিপি কেন্দ্রের এই কৃষি বিরোধী নীতির তীব্র সমালোচনা করছে। দেশজুড়ে কৃষকদের যে ১০৫ টি সংগঠন আন্দোলনের ডাক দিয়েছে ২৫ সেপ্টেম্বর তার সমর্থন করছে এনসিপি।মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলনে শরদ পাওয়ার জানিয়েছেন, কৃষি বিল দুটিকে নিয়ে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান তাড়াহুড়ো করে ফেলেছেন। সাংসদেরা এই বিল দুটিকে নিয়ে আরও বেশি আলোচনা করতে চেয়েছিল। কিন্তু ডেপুটি চেয়ারম্যান বিল দুটিকে পাশ করানোর জন্য তাড়াহুড়ো করতে থাকেন।সেই দুঃখে সাংসদরা নিজেদের ভাবনা ব্যক্ত করেন আর সেই কারণ দেখিয়ে তাদেরকে সাসপেন্ড করা হয়।এনসিপির অন্যান্য নেতা-নেত্রীরা যেমন প্রফুল্ল প্যাটেল, সুপ্রিয়া সুলে, ফৌজিয়া খান কৃষি বিল প্রসঙ্গে দলের অবস্থান স্পষ্ট করেন।শরদ পাওয়ার জানিয়েছেন এই বিল বিভ্রান্তি আরও বৃদ্ধি করেছে। একদিকে কেন্দ্র বলছে কৃষকদের জন্য বাজার মুক্ত করা হল। অন্যদিকে পেঁয়াজের রফতানির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল।

অসমের অপহৃত ১৬ বছরের কিশোরী উদ্ধার মেঘালয়ের গারোপাহাড় থেকে

তুরা (মেঘালয়), ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : মেঘালয়ের পশ্চিম গারোপাহাড় জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উদ্ধার করা হয়েছে নিম্ন অসমের ১৬ বছর বয়সি অপহৃত জনৈক কিশোরীকে।

মঙ্গলবার পশ্চিম গারোপাহাড়ের পুলিশ সুপার এম জি আর কুমার জানিয়েছেন, দুষ্কৃতকারীর দলটি গত শনিবার (১৯ সেপ্টেম্বর) কিশোরীটিকে অপহরণ করে মেঘালয়ের পশ্চিম গারোপাহাড়ের রাজাবালা এলাকায় এনে লুকিয়ে রেখেছিল। পুলিশ সুপার কুমার জানান, গতকাল সোমবার মেঘালয়ের সীমান্তবর্তী অসমের মানকাচর জেলার সুখচর থানা থেকে রাজাবালা থানায় কিশোরীর অপহরণের খবর আসে। ওই খবরের ভিত্তিতে অভিযানে নামেন রাজাবালা থানার ওসি।

অবশেষে গোপন তথ্য পেয়ে রাজাবালা থানার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসারের নেতৃত্বে পুলিশের এক দল তালাশি অভিযান চালিয়ে কিশোরীটিকে উদ্ধার করে। আজ তাকে তার পরিবারবর্গের হাতে সমঝে দেওয়া হয়েছে বলে জানান পুলিশ সুপার এম জি আর কুমার।

পুলিশ সুপার জানান, কিশোরীটিকে ছয় জনের দুষ্কৃতকারীর এক দল অপহরণ করেছিল। তাদের মধ্যে দুজন মেঘালয়ের ফুলবাড়ি থানার নলবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা মজিদুর রহমান এবং শের আলি বলে পরিচয় পাওয়া গেছে। দলটি পশ্চিম গারোপাহাড়ের রাজাবালা এলাকার সাকমলে গা ঢাকা দিয়েছিল। এদের আত্মগোপনের তথ্যও অসম পুলিশই গতকাল মেঘালয় পুলিশকে দিয়েছিল বলে জানান তিনি।

গণতন্ত্র ও স্বচ্ছতার স্বার্থে কাজ করুন শীর্ষস্তরের পুলিশকর্মীরা : রাজ্যপাল

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি স): দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহরজুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহর। এরই মাঝে রাজ্য সরকার রাজ্যপাল তরজা তুঙ্গে। মঙ্গলবার রাজভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে ফের রাজ্য পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন, " করোনাকালে নিচু তলার পুলিশরা ভালো কাজ করেছে। কিন্তু শীর্ষ স্তরের অফিসাররা রাজনীতিবিদদের কথায় কাজ করছে। আমি বলবো শীর্ষস্তরেররে পুলিশকর্মীরা গণতন্ত্র -স্বচ্ছতার স্বার্থে কাজ করুন"।

ক্ষমা চাওয়ার পরই সাসপেনশন তোলা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হবে : রবিশঙ্কর প্রসাদ

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): নিজেদের কৃতকার্যের জন্য ক্ষমা না চাইলে সাসপেনশন তোলা নিয়ে কোনও ভাবনা চিন্তা নয়। রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়ার সাংসদদের উদ্দেশ্যে এমনই কড়া বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ।

মঙ্গলবার সংসদ ভবন চত্বরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানিয়েছেন, সাসপেন্ড হওয়া সাংসদরা ক্ষমা চাইলেই তাদের সাসপেনশন তোলা নিয়ে ভাবনা চিন্তা করা হবে। এই সকল সাসপেন্ড হওয়ার সাংসদদের অসংসদীয় আচরণের জন্য কংগ্রেসের উচিত ছিল নিন্দা করা। সাসপেন্ড হওয়ার সাংসদদের তীব্র কটাক্ষ করে রবিশঙ্কর প্রসাদ জানিয়েছেন, এটা কোন ধরনের রাজনীতি। বিদেশ থেকে আসা টুইটের ভিত্তিতে সাংসদরা এমন ধরনের আচরণ করছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, বর্তমানে বিদেশে চিকিৎসারত সোনিয়া গান্ধীকে ইঙ্গিত করে এই কথা বলেছেন রবিশঙ্কর প্রসাদ।

কৃষি বিলের প্রতিবাদে শুক্রবার পথে নামবে শ্রমিক সংগঠনগুলি

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কৃষি বিলের বিরোধিতায় আগামী ২৫ সেপ্টেম্বর প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিয়েছে শ্রমিক সংগঠনগুলো। এই মিছিলে পা মেলাবেন বামফ্রন্টের চেয়ারম্যান বিমান বসুও। ঐদিন কৃষিকে কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে বিভিন্ন কৃষক সংগঠনের যৌথ মঞ্চ কিষান সংগ্রাম সমন্বয় কমিটি দেশজুড়ে বন্ধ ও বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে। তাদের এই প্রতিবাদকে সমর্থন জানিয়েছে সিটু, এআইটিইউসি সহ কেন্দ্রীয় শ্রমিক সংগঠনগুলো।

ইতিমধ্যেই কৃষি বিল এর বিরোধিতায় পথে নেমেছে বাম ও কংগ্রেস। কৃষি বিল কে "কৃষকদের মৃত্যুপরোয়ানা" বলে কটাক্ষ করেছেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এই বিলের বিরোধিতা তেই এবার দেশজুড়ে আন্দোলনের পরিকল্পনা করছে কংগ্রেস ও কৃষাণ ইউনিয়ন। ইতিমধ্যেই সোমবার রাজ ভবনের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছে যুব কংগ্রেস।

এদিকে বামফ্রন্ট সূত্রে খবর, তাদের দলীয় বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে আগামী শুক্রবার এই কৃষি বিল এর বিরোধিতায় যে মিছিল বেরোবে তাতে সামিল হবেন বাম নেতারাও। ওই মিছিলে যাবে ধর্মতলা থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত। এর পাশাপাশি বামফ্রন্ট নিজেও এই নয়া বিলের বিরোধিতায় বড় আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, এই একই কারণে সরব হয়েছে রাজ্যের শাসক দলও। আগামীকাল বুধবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদ মেয় রোডে এই বিলের বিরোধিতায় প্রতিবাদ সভা করবে। মঙ্গলবারেও তৃণমূলের মহিলা সংগঠন মেয় রোডে গান্ধী মূর্তির পাদদেশে এই বিলের প্রতিবাদে ধরনা অবস্থানে বসে।

করোনা আক্রান্তদের পোশাক ধুতে এবার লন্ড্রী তৈরি এনআরএসে

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি স): চলতি বছর করোনা আবহে উঠেছে শহরের বিরুদ্ধে নানান ধরনের অমানবিকতার অভিযোগ। এমনকি নানান ধরনের অমানবিকতার অভিযোগ উঠেছে শহরের হাসপাতাল গুলির বিরুদ্ধেও। এরই মাঝে করোনা আক্রান্তদের জামা কাপড় ধোয়া নিয়ে সমস্যা তৈরি হয়েছিল হাসপাতালে। আর এবার করোনা আক্রান্তদের পোশাক ধুতে লন্ড্রী তৈরি করল এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল।

দমকা হাওয়ার মত উড়ে এসে শহরের জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। করোনা কাঁটায় নাজেহাল শহর। এরই মাঝে করোনা হাসপাতালগুলিতে করোনা আক্রান্তদের জামা কাপড় ধুতে না করে দেয় হাসপাতালের কর্মীরা। করোনা আক্রান্তদের পাশাপাশি যোদ্ধাদেরও জামা কাপড় ধুতে না করে হাসপাতালের কর্মীরা। এই পরিস্থিতির চরম বিপাকে পড়ে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। আর তাই এবার করোনা আক্রান্ত যোদ্ধাদের জামা কাপড় ধুতে এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তৈরি হল লন্ড্রী। লন্ড্রী তৈরিতে কিছুটা হলেও সুবিধা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

জানাল আদালত

তিনের পাতার পর

হেলথ কেয়ার প্রোভাইডার। তারা পিটিশন দায়ের করে দিল্লি সরকারের এমন নির্দেশিকার ওপর নিষেধাজ্ঞার দাবি জানান।পিটিশনের জানানো হয়েছে করোনা বাদে অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করাতে আসা রোগীদের চিকিৎসা ব্যাহত হবে।

এই প্রসঙ্গে দিল্লির সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের জবাব তলব করেছে আদালত।পিটিশনে আরও জানানো হয়েছে দিল্লির সরকারের এমন সিদ্ধান্ত কোন রকমের আলোচনা না করেই নেওয়া হয়েছে। অন্যান্য রোগে আক্রান্ত রোগীদের দিকে কোনো রকমের নজর না দিয়ে এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।দিল্লির সরকারের এমন নির্দেশিকা বেআইনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

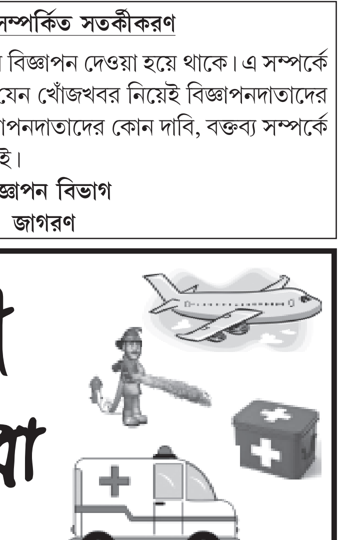

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ আইজিএম : ২৩২-৫৬০৬, টি এম সি : ২৩৭ ০৫০৪ চক্ষুব্যাঙ্ক : ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স** : একতা সংস্থা : ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল : ২৫১-৯৯০০, সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা : ৯৮৬২৫৭০১১৬/ সংহতি ক্লাব : ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, অনীক ক্লাব : ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, রামকৃষ্ণ ক্লাব : ৮৭৯৪১৬৮৮১ শতদল সংঘ : ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) : ৯৭৭৪১১৬৬২৪, রেডক্রস সোসাইটি : ২৩১-৯৬৭৮, টিআরটিসি : ২৩২৫৬৮৫, এগিয়ে চলো সংঘ : ৯৪৩৬১২১৪৮৮, লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় : ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, মানব ফাউন্ডেশন: ২৩২৬১০০। চাইল্ড লাইন : ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক** : জিবি : ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), আইজিএম: ২৩২-৫৭৩৬, আই এল এস : ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ কসমোপলিটন ক্লাব : ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান** : নব অঙ্গীকার ৮৭৯৪৫১৪৩১১, সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা : ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি : ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, সমাজ কল্যাণ ক্লাব : ৯৭৭৪৬৭০২৪২, সংযোগ সংঘ : ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, ব্লু লোটাস ক্লাব : ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট : ২৩৮-৫৮৫২, ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন : ২৩৮-৬৪২৬, রিলিভার্স : ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন : ৮৯৭৪৫৮১৮১০, ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি : ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) : ৮৭২৯৯১১২৩৬, আগন্তুক ক্লাব : ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন : ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস** : প্রধান স্টেশন : ১০১/২৩২-৫৬৩০, বাধারঘাট : ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, কুঞ্জবন : ২৩৫-৩১০১, মহারাজগঞ্জ বাজার : ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ** : পশ্চিম থানা : ২৩২-৫৭৬৫, পূর্ব থানা : ২৩২-৫৭৭৪, আমতলী থানা : ২৩৭-০৩৫৮, এয়ারপোর্ট থানা : ২৩৪-২২৫৮, সিটি কন্ট্রোল : ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ** : বনমালীপুর : ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। দুর্গা চৌমুহনী : ২৩২-০৭৩০, জিবি : ২৩৫-৬৪৪৮। বড়দোয়ালী : ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ আইজিএম : ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর** এয়ার ইন্ডিয়া : ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর : ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, ইন্ডিগো : ২৩৪-১২৬৩, স্পাইস জেট : ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস** : রিজার্ভেশন : ২৩২-৫৫৩৩ আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং : ২৩২-৫৬৮৫। আগরতলা রেলস্টেশন : ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ন্যায্য মূল্যে আলুর দোকান চালু তুফানগঞ্জে

তুফানগঞ্জ, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কোচবিহারের তুফানগঞ্জে চালু হল ন্যায্য মূল্যের আলুর দোকান। মঙ্গলবার সকালে তুফানগঞ্জ শহরের রানিরহাট বাজারে তুফানগঞ্জ আলু ব্যবসায়ী সমিতির কার্যালয়ের সামনে আলুর দোকানের উদ্বোধন করেন তুফানগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি কৃষ্ণ দাস।

তুফানগঞ্জ মহকুমা ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক নিত্যেন্দ্রচন্দ্র দে বলেন, 'ন্যায্য মূল্যে আলু বিক্রি নিয়ে মহকুমা শাসক গত রবিবার বিকালে আমাদের নিয়ে বৈঠকে বসেছিলেন। সেই বৈঠকে সবজি ব্যবসায়ী সমিতির কর্ম কর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ন্যায্য মূল্যে আলু বিক্রির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। সেই হিসাবে এদিন ন্যায্য মূল্যে আলু বিক্রি শুরু হয়েছে।'

এদিন তুফানগঞ্জ শহরে ন্যায্য মূল্যের আলুর দোকান খোলায় খুশি সাধারণ মানুষ। তুফানগঞ্জ আলু ব্যবসায়ী সমিতির কোষাধ্যক্ষ রঞ্জিত শীল শর্মা বলেন, মাথা পিছু প্রত্যেককে ২৭ টাকা কেজি দরে আলু দেওয়া হবে। দুই কিলোগ্রাম আলুর দাম ৫৪ টাকা হলেও একটু আলু বেশি দিয়ে ৫৫ টাকার আলুর প্যাকেট দেওয়া হচ্ছে ক্রেতাদের। আমরা প্রাথমিক লক্ষ্য হিসেবে পুজো পর্যন্ত ন্যায্য মূল্যে আলু দেওয়ার পরিকল্পনা নিয়েছি। এরপর আলু জোগার করে ন্যায্য মূল্যে আলু দেওয়া যায় কিনা তা ভেবে দেখা হবে।' তুফানগঞ্জের মহকুমা শাসক অরবিন্দ ঘোষ জানান, প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত ন্যায্য মূল্যের আলুর দোকান খোলা থাকবে। সাধারণ মানুষ যাতে ন্যায্য মূল্যে আলু কিনতে পান, তার জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

কেন কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে কৃষকদের বঞ্চিত করেছে রাজ্য, মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন রাজ্যপালের

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি স): কেন্দ্রের কৃষি বিল নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি। এরই মাঝে রাজভবন নবান্ন তরজা তুঙ্গে। মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাজ্যপাল জগদীপ ধনকরকে চিঠি দেওয়ার পরই রাজভবন থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করে "কেন কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে কৃষকদের বঞ্চিত করেছে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন রাজ্যপালের।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যপাল বলেন," কৃষক স্বার্থেই কৃষি বিল। কেনও কেন্দ্রীয় প্রকল্প থেকে কৃষকদের বঞ্চিত করছে রাজ্য! কৃষক স্বার্থে কাজ করছে না রাজ্য। রাজ্যের কৃষকরা বঞ্চিত হয়েছেন। আশা করব, মুখ্যমন্ত্রী এমন ব্যবস্থা নেবেন যাতে বাংলার কৃষকরা প্রধানমন্ত্রী কিষাণ যোজনার সুবিধা পান। কৃষক ও কৃষি ক্ষেত্রের জন্য ৩ লক্ষ ৫০ হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ। কেন ৮ হাজার ৪০০ কোটি টাকা দেওয়া হয়নি কৃষকদের। কিষান সম্মান নিধি প্রকল্প কেনও রাজ্যের মাধ্যমে রুপায়ন"।

এনআরএস মেডিকেলে চিকিৎসায় গাফিলতিতে কিশোরী মৃত্যুর অভিযোগ

কলকাতা, ২২ সেপ্টেম্বর (হি স): ফের কাঠগড়ায় এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। আবারও উঠল চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ। মঙ্গলবার এনআরস হাসপাতালে চিকিৎসার গাফিলতিতে কিশোরীর মৃত্যু হয়েছে এমনই অভিযোগ পরিবারের।

সোদপুরের বাসিন্দা মৃত কিশোরীর পরিবারের তরফে অভিযোগ, কিছুদিন আগেই এনআরএস মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ওই কিশোরীকে ভর্তি করা হয়েছিল।এমার্জেন্সি অবজারভেশনে রাখা হয়েছিল তাঁকে। কিন্তু এদিন সকালে ওয়ার্ডে পড়ে গিয়ে মাথায় চোট পায় সোদপুরের ওই কিশোরী। আর মাথায় চোট পাওয়ার পর মৃত্যু হয়েছে ওই কিশোরীর।এমনটাই অভিযোগ মৃত কিশোরীর পরিবারের। এমার্জেন্সি অবজারভেশনে রাখা হলে কি করে পড়ে গেল ওই কিশোরী, সেই প্রশ্ন তুলেছে মৃতার পরিবার। কিশোরীর মৃত্যুর জন্য চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ করেছে মৃতার পরিবার। চিকিৎসককে ডাকলেও আসেনি এমনই অভিযোগ পরিবারের। যদিও এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া মেলেনি হাসপাতালের। ওই কিশোরীর মৃত্যুতে তৈরি হয়েছে বিতর্ক।

১০ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য হলদিবাড়ি চা বাগানে

বিন্নাগুড়ি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : জলপাইগুড়ির বিন্নাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হলদিবাড়ি চা বাগান এলাকায় প্রায় ১০ ফুট লম্বা অজগর উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার সকালে। বন্যপ্রাণ শাখার বিন্নাগুড়ি রেঞ্জের কর্মীরা এসে অজগরটি উদ্ধার করেন।বনদফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে শ্রমিকরা বাগানের ৩৫ নম্বর সেকশনে কাজ করার সময় চা গাছের নিচে অজগরটিকে দেখতে পান। হলদিবাড়ি চা বাগানের লেবার ওয়েলফেয়ার অফিসার সুব্রত রাহা জানান, বাগানে কাজ করতে এসে শ্রমিকরাই প্রথম সাপটি দেখতে পান। এর আগেও বেশ কয়েকবার আমাদের বাগান থেকে অজগর উদ্ধার করেছেন বনদফতর। বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখার রেঞ্জার শুভাশিস রায় জানান, অজগরটি সুস্থ থাকায় এদিন বিকেলে মোরাঘাট জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সংক্রমণ এড়াতে জীবাণুমুক্ত গার্ডেনরিচ থানা,

কলকাতা, ২২সেপ্টেম্বর (হি স): করোনা আতঙ্কে কাবু শহর। যত সময় বাড়ছে ততই যেন আতঙ্ক ছড়াচ্ছে করোনা। তবে করোনাকে ভয় না পেয়ে নিজের কাজে রত কলকাতা পুলিশ। এই কঠিন পরিস্থিতিতে পুলিশ কর্মীদের সুস্থ রাখতে মঙ্গলবার জীবাণুমুক্ত করা হল গার্ডেনরিচ থানা। দমকা হাওয়ার মতো উড়ে এসে শহর জুড়ে জাঁকিয়ে রাজ করছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। যদিও এই আতঙ্কের মাঝেই কোনও কিছুর পরোয়া না করেই নিজেদের জীবন বিপন্ন করে শহরবাসীর সেবায় রত কলকাতা পুলিশ। ইতিমধ্যেই করোনা আক্রান্ত হয়েছেন বহু পুলিশকর্মী। জনগণকে করোনা সংক্রমণ থেকে সচেতন করা থেকে মাস্ক বিলি খাদ্য বিলি সবটাই করেছে কলকাতা পুলিশ। কিন্তু ইতিমধ্যেই করোনা থাবা বসিয়েছে একাধিক থানায়।

উত্তেজনা গোসাবায়

তিনের পাতার পর

কর্মী বিজেপি দল ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। পরিমল মৃধার নেতৃত্বেই এই যোগদান হয়েছে তৃণমূলে। আর সেই রাগেই এদিন বিজেপি নেতা নিরাঞ্জন মণ্ডল ও তাঁর ছেলে নীলকণ্ঠ মণ্ডলের নেতৃত্বে বিজেপি কর্মীরা আচমকা পরিমলের উপর হামলা চালায়। রাস্তায় ফেলে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপায়। তৃণমূলের দাবি এলাকা থেকে একের পর এক বিজেপি কর্মী তৃণমূলে যোগ দিচ্ছে পরিমলের নেতৃত্বে, আর সেই কারনেই পরিমলের উপর আক্রোশ বেড়েছে বিজেপির। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন এলাকার বিজেপি নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি, এলাকায় বিজেপি দল করার অপরাধে তাঁদের উপর হামলা হয়েছে। জোর করে বিজেপি কর্মীদের চাপ দিয়ে তৃণমূলে যোগ দেওয়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। আর তাতে রাজি না হওয়ায় এদিন বিজেপি কর্মী নিরাঞ্জন ও নীলকণ্ঠের বাড়িতে চড়াও হয়ে হামলা চালানো হয়েছে। এলাকার তৃণমূল নেতা অনিমেষ মণ্ডল বলেন, " শান্ত এলাকাকে অশান্ত করার চেষ্টা করছে বিজেপি। নিজেদের পায়ের তলায় মাটি নেই, তাই সন্ত্রাস করে এলাকায় ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছে বিজেপি।" পাল্টা বিজেপি নেতা সঞ্জয় নায়েক বলেন, " জোর করে মেরে, ভয় দেখিয়ে বিজেপি কর্মীদের দলে টানতে চাইছে তৃণমূল। আর তাতে রাজি না হওয়ায় এদিন হামলা চালানো হয়েছে বিজেপি কর্মীদের উপরে।"

মাদ্রাসা শিক্ষকদের সল্টলেকে গেস্ট হাউসে ঢুকতে না দেওয়ার অপরাধে গ্রেফতার তিন

কলকাতা,২২ সেপ্টেম্বর (হি স): এক চরম অমানবিকতার অভিযোগ উঠেছে শহরের বিরুদ্ধে। মাদ্রাসা শিক্ষক তাই ঠাই হলো না শহরের গেস্ট হাউসে। সোমবার এই অভিযোগ ওঠে সল্টলেকের ডি এল থার্টি নাইন বাড়ির গেস্ট হাউসের বিরুদ্ধে। আর মঙ্গলবার সেই ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করলো বিধান নগর থানার পুলিশ।

মাদ্রাসা শিক্ষকদের তরফে অভিযোগ উঠেছিল, ১০ জন মাদ্রাসা হাই স্কুলের শিক্ষক পেশাগত কাজে মালদা থেকে আসেন বিকাশ ভবনে।

শিক্ষকদের অভিযোগ আগে থেকেই তাদের অনলাইনে সল্টলেকের ডি এল থার্টি নাইন বাড়ির গেস্ট হাউসের তিনটি ঘর বুক করা ছিল।শিক্ষকরা জানান, ১২০০ টাকা করে তিনটি রুম বুক করে। এরপর সোমবার কলকাতায় এসে তারা বিশ্রাম নেওয়ার জন্য সেই গেস্ট হাউসে গেলে তাদের ঢুকতে দেয়া হয় না বলে অভিযোগ। তাঁদের পাঠিয়ে দেওয়া হয় সি এল ১৬৪ বাড়ির গেস্ট হাউস-এ। এরপর সেখানে তাদের ঘন্টা তিনেক বসিয়ে রাখার পর বের করে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এমনকি তাঁদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছে ওই শিক্ষকরা। এরপরেই তারা পূর্ব বিধান নগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন তারা। তদন্তে নামে পুলিশ। বিতর্কের মুখে বুকিং ছিল না দাবি গেস্ট হাউস কর্তৃপক্ষের। অবশেষে ঘটনায় তিন জনকে গ্রেফতার করেছে বিধাননগর থানার পুলিশ।

বিরোধীরা

● প্রথম পাতার পর

দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বিরোধীরা অধিবেশন বয়কট করবেন। বর্ষীয়ান কংগ্রেস নেতা জানান, প্রথমত আরও একটি বিল এনে সরকারকে নিশ্চিত করতে হবে যে কোনও বেসরকারি সংস্থা ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের কম দামে কৃষিপণ্য কিনতে পারবেন না। দ্বিতীয়ত, সেই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের দাম নির্ধারণ করতে স্বামীনাথন কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে। তৃতীয়ত, ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের কম দামে যেন ফসল, আনাজ না কেনে ফুড কর্পোরেশন ইন্ডিয়া বা কেন্দ্রের অন্যান্য সংস্থা। তার কিছুক্ষণ আগেই আট সাংসদের সাসপেনশনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করারও দাবি জানান রাজ্যসভার দলনেতা। সেই দাবি পূরণ না হলেও অধিবেশন বয়কট করার হুঁশিয়ারি দেন তিনি। তারপরই সমবেতভাবে বিরোধীরা সভাকক্ষ থেকে ওয়াক-আউট করেন। তাতে সামিল হন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদরাও।

সর্বাত্মক

● প্রথম পাতার পর

করেছিল। কারণ, মহকুমা জুড়ে স্থানীয়দের তুলনায় ব্রু শরণার্থীরা সংখ্যায় বেড়ে গেছে। তিনি বলেন, ব্রু শরণার্থীদের অত্যাচারে বহু বাঙালি পরিবার ভিটেমাটি ছাড়া হয়েছেন। ঘর-বাড়ি ছেড়ে ভয়ে তাঁরা উদ্বাস্তুর জীবন-যাপন করছেন। অথচ, সরকার তাঁদের জন্য চিন্তা করছে না। উপরন্ত ব্রু শরণার্থীদের কাঞ্চনপুর মহকুমায় পুনর্বাসন দিতে চাইছে।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরা সরকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে ব্রু-দের কাঞ্চনপুরেই পুনর্বাসনের পরিকল্পনা নিয়েছে। সংরক্ষিত বনভূমি-তে ত্রিপুরা সরকার ব্রু শরণার্থীদের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি বলেন, ত্রিপুরা সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতায় আজ আমরা ১২ ঘন্টা বনধ পালন করছি। সাথে তিনি যোগ করেন, আমাদের এই আন্দোলনে মিজো কনভেনশন সমর্থন জানিয়েছে। এদিকে, আজ জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি এ-বিষয়ে কাঞ্চনপুর মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছে।

সুশান্ত বিকাশ বড়ুয়া-র কথায়, শুধু সরকার নয়, আমাদের ভোটে জয়ী হয়ে আইপিএফটি বিধায়ক প্রেম কুমার রিয়াং আমাদেরকেই ভুলে গেছেন। তিনি আমাদের সমস্যা সম্পর্কে অবগত ঠিকই। কিন্তু একদিনের জন্যও খোঁজ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। অথচ ব্রু শরণার্থীরা রেশনের দাবিতে অনির্দিষ্টকালের রাস্তা অবরোধের সময় প্রেম কুমার রিয়াং তাদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার হুমকিও দিয়েছিলেন তিনি। সুশান্তবাবু আক্ষেপ করে বলেন, স্থানীয় বিধায়ক আমাদের দিকে ফিরেও তাকান না। তাই আমাদের দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলনে যাবে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি।

বয়েজ

● প্রথম পাতার পর

দপ্তর কে বদলির নির্দেশ প্রত্যাহার করে নিয়ে স্কুলের হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়েছেন ছাত্র এবং অভিভাবকরা।উল্লেখ্য রাজ্য সরকার এবং শিক্ষা দপ্তর রাজধানী আগরতলা শহরের যেসব স্কুলে প্রয়োজনের তুলনায় অধিক সংখ্যক শিক্ষক রয়েছেন তাদেরকে পর্যায়ক্রমে অন্যত্র স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা তুলনায় শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা অনেক কম সে সব জায়গায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইতিমধ্যেই এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শিক্ষা দপ্তর।

এরই অংশ হিসেবে বয়েজ বোধ জং স্কুলের একজন শিক্ষককে অন্যত্র বদলি করা হয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শহর এলাকার অন্যান্য স্কুল থেকেও শিক্ষক বদলির নির্দেশ ইতিমধ্যেই কার্যকর হবে বলে জানা গেছে।করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতির মধ্যেই এভাবে শিক্ষক বদলির ঘটনা রীতিমতো উদ্বেগজনক বলে বিভিন্ন মহল অভিমত ব্যক্ত করেছে।যখন রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থা স্তব্ধ হয়ে পড়েছে ঠিক সেই সময়ে এ ধরনের বদলে দিতে কার্যকর করার কোনো যোগ্যতা থাকতে পারে না বলেও বিভিন্ন মন্তব্য করেছে।

সিপিএমের

● প্রথম পাতার পর

প্রকল্পে ২০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করার জন্য দাবি জানানো হয়েছে। এসব প্রকল্পে ন্যূনতম মজুরি ৩০০ টাকা করার দাবি জানানো হয়েছে।দাবির যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বর্ষিয়ান সিপিআইএম নেতা বিজন ধর বলেন, মানুষকে বাঁচাতে হলে ,অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে হলে , বাজারে চাহিদা বাড়াতে হলে যেসব পরিবার ট্যাক্স দেয় না সেইসব পরিবারপিছু মাসে সাড়ে সাত হাজার টাকা করে প্রদান করতে হবে।

বেকারদের ভাতা প্রদান করতে হবে। প্রতিটি পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে মাসে কেজি করে চাল বিনামূল্যে প্রদান করতে হবে।প্রাকৃতিক দুর্যোগে উপেক্ষা করেই আজ ৫ দফা দাবির সমর্থনে আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে সিপিআইএম সদর বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ আন্দোলন সংগঠিত করা হয়।প্রতিবাদ বিক্ষোভ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে দলীয় নেতৃবৃন্দ আগামী দিনেও এইসব দাবির পরিপ্রেক্ষিতে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

উদয়পুর সংযোজন ঃ গোটা দেশের সাথে উদয়পুরেও ৫দফা দাবিতে কর্মসূচী গ্রহন করলো সিপিআইএম। উদয়পুর জামতলাস্থিত সিপিআই(এম) অফিসের সামনে দলের নেতৃত্ব ও কর্মী সমর্থকরা এদিন বুকে দাবির প্লেকার্ড ঝুলিয়ে শ্লোগান সোচ্চার প্রতিবাদে সামিল হয়। যদিও মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী কর্মসূচীতে শুরু থেকে বাধা তৈরী করে। পুলিশের নগ্ন বাধা উপেক্ষা করেই হয় কর্মসূচী। ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকমন্ডলীর সদস্য রতন ভৌমিক, জেলা সম্পাদক মাধব সাহা, নিতাই বিশ্বাস প্রমুখরা। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার সরকার ও পুলিশ যেভাবে কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে তার তীব্র নিন্দা জানান সিপিআইএম নেতৃত্ব।

নামতে পারে ধস

আটের পাতার পর

বৃষ্টি হবে। প্রায় সারাদিনই বৃষ্টি হবে, তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। কলকাতায় এদিন আকাশ থাকবে মেঘলা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অত্যধিক হওয়ায় আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তিও থাকবে। অর্থাৎ দিনেরবেলায় ভ্যাপসা-গুমোট গরমে হাঁসফাঁস করবেন সাধারণ মানুষ।

ইরানি সীমান্তে পাচার ঘিরে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ সেপ্টেম্বর।। কৈলাসহরের ইরানি থানার অন্তর্গত হিরাছড়া সীমান্ত এলাকায় মঙ্গলবার পাচারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা দেখা দেয়। বনকর্মীদের উপর হামলার চেষ্টা করে পাচারকারীরা। পরিস্থিতি বেগতিক দেখে পুলিশকে খবর দেয় আক্রান্ত বনকর্মীরা। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে কোনরকমে বনকর্মীদের উদ্ধার করে কিন্তু, হামলায় আহত হয়েছে এক এসপিও। এদিকে, হামলাকারীদের মধ্যে দুজনকে আটক করা হয়েছে। সেই সাথে পাচার করার জন্য নিয়ে যাওয়া কিছু কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে বলে সংবাদ।

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা, নামতে পারে ধস

কলকাতা ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ক্রমশ অবস্থান বদলাচ্ছে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ। আলিপুর আগেই জানিয়েছিল যে নিম্নচাপ ক্রমাগত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে এই নিম্নচাপ। আপাতত এর অবস্থান ওড়িশার উত্তর উপকূল বরাবর। মূলত এখন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে রয়েছে এই নিম্নচাপ। যার প্রভাবে ওড়িশার উপকূল সংলগ্ন জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে মঙ্গলবার বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। এদিন উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সর্তকতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। অতি ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সর্তকতা জারি রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের। মালদাতেও ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। বুধবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। বুধবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে মালদা ও উত্তর দক্ষিণ দিনাজপুরেও। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সর্তকতা রয়েছে উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। এছাড়াও নাগাড়ে বৃষ্টির কারণে উত্তরবঙ্গের নদী গুলিতে জলস্তর বাড়তে পারে। সেই সঙ্গে নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। পাশাপাশি দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ ধ্বস নামার আশঙ্কাও রয়েছে। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ থাকার কারণে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প ঢুকছে উত্তরবঙ্গে। উত্তরের জেলাগুলিতে তাই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গে এদিন মূলত বৃষ্টি হবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর এবং সুন্দরবন এলাকায়। এইসব অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হাল্কা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। প্রায় সারাদিনই বৃষ্টি হবে, তবে বিক্ষিপ্ত ভাবে। অন্যদিকে উত্তরবঙ্গের মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরেও আজ বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। কলকাতায় এদিন আকাশ থাকবে মেঘলা। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দু-এক পশলা বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ অত্যধিক হওয়ায় আর্দতাজনিত অস্বস্তিও থাকবে। অর্থাৎ দিনেরবেলায় ভ্যাপসা-গুমোট গরমে হাঁসফাঁস করবেন সাধারণ মানুষ।

উদ্ধার

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। এটি আত্মহত্যা না অন্য কোন রহস্য আত্মগোপন করেছে তা নিয়ে জনমনে নানা প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।এ বিষয়ে জানতে চাওয়া হলে পুলিশ জানিয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরে এ বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যাবে।আড়ালিয়া লোকনাথ পাড়ায় এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় এলাকায় রীতিমতো চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

গণধোলাই

● প্রথম পাতার পর

করায় স্থানীয় জনগণ সুদীপ্ত আচার্য এবং এক মহিলাকে পাকড়াও করেছেন।ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।তাদের অভিযোগ নিজের ছেলে অসুস্থ হয়ে মাকে সঙ্গে নিয়ে মহিলাদের চিকিৎসা করতে যাওয়ার পর বাবার পক্ষে এ ধরনের অশালীন কাজ কর্মে লিপ্ত হওয়ার ঘটনায় এলাকাবাসী কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না। সে কারণেই তাদের কে হাতেনাতে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এ ধরনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে।

ভারতের

● প্রথম পাতার পর

এই বৈঠকে ভারতীয় প্রতিনিধি দলে ছিলেন বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব নবীন শ্রীবাস্তব।বৈঠকে হরিন্দর সিং এর সহযোগিতা করার জন্য দুই মেজর জেনারেল যথাক্রমে অভিজিৎ বাপট এবং পদম শেখাওয়াত উপস্থিত ছিলেন।ভারতীয়দের এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন আইটিবিপির নর্থ ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ারের আইজি দীপক সেট।আইটিবিপি যেহেতু স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের অধীনে তাই এই মন্ত্রকের প্রতিনিধিরাও অংশগ্রহণ করেছিলেন।চিনের তরফে বৈঠকে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন লিন লিউ।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

দলীয় কার্যক্রম এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে অবহিত করেন। ত্রিপুরার জনগণের পক্ষে, তিনি তাঁকে 'মুলি' অঙ্কুর থেকে তৈরি বাঁশের সামগ্রী উপহার দিয়েছেন এবং স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত মধু উপহার দিয়েছেন।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

থেকে সরিয়েদিতে। বিগতদিনে একই কায়দায় জোলাইবাড়ী ব্লকের বি এস সি চেয়ারম্যানকেও পদত্যাগ করতে বাধ্যকরেছে। তাই এই অংশের লোকজনের চাইছে যে সকল লোকজন একনিষ্ঠতার সহিত কাজকরছে তাদেরকে ভয়ভীতি দেখিয়ে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া।

বিগত কয়েকমাস পূর্বে একই কায়দায় জোলাইবাড়ীতে বিজেপির দক্ষিন জেলার সদস্য বিকাশ বৈদ্যের বাড়ীতেও হামলা সংগঠিত হয়। গত কাল রাত্রি বেলায় ঘটনার পুনরাবৃত্তি করতেগিয়ে মন্ডল সভাপতি ও অপর এক কর্মীর বাড়ীতে বোম নিক্ষেপ করাহয় বলে অভিযোগ। বিজেপির গোষ্ঠী কোন্দলের জেরে জোলাইবাড়ীতে অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টিহয়েছে। এত কিছু হয়েযাওয়ার পরও পার্টি যাতেকরে কালিমালিপ্ত না হয় তারদিকে লক্ষ্যকর গতকাল রাত্রে ঘটেযাওয়া ঘটনার পরও কর্মীদের পক্ষথেকে থানায় কোনোপ্রকার মামলা দায়েরকরাহয়নি। এখন দেখার বিষয় জোলাইবাড়ীতে পার্টির হাল ফেরাতে রাজ্যসভাপতি কি প্রকার পদক্ষেপ গ্রহন করে।

চাষিরা

● প্রথম পাতার পর

সূত্রে জানা গেছে আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে বিচ্ছিন্নভাবে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। বৃষ্টির পরিমাণ বেশি হলে জলস্ফীতি আরো চরম আকার ধারণ করতে পারে। এরফলে নির্মাণ প্লাবিত বন্যার আশঙ্কা রয়েছে।অবশ্য এ ব্যাপারে আবহাওয়া দপ্তর এর তরফ থেকে তেমন কোনো সর্তকতা জারি করা হয়নি।প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এ বছর তুলনামূলকভাবে অন্যান্য বছরের তুলনায় রাজ্যে বৃষ্টি অনেকটাই কম হয়েছে। যখন বৃষ্টিপাত হয়েছে তা থেমে থেমে হওয়ার ফলে রাজ্যে এবছর বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির খবর নেই। তবে গত দিনের বৃষ্টির ফলে ধান চাষের দারুন হয়েছে। অবশ্য সবজিচাষিরা এই বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। গ্রাম ত্রিপুরার কৃষকরা সার্বিকভাবে অবশ্য এই বৃষ্টির ফলে উপকৃত হয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

"অযোগ্য" খেলোয়াড় খেলানোয় রোমার শাস্তি

ম্যাচের ফল গোলশূন্য ড্র। তিন দিন পর পাল্টে গেল সেই ম্যাচের ফল; অযোগ্য ফুটবলার খেলানোয় ৩-০ গোলে হারের শাস্তি মেনে নিতে হচ্ছে রোমাকে।সেরি আয় গত শনিবার হেল্লাস ভেরোনার বিপক্ষে ম্যাচে আমাদু জিয়াওয়াহাকে খেলিয়েছিল রোমা। আসর শুরুর আগে দলটি সিনিয়র খেলোয়াড়দের যে তালিকা দিয়েছিল সেখানে নেই গিনির এই মিডফিল্ডারের নাম।তাই ড্র ম্যাচেও হারের শাস্তি পেতে হলো ইতালির রাজধানীর দলটিকে। এক বিবৃতিতে মঙ্গলবার শাস্তি ঘোষণা করে লিগ কর্তৃপক্ষ।জিয়াওয়াহাকে রাখা হয়েছিল ক্লাবটির অনূর্ধ-২২ দলে। অবশ্য গত জুলাইয়ে ২৩ বছর পূর্ণ করা এই খেলোয়াড় এখন বয়সভিত্তিক এই দলেও খেলার উপযুক্ত নন।গণমাধ্যমের খবর, 'অনিচ্ছাকৃত' এই ভুলের জন্য শাস্তির বিরুদ্ধে আপিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে পাঁচে থেকে গতবার লিগ শেষ করা রোমা।সেরি আয় এমন ঘটনা অবশ্য এবারই প্রথম নয়। ২০১৬ সালে পেসকারার বিপক্ষে অফিসিয়াল খেলোয়াড় তালিকায় নাম না থাকা খেলোয়াড় খেলানোয় ৩-০ গোলে হারের শাস্তি পেয়েছিল সাম্সুয়োলো। সেরি আয় নিজেদের প্রথম ম্যাচেই জ্বলে উঠলেন জাতান ইব্রাহিমোভিচ। সুইডিশ এই ফরোয়ার্ডের জোড়া গোলে জয় দিয়ে ২০২০-২১ সেরি আ আসর শুরু করেছে এসি মিলান।

মিলানের সান সিরো স্টেডিয়ামে সোমবার বোলোনিয়াকে ২-০ গোলে হারায় এসি মিলান। থিও এরনান্দেসের ক্রসে লাফিয়ে হেডে দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে স্পট কিকে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ৩৮ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড ইব্রাহিমোভিচ।ভাগ্য আরেকটু সহায় হলে হ্যাটট্রিকের দেখাও পেতে পারতেন তিনি। ম্যাচের শুরুর দিকে তার শট দূরের পোস্ট ঘেঁসে বেরিয়ে যায়। পরে গোলরক্ষককে একা পেয়ে তার নেওয়া আরেকটি শট লক্ষ্যে থাকেনি।এ নিয়ে চারটি সেরি আ আসরে প্রথম রাউন্ডে গোল করলেন ইব্রাহিমোভিচ। প্রতিযোগিতাটিতে নিজের শেষ পাঁচ ম্যাচে এই নিয়ে তিনবার করলেন জোড়া গোল।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত আতলেতিকোর হিমেনেস

আতলেতিকো মাদ্রিদ ডিফেন্ডার জোসে মারিয়া হিমেনেসের কোভিড-১৯ পরীক্ষার ফল পজিটিভ এসেছে।উরুগুয়ের এই ফুটবলার স্বাস্থ্যবিধি মেনে বাড়িতে আইসোলেশনে রয়েছেন বলে মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে জানিয়েছে আতলেতিকো।চলতি মাসের শুরুতে কোভিড-১৯ পরীক্ষায় পজিটিভ হয়েছিলেন দলটির কোচ দিয়েগো সিমেওনে।লা লিগায় তৃতীয় হয়ে গত আসর শেষ করা মাদ্রিদের দলটি নতুন আসর শুরু করবে আগামী রোববার, ঘরের মাঠে গ্রানাদার বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে।

জয়ে মৌসুম শুরু সিটির

লিগ শিরোপা পুনরুদ্ধারের অভিযানে প্রথম কঠিন পরীক্ষায় ভালোভাবে উতড়ে গেছে ম্যানচেস্টার সিটি। উলভারহ্যাম্পটন ওয়ানডারার্সকে হারিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের নতুন আসর শুরু করেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল।প্রতিপক্ষের মাঠে সোমবার রাতে ৩-১ গোলে জিতেছে সিটি।

দলটির হয়ে একটি করে গোল করেন কেভিন ডে ব্রুইনে, ফিল ফোডেন ও গাব্রিয়েল জেসুস। উলভারহ্যাম্পটনের একমাত্র গোলটি করেন রাউল হিমেনেস।লিগের গত আসরে উলভারহ্যাম্পটনের বিপক্ষে দুবারই হারের তেতো স্বাদ পেয়েছিল সিটি। নিজেদের মাঠে ২-০ গোলে আর ফিরতি পর্বে প্রতিপক্ষের মাঠে হেরেছিল ৩-২ ব্যবধানে।ম্যাচের প্রথমার্ধে বল দখলের পাশাপাশি আক্রমণে আধিপত্য ছিল সিটির। দ্বাদশ মিনিটে ডে ব্রুইনের ফ্রি-কিক ফিরিয়ে স্বাগতিকদের ত্রাতা গোলরক্ষক।২০তম মিনিটে ডে ব্রুইনের সফল স্পট-কিকে এগিয়ে যায় সফরকারীরা। ডি-বক্সে বেলজিয়ান এই মিডফিল্ডার ফাউলের শিকার হলে পেনাল্টি পেয়েছিল সিটি।৩২তম মিনিটে দারুণ দলীয় প্রচেষ্টার গোলে ব্যবধান দ্বিগুণ করে গুয়ার্দিওলার দল। ডে ব্রুইনে ডি-বক্সে বল বাড়ান রাহিম স্টার্লিংকে। তার পাস পেয়ে ফাঁকা জালে বল পাঠান ইংলিশ মিডফিল্ডার ফোডেন।

বিরতির আগে ব্যবধান আরও বাড়তে পারত। বল নিয়ে ডি-বক্সে ঢুকে পড়া ডে ব্রুইনের শট ফিরিয়ে দেন গোলরক্ষক।

গত মৌসুমে এই মাঠে দুই গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর তিনটি হজম করেছিল সিটি। এবারও হতে পারত তেমন কিছু। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পাঁচ মিনিটের মধ্যে তিনটি সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয় স্বাগতিক খেলোয়াড়রা।

৭৮তম মিনিটে ব্যবধান কমান হিমেনেস। সতীর্থের ক্রসে হেডে ঠিকানা খুঁজে নেন মেক্সিকোর এই ফরোয়ার্ড।

যোগ করা সময়ে জেসুসের একটি শট ঝাঁপিয়ে ঠেকান গোলরক্ষক। পরক্ষণেই জালের দেখা পান এই ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড।

তার শট প্রতিপক্ষের এক খেলোয়াড়ের পায়ে লেগে কিছুটা দিক পাল্টে জালে জড়ায়।নিজেদের প্রথম ম্যাচ জিতে ৩ পয়েন্ট নিয়ে সাত নম্বরে আছে সিটি।

জয়ে শুরুর পর প্রথম হারের তেতো স্বাদ পাওয়া উলভারহ্যাম্পটন সমান পয়েন্ট নিয়ে দ্বাদশ স্থানে আছে।দুই ম্যাচে দুই জয়ে ৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লেস্টার সিটি। পরের চারটি স্থানে থাকা এভারটন, আর্সেনাল, লিভারপুল ও ক্রিস্টাল প্যালেসেরও সমান ৬ পয়েন্ট।

বার্সা ছেড়ে ইন্টারে ভিদাল

সবকিছু চূড়ান্ত ছিল আগে থেকেই। এবার এলো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা। বার্সেলোনা থেকে আর্তুরো ভিদালকে দলে নিয়েছে ইন্টার মিলান।

এক বিবৃতিতে সোমবার ৩৩ বছর বয়সী এই চিলিয়ান মিডফিল্ডারকে দলে টানার কথা জানায় ইতালিয়ান দলটি। বার্সেলোনার ওয়েবসাইটে দেওয়া বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন শর্ত অনুযায়ী ট্রান্সফার ফি দাঁড়াতে পারে ১০ লাখ ইউরো।২০১৮ সালে বায়ার্ন মিউনিখ থেকে বার্সেলোনায় যোগ দিয়ে কাতালান দলটির হয়ে ৯৬ ম্যাচে ১১ গোল করেন ভিদাল। জেতেন একটি করে লা লিগা ও স্প্যানিশ সুপার কাপ।গত মাসে কাম্প নউয়ে কোচ হয়ে আসার পর রোনাল্ড কুমান স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তার পরিকল্পনায় নেই ভিদাল।আগের দুই কোচ এরনেস্তো ভালভেরদে ও কিকে সেতিয়েনের একাদশেও ভিদালের জায়গা নিশ্চিত ছিল না। তবে মাঠে তার নিবেদন এবং দলের ওপর ও ড্রেসিংরুমে তার ইতিবাচক প্রভাবের প্রশংসা করেছেন সবাই।যার কোচিংয়ে ২০১১-১২ থেকে টানা চার মৌসুম ইউভেন্তুসের হয়ে সেরি আর শিরোপা জিতেছিলেন, সেই আন্তোনিও কন্তের সঙ্গে আবারও যোগ দিলেন ভিদাল।

আর্জেন্টিনা দলে নেই দি মারিয়া-আগুয়েরো

মাঝে ছয় মাস কেটে গেছে। এর মাঝে নিজের সামর্থ্য নতুন করে দেখিয়েছেন আনহেল দি মারিয়া। তারপরও জায়গা পাননি আর্জেন্টিনা দলে। তার মতোই একুয়েডর ও বলিভিয়ার বিপক্ষে বিশ্বকাপ বাছাই পর্বের প্রথম দুই ম্যাচের দলে নেই সের্হিও আগুয়েরো।

ব্রাজিল দলে ফিরেছেন আলিসন-রদ্রিগোআতালান্তার হয়ে নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরা আলেহান্দ্রো গোমেস ফিরেছেন দলে। আগামী ৮ অক্টোবর একুয়েডর ম্যাচ দিয়ে বিশ্বকাপে জায়গায় পাওয়ার লড়াই শুরু করবে আর্জেন্টিনা। পাঁচ দিন পর বলিভিয়ার মুখোমুখি হবে দুইবারের চ্যাম্পিয়নরা।প্রাথমিক সূচি অনুযায়ী ম্যাচ দুটি হওয়ার কথা ছিল গত মার্চে। তবে বিশ্বব্যাপী করোনাভাইরাসের ছোবলে দুই দফায় সূচি স্থগিত হয়। অবশেষে গত বৃহস্পতিবার ফিফার পক্ষ থেকে জানানো হয়, পরিবর্তিত পরিকল্পনা অনুযায়ী অক্টোবরে মাঠে গড়াবে দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বিশ্বকাপ বাছাইপর্ব। এর পরদিনই দল ঘোষণা করল আর্জেন্টিনা।নিষেধাজ্ঞা থেকে মুক্তি পাওয়া লিওনেল মেসি অনুমিতভাবেই আছেন শুক্রবার লিওনেল স্কালোনির দেওয়া ৩০ সদস্যের দলে। ২০১৭ সালে সবশেষ আর্জেন্টিনার হয়ে খেলা গোমেসের দুর্দান্ত কেটেছে গত মৌসুম। সেরি আ ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আতালান্তার নজরকাড়া ফুটবলের প্রাণ ছিলেন এই ফরোয়ার্ড। ২০১৮ সালে সবশেষ দেশের হয়ে খেলা জিওভানি সিমেওনেও ডাক পেয়েছেন দলে। পিএসজির হয়ে সময়টা বেশ ভালো কাটছে দি মারিয়ার। তবুও বেড়েছে তার অপেক্ষা। অস্ত্রোপচারের পর এখনও ঠিকঠাক অনুশীলন শুরু করতে না পারা আগুয়েরো স্বাভাবিকভাবেই নেই দলে।আর্সেনাল ছেড়ে অ্যাস্টন ভিলায় যোগ দেওয়া আর্জেন্টিনার সবচেয়ে দামি গোলকিপার এমিলিয়ানো মার্তিনেস ডাক পেয়েছেন দলে। অন্য দুই গোলকিপার হুয়ান মুসো ও আগুস্তিন মার্চেসিন।

ডিফেন্ডার: হুয়ান ফয়েথ (টটেনহ্যাম হটস্পার), রেনসো সারাভিয়া (ইন্তারনাসিওনাল), হের্মান পেস্সেইয়া (ফিওরেন্তিনা), লিওনার্দো বালের্দি (মার্সেই), নিকোলাস ওতামেন্দি (ম্যানচেস্টার সিটি), নেহুয়েন পেরেস (আতলেতিকো মাদ্রিদ), ওয়াল্তার কান্নেমান (গ্রেমিও), নিকোলাস তাগলিয়াফিকো (আয়াক্স), মার্কোস আকুনা (সেভিয়া), ফাকুন্দো মেদিনা (লেস)মিডফিল্ডার: লেয়ান্দ্রো পারেদেস (পিএসজি), গিদো রদ্রিগেস (বেতিস), রদ্রিগো দে পল (উদিনেজে), এসেকিয়েল পালাসিওস (বায়ার লেভারকুজেন), জিওভানি লো সেলসো (টটেনহ্যাম হটস্পার), নিকোলাস দোমিনগেস (বোলোনা)ফরোয়ার্ড: লিওনেল মেসি (বার্সেলোনা), পাওলো দিবালা (ইউভেন্তুস), লুকাস ওকামপোস (সেভিয়া), নিকোলাস গনসালেস (স্টুটগার্ট), আলেক্সিস মাক আয়িস্তের (ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিওন), আলেহান্দ্রো গোমেস (আতালান্তা), হোয়াকিন কোররেয়া (লাৎসিও), লুকাস আলারিও (লেভারকুজেন), লাউতারো মার্তিনেস (ইন্টার মিলান), ভিওভানি সিমেওনে (কাইয়ারি) ও ক্রিস্তিয়ান পাভোন (লা গ্যালাক্সি)।

সন্ধান চাই

Ref. Khowai PS GDE No.14. Dated 15/09/2020

পাশের ছবিটি হল কুমারী পায়েল দাসগুপ্ত (১৯) পিতা- শ্রী অজয় কিশোর দাসগুপ্ত সাং - মধ্য সিঙ্গিছড়া, থানা - খোয়াই, জিলা - খোয়াই ত্রিপুরা। বিগত ১৪/০৯/২০২০ ইং তারিকে তাহার নিজ বাড়ি থেকে কাউকে কিছু না বলে চলে যায়। কিন্তু অদ্যাবদি বাড়িতে ফিরে আসেনি। উক্ত মেয়েটির গায়ের রঙঃ শ্যামলা, উচ্চতা - ৫ফুট ২ ইঞ্চি, পড়নে - নীল রঙের সালুয়ার কামিজ এবং চুল কালো।

উক্ত মেয়েটির ব্যাপারে কাহারো কোন তথ্য জানা থাকিলে নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ রইল।

যোগাযোগ ঠিকানা -

১) খোয়াই ডিআইবি কন্ট্রোল (০৩৮২৫ ২২২০৮১)

২) খোয়াই থানা (০৩৮২৫ ২২২২২৫)

স্বাক্ষর
খোয়াই জেলা পুলিশ আধিকারিক
খোয়াই - ত্রিপুরা

ICA/D-532/2020-21

FINAL CLAIMAINT NOTICE

WHEREAS it has been reported by Sri Famkima Darlong, Forester I/C, FPU Panisagar vide OR No. 04/FPU-PNS/2019-20 dated 03/06/2019 and No.F.2(A)/FPU-PNS/2019-20/52 dated 13/06/2019 and forwarded by the Range Officer, Panisagar vide No.F.9/RO/PNS/2019-20/255 dated 13/06/2019 a vehicle was found in illegal carrying of teak round timber measuring 1.166 cum on way from Ballukcherra, Halam Basti on 03/06/2019 at about 11.30 pm & detained file loaded vehicle bearing registration No. TR-02-1806

AND WHEREAS, while checking the vehicle bearing registration No. TR-02-1806 it revealed that the vehicle was carrying teak round timber measuring 1.166 cum without any valid documents & mark and therefore, teak round timber and vehicle were seized under Section 52 (1) of Indian Forest Act, 1927 and brought into the safe custody of the Range Office Complex, Panisagar.

AND THEREFORE in exercise of the powers conferred upon me vide notification No.F.7(86)/For/14469 dated 09/06/1987 and No.F.13(103)/For/Estt/2014/50,233-297 dated 12/02/2015 of the Principal Secretary, Forest Department & No.F.7(310)/For/FP-2016/25,701-747 dated 15/11/2016 of the Forest Department, Govt. of Tripura, as an Authorized Officer for the purpose under Sub Section 2 of Section 52 (A) of Indian Forest (Tripura Second Amendment) Act, 1986 it is contemplated to confiscate the said vehicle bearing registration No. TR-02 A-1928 for its use in commission of Forest Offence U/S 26(F), 41 & 42 of the Indian Forest Act, 1927 and rules made there under by the Govt. of Tripura. Hence a Claimant notic? was issued vide No.F.3-20/TR-02-1806/DFO(N)/DMN-2019-20/4567-70 dated 17/06/2019 and No.F.3-20/TR-11-1806/DFO(N)/DMN-2019-20/8488-96 dated 07/08/2019 & No.F.3-20/TR-02- 1806/DFO(N)/DMN-2019-20/18,517-59 dated 03/02/2020

NOW THEREFORE it is brought to the notice of the legal owner of the vehicle bearing registration No. TR-02- 1806 to prefer his/her claim over the said machine, in writing, to the Authorized officer (District Forest Officer), North District, Dharmanagar within 30 (Thirty) days from the' date of issue of this notice or through his/her legally authorized person submitting all She relevant valid documents, in original, in support to his/her claim. Till such time, the vehicle bearing registration No. TR-02-1806 will remain under the safe custody of Range Office Complex, Panisagar.

If the authorized owner of the vehicle bearing registration No. TR-02-1806 fails to prefer his/her claim on any of the working days within the stipulated period the decision regarding confiscation of the same will be taken ex parte.

Issued under my signature & seal on this day the 25/08/2020

ICA/D-530/2020-21

[H. Vignesh , IFS] Authorize Officer
[District Forest fficer] North District,
Dharmanagar

মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্র, পালঘর-এ ৩.৫ তীব্রতার কম্পন

মুম্বই, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা। মঙ্গলবার ভোররাতে হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় পালঘর জেলায়, মুম্বই থেকে ১০৪ কিলোমিটার উত্তরে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৫উ ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত কম থাকায় মঙ্গলবার ভোররাতের ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, মঙ্গলবার ভোররাত ২.৫০ মিনিট নাগাদ ৩.৫ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলাউ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের মাত্র ৫ কিলোমিটার গভীরে। মৃদু ভূকম্পনে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ তবে, ভূমিকম্পের জেরে মহারাষ্ট্রের পালঘর জেলা জুড়েই আতঙ্ক তৈরি হয়।

ওড়িশায় মৃত্যু বেড়ে ৭২১, করোনা-আক্রান্ত ১,৮৮,৩১১

ভুবনেশ্বর, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ওড়িশায় দ্রুততার সঙ্গে বেড়েই চলেছে করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ওড়িশায় নতুন করে করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন ৪, ১৮৯ জন। ফলে ওড়িশায় করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,৮৮,৩১১। রাজ্যে নতুন করে মৃত্যু হয়েছে আরও ১১ জনের, ফলে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৭২১। সুস্থতার সংখ্যাও বাড়ছে রাজ্যে, ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,৪৯, ৩৭৯ জন।

মঙ্গলবার সকালে ওড়িশা স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় নতুন করে ৪,১৮৯ জন সংক্রমিত হওয়ার পর মোট আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১, ৮৮,৩১১। ওড়িশায় এই মুহূর্তে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৮,১৫৮ এবং করোনাকে পরাজিত করে সুস্থ হয়েছেন ১, ৪৯,৩৭৯ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় ১১ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা ৭২১-তে পৌঁছেছে।

বদগাম-এনকাউন্টারে নিকেশ একজন জঙ্গি, উদ্ধার আগ্নেয়াস্ত্র

শ্রীনগর, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ ১২ ঘন্টার বেশি সময়ের অভিযানে সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। সেন্ট্রাল কাশ্মীরের বদগাম জেলায় সুরক্ষা বাহিনীর গুলিতে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। বদগাম জেলার চারের-ই-শরীফ এলাকার ঘটনা। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোপন সূত্রে খবর পাওয়া যায় চারের-ই-শরীফ এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে দুই-তিনজন জঙ্গি। জঙ্গি গতিবিধির খবর পাওয়ার পর সোমবার থেকেই ওই এলাকায় অভিযান চালায় সেনাবাহিনী, সিআরপিএফ এবং জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের যৌথ বাহিনী। অভিযান চলাকালীন সোমবার সন্ত্রাসী হামলায় আহত হয়েছিলেলন একজন সেনা জওয়ান।

সারারাত ধরে চলতে থাকে যৌথ বাহিনীর অভিযান। রাতভর গুলির লড়াইয়ের পর মঙ্গলবার সকালে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বদগাম জেলার চারের-ই-শরীফ এলাকায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে একজন জঙ্গি। উদ্ধার করা হয়েছে আগ্নেয়াস্ত্র। মনে করা হচ্ছে, এখনও দু''জন জঙ্গি ওই এলাকায় লুকিয়ে রয়েছে। নিহত জঙ্গির নাম ও পরিচয় জানার চেষ্টা চলছে।

মঙ্গলবার আগরতলায় এক বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠানের সূচনা করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। ছবি-নিজস্ব।

কলেজগুলিতে অনলাইনে ভরতি প্রক্রিয়া শুরু, কেউ বঞ্চিত হবে না ঃ অধিকর্তা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে প্রথমবারের মতো সম্পূর্ণ অনলাইনে ত্রিপুরার ২২টি সাধারণ ডিগ্রি কলেজে ভরতি প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মহাবিদ্যালয়ে ভরতির সুযোগ থেকে ছাত্রছাত্রীরা বঞ্চিত হবেন না। আজ মঙ্গলবার আগরতলার শিক্ষা ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা সাজু ওয়াহিদ এ দৃঢ়তার সাথে এ-কথা জানিয়েছেন। ভরতি প্রক্রিয়া সম্পর্কে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের আশ্বস্ত করে তিনি জানান, ত্রিপুরায় সাধারণ ডিগ্রি কলেজগুলিতে মোট আবেদনকারীর তুলনায় পর্যাপ্ত আসন রয়েছে। ফলে ত্রিপুরায় ছাত্রছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই।

এদিন উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা জানান, ত্রিপুরার মোট ২২টি ডিগ্রি কলেজে বিভিন্ন বিভাগে ভরতির জন্য প্রায় ২৩ হাজার ছাত্রছাত্রী অনলাইন আবেদন করেছেন। মেধা তালিকায় প্রাথমিকভাবে ১৩ হাজার ছাত্রছাত্রীর নাম প্রকাশ করা হয়েছে। প্রথম পর্বে মেধা তালিকায় স্থান প্রাপ্ত আবেদনকারীর সব ধরনের নথি যাচাই করার প্রক্রিয়া চলছে। ভরতি প্রক্রিয়া আগামী ২৫ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। অবশিষ্ট ১০ হাজার ছাত্রছাত্রী যাঁরা প্রাথমিক মেধা তালিকায় স্থান পাননি তাঁরা পুনরায় দ্বিতীয় পর্যায়ে বিষয় পরিবর্তন করে আবেদনের সুযোগ পাবেন।

তাঁর কথায়, তুলনামূলক কম নম্বর পেয়েও মেধা তালিকায় স্থান পাওয়া নিয়ে কিছু অভিযোগ দফতরে এসেছে। এ প্রসঙ্গে তিনি জানান, কিছু কিছু বিষয়ে আবেদনপত্র জমা পড়েছে বেশি। পাশাপাশি কিছু কিছু বিষয়ে আসন সংখ্যার তুলনায় আবেদনকারীর সংখ্যা কম হওয়ায় তুলনামূলক কম নম্বর পেয়েও ওই সমস্ত বিষয়ে আবেদনকারী ছাত্রছাত্রীরা মেধা তালিকায় স্থান পেয়ে গেছেন। এ নিয়ে কোনও সংশয় থাকা উচিত নয়। তিনি জোর গলায় বলেন, ভরতি প্রক্রিয়া স্বচ্ছতার সাথেই করা হচ্ছে। ছাত্রছাত্রীদের প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে মেধা তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। একই নম্বর পাওয়া আবেদনকারীদের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার থাকছে তাঁদের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার বছরকে ভিত্তি করে। এক্ষেত্রে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের গাইডলাইন অনুসরণ করা হচ্ছে।

উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা আরও জানান, যে সব ছাত্রছাত্রী প্রথমবার ভরতির জন্য রেজিস্ট্রেশন করিয়েছেন অথচ মেধা তালিকায় স্থান পাননি তাঁদের দ্বিতীয়বার রেজিস্ট্রেশন করার প্রয়োজন হবে না। প্রথম রেজিস্ট্রেশনে লগ ইন করেই সম্ভাব্য কলেজের নাম, বিষয়বস্তু ইত্যাদি পরিবর্তন করা যাবে। প্রত্যেক মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ অধ্যক্ষার নেতৃত্বে ভরতি প্রক্রিয়ার কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, বিভিন্ন কারণে যে সকল ছাত্রছাত্রী প্রথম পর্যায়ে আবেদন করতে পারেননি তাঁরা দ্বিতীয় পর্যায়ে সুযোগ পাবেন। তাঁর কথায়, ভরতি প্রক্রিয়া অনলাইনে হলেও সব কলেজেই সহায়তা কেন্দ্র থাকছে। যে কোনও সংশয় বা কোনও বিষয়ে কিছু জানার থাকলে ছাত্রছাত্রীরা সেই সুযোগ কাজে লাগাতে পারবেন। তাছাড়া উচ্চশিক্ষা দফতরের একটি টোল ফ্রি সহায়তা নম্বর রয়েছে। ১৮০০১২৩৫৮৮৬ নম্বরে ফোন করে যে কোনও ধরনের ভরতি সংক্রান্ত বিষয় জানার ব্যবস্থা রয়েছে। হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৮৭৯৪৪৩৩৬৭৬-এ ম্যাসেজ করেও সব ধরনের তথ্য জানার সুযোগ রয়েছে, বলেন তিনি।

সাংসদরা সাসপেন্ড হওয়ায় মোটেও খুশি নই : বেঙ্কাইয়া নাইডু

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ডেপুটি চেয়ারম্যানের সঙ্গে অবাঞ্ছিত আচরণের জন্য রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড করা হয়েছে ৮ জন সাংসদকে। ৮ জন সাংসদকে এক সপ্তাহের জন্য সাসপেন্ড করেছেন স্বয়ং রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। কিন্তু, সাংসদরা সাসপেন্ড হওয়ায় তিনি মোটেও খুশি নয় বলে জানিয়ে দিলেন চেয়ারম্যান নাইডু। সাংসদদের সাসপেনশন প্রত্যাহার-সহ তিনটি দাবিতে রাজ্যসভার অধিবেশন বয়কটের ডাক দিয়েছেন বিরোধীরা। কংগ্রেস সাংসদ গুলাম নবী আজাদ জানিয়েছেন, ৮ জন সাংসদকে সাসপেনশন প্রত্যাহার করতে হবে। মোট তিনটি দাবিতে মঙ্গলবার অধিবেশন থেকে ওয়াক-আউট করেন বিরোধীরা। এরপর রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু জানান, সাংসদরা সাসপেন্ড হওয়ায় আমি মোটেও খুশি নই। তাঁদের আচরণের জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কোনও সদস্যদের প্রতি আমাদের রাগ নেই। অধিবেশনে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, "পুনর্বিবেচনা করুন এবং আলোচনার জন্য ফিরে আসুন।"

এদিন রাজ্যসভায় গুলাম নবী আজাদ বলেন, "সদনে যা কিছু হয়েছে তাতে কেউ খুশি নয়। জনগণ চাইছে তাঁদের নেতাদের কথা শোনা হোক...৮ জন সাংসদের সাসপেনশন প্রত্যাহার করতে হবে। সরকারকে আরও একটি বিল আনতে হবে, যাতে বেসরকারি কোনও সংস্থা খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতে না-পারে। যতক্ষন না পর্যন্ত আমাদের দাবি মিটছে ততক্ষন অধিবেশন বয়কট করা হবে। এরপরই কক্ষ ত্যাগ করেন আজাদ-সহ বিরোধী সংসদরা।

উত্তরবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা নামতে পারে ধস

কলকাতা ২২ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : ক্রমশ অবস্থান বদলাচ্ছে উত্তর-পূর্ব বঙ্গোপসাগরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ। আলিপুর আগেই জানিয়েছিল যে নিম্নচাপ ক্রমাগত পশ্চিম দিকে অগ্রসর হবে এই নিম্নচাপ। আপাতত এর অবস্থান ওড়িশার উত্তর উপকূল বরাবর। মূলত এখন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে রয়েছে এই নিম্নচাপ। যার প্রভাবে ওড়িশার উপকূল সংলগ্ন জেলা এবং দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলের জেলাগুলিতে মঙ্গলবার বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টি হবে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। এদিন উত্তরবঙ্গে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সর্তকতা জারি করেছে হাওয়া অফিস। অতি ভারী বৃষ্টির জন্য কমলা সর্তকতা জারি রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের। মালদাতেও ভারী বৃষ্টির জন্য হলুদ সর্তকতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর। দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে ২০০ মিলিমিটারের বেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানিয়েছে হাওয়া অফিস। বুধবার ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা রয়েছে দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। বুধবার ভারী বৃষ্টি হতে পারে মালদা ও উত্তর দক্ষিণ দিনাজপুরেও। বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির সর্তকতা রয়েছে উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলায় অর্থাৎ দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার ও জলপাইগুড়িতে। এছাড়াও নাগাড়ে বৃষ্টির কারণে উত্তরবঙ্গের নদী গুলিতে জলস্তর বাড়তে পারে। সেই সঙ্গে নিচু এলাকা প্লাবিত হওয়ার আশঙ্কাও রয়েছে। পাশাপাশি দার্জিলিং ও কালিম্পং-এ ধ্বস নামার আশঙ্কাও রয়েছে। অন্যদিকে বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ থাকার কারণে প্রচুর পরিমাণ জলীয় বাষ্প ঢুকছে উত্তরবঙ্গে। উত্তরের জেলাগুলিতে তাই বৃহস্পতিবার পর্যন্ত ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা দিয়েছে আবহাওয়া দফতর। দক্ষিণবঙ্গে এদিন মূলত বৃষ্টি হবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, পূর্ব মেদিনীপুর এবং সুন্দরবন এলাকায়। এইসব অঞ্চলে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হাল্কা থেকে মাঝারি

ছয়ের পাতায় দেখুন

বহুতল ভেঙে মৃত বেড়ে ২০, খোঁজ নেই আরও কয়েকজনের

থানে (মহারাষ্ট্র), ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্রের থানে জেলার ভিওয়ান্ডি শহরে তিন-তলা বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২০। সোমবার ভোররাতে ভিওয়ান্ডি শহরের প্যাটেল কম্পাউন্ড এলাকায় অবস্থিত একটি তিন-তলা বহুতল ভেঙে পড়ে। সোমবার রাত পর্যন্ত বহুতলের নীচ থেকে ১৪ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছিল, মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত উদ্ধার করা হয় আরও ছ''টি দেহ। মঙ্গলবার সকালে থানে পৌর নিগমের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ভিওয়ান্ডিতে বহুতল ভেঙে পড়ার ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ২০ জনের। এখনও খোঁজ নেই বেশ কয়েকজনের। তাই মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সোমবার ভোররাতে হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে তিন-তলা ওই বহুতলটি। জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী (এনডিআরএফ)-র কর্মীরা অক্লান্ত পরিশ্রমের পর অনেককেই জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করেছেন। ইট-কংক্রিট-সহ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে প্রাণ হারিয়েছেন ২০ জন। তাঁদের মধ্যে শিশুও রয়েছে।

অনভিপ্রেত আচরণে মনক্ষুন্ন! এক-দিনের জন্য উপবাস হরিবংশের

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গত রবিবার (২০ সেপ্টেম্বর) রাজ্যসভায় অবাঞ্ছিত ও অনভিপ্রেত আচরণের শিকার হয়েছিলেন উচ্চকক্ষের ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ। বিরোধী সাংসদদের আচরণে মনক্ষুন্ন ডেপুটি চেয়ারম্যান। অনভিপ্রেত আচরণের জন্য এক-দিনের জন্য উপবাস পালন করবেন ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ। মঙ্গলবার রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডুকে চিঠি লিখে হরিবংশ জানিয়েছেন, "২০ সেপ্টেম্বর রাজ্যসভায় যা কিছু হয়েছে, এ জন্য আমি ব্যথিত, মানসিকভাবে বেদনাগ্রস্ত। সারারাত ঘুমোতে পারিনি। রুল বুক ছিঁড়ে আমার দিকে নিক্ষেপ করা হয়েছিল।"

ডেপুটি চেয়ারম্যান আরও জানান, সদনে ওই ঘটনার পর থেকেই আমি বিষণ্ণ। সাংসদদের অনভিপ্রেত আচরণের জন্য আজ (মঙ্গলবার) এক দিনের জন্য উপবাস পালন করছি আমি, যাতে তাঁরা নিজেদের কাজের জন্য অনুতাপ করেন। উল্লেখ্য, কৃষি বিল নিয়ে রবিবার রীতিমতো উত্তাল

হরিবংশ জির ব্যবহার প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রেমীকে গর্বিত করবে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): কৃষি বিল নিয়ে হাঙ্গামার জেরে, গত রবিবার অনভিপ্রেত আচরণের শিকার হয়েছেন তিনি। যে সমস্ত সাংসদরা অবাঞ্ছিত আচরণ করেছেন, "শাস্তি" হিসেবে তাঁদের এক সপ্তাহের জন্য সাসপেন্ডও করা হয়েছে। আর এই সাসপেনশনের প্রতিবাদেই সোমবার থেকে সংসদ চত্বরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন ৮ জন সাংসদ। সেই সাংসদদেরই মঙ্গলবার সকালে নিজের হাতে চা নিয়ে এসে খাওয়ালেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং। রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যানের এই ব্যবহারে আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। টুইট করে প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, হরিবংশ জির অনুপ্রেরণাদায়ক ব্যবহার প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রেমীকে গর্বিত করবে।

সাসপেনশনের প্রতিবাদে সোমবার থেকেই সংসদ চত্বরে গান্ধী মূর্তির সামনে প্রতিবাদ করছেন রাজ্যসভা থেকে সাসপেন্ড হওয়া ৮ জন সাংসদ। মঙ্গলবার সকালে নিজের হাতে ওই ৮ জন সাংসদের জন্য চা নিয়ে আসেন রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ নারায়ণ সিং ।সকলের হাতে চা তুলে দেন তিনি। ডেপুটি চেয়ারম্যানের এই আচরণেই আপ্লুত প্রধানমন্ত্রী। মঙ্গলবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, কয়েক শতাব্দী ধরে বিহারের পুণ্যভূমি আমাদের গণতন্ত্রের মূল্যবোধ শেখাচ্ছে। বিহারের সাংসদ এবং রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান হরিবংশ জির অনুপ্রেরণাদায়ক আচরণ প্রতিটি গণতন্ত্রপ্রেমীকে গর্বিত করবে।

টুইটারে প্রধানমন্ত্রী আরও লেখেন, যাঁরা তাঁকে আক্রমণ ও অপমান করেছেন, তাঁদের নিজ হাতে চা পরিবেশন করা থেকে বোঝাই যাচ্ছে, হরিবংশ জি কতটা বড় মনের মানুষ। হরিবংশ জিকে অভিনন্দন।

এদিকে, সাসপেন্ড হওয়া সাংসদদের মধ্যে একজন, কংগ্রেস সাংসদ রিপুন বোরা জানিয়েছেন, রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান নয়, একজন সহকর্মী হিসেবে আমাদের কাছে এসেছেন হরিবংশজি। তিনি আমাদের চা ও স্ন্যাক্স নিয়ে এসেছেন। সাসপেনশনের প্রতিবাদে আমরা ধর্নায় বসে আছি। সারারাত আমরা এখানেই ছিলাম।

চড়িলাম মন্ডল কার্যকরনি সভা হেরমা হলে, উপস্থিত ছিলেন উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম ২২ সেপ্টেম্বর।। মঙ্গলবার ১৯ চড়িলাম মন্ডলের কার্য করেনি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় হেরমা কমিউনিটি হলে । প্রথমে হলের বাইরে পতাকা উত্তোলন করেন রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী জিষ্ণু দেব বর্মন ন সভায় প্রদীপ প্রজ্জলন করেন উপমুখ্যমন্ত্রী। প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন অতিথি সহ অন্যান্যরা । সভায় উপস্থিত ছিলেন চড়িলাম মন্ডল সভাপতি রাজ কুমার দেবনাথ বিজেপি প্রদেশ কমিটির সহ-সভাপতি রাজিব ভট্টাচার্য । জনজাতির মোর্চার প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক প্রতীক দেববর্মা। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জনজাতি মোর্চার জেলা উত্তরের সভাপতি কানু রাজ দেববর্মা, চড়িলাম বিএসি চেয়ারম্যান রাজিব দেববর্মা এবং চড়িলাম পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপারসন রাখি দাস কর। প্রথমে সকলেই একত্রিত হয়ে বন্দনা করেন ।

প্রথমে আলোচনা করেন চড়িলাম মন্ডল সভাপতি রাজ কুমার দেবনাথ। আলোচনা শেষে শোক প্রস্তাব পাঠ করেন চড়িলাম মন্ডলের সহ-সভাপতি সন্দীপ দাস । সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন রঞ্জিত দাস । অর্থনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন চড়িলাম মন্ডলের কোষাধক্ষ্য সুমন দেবনাথ এবং রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন চড়িলাম মন্ডলের সহ-সভাপতি রণজিৎ রায় । চড়িলাম মন্ডলের এই সভায় মন্ডল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন । কোভিড-১৯ এর মধ্যে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এবং মাক্স পরিধান করে কার্য কর্তারা সম্মেলনে উপস্থিত হন । আলোচনা করতে গিয়ে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী বলেন চড়িলামে অনেক কাজ হয়েছে আগামী দিনে আরও হবে । আমি যখন ওই এলাকায় আসি প্রথমে কোন সিসি রোড ছিল না। এখন সাতটি সিসি রোড হয়েছে । আগে চড়িলাম বিধানসভা কেন্দ্রের একটি স্ট্রিট লাইটও ছিল না বর্তমানে ৭০০ স্ট্রিটলাইট দেওয়া হয়েছে ।

শান্তিরবাজার , জোলাইবাড়ী ও গন্ডাছড়ায় বিজেপি মন্ডলের কার্য্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার/গন্ডাছড়া, ২২ সেপ্টেম্বর।। ৩৬ শান্তির বাজার মন্ডল ও ৩৮ জোলাইবাড়ী মন্ডলের উদ্যোগে অনুষ্ঠিতহয় কার্য্যকারিনী বৈঠক। শান্তির বাজার কমিউনিটি হলে ও বাইখোড়া কমিউনিটি হলে পৃথকভাবে দুই মন্ডলের কার্য্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আজকের এই কার্য্যকারিনী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন টি আই ডি সির চেয়ারম্যান টিংকু রায়, বিজেপির দক্ষিন জেলার সভাপতি তথা সাব্রুম বিধানসভার বিধায়ক শঙ্কর রায়, বিজেপির দক্ষিন জেলার প্রাক্তন সভাপতি তথা দক্ষিন জেলার জেলা সহসভাতিপতি বিভিষন চন্দ্র দাস, দক্ষিন জেলার এস সি মোর্চার সভাপতি তথা শান্তির বাজার পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান বিশ্বজিৎ দাস, শান্তির বাজার বিধানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, ৩৬ শান্তির বাজার বিজেপির মন্ডল সভাপতি শ্যামলাল দেবনাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্ব বৃন্দ। আজকের এই কার্য্যকারিনী বৈঠকে দলের নেতৃত্ববৃন্দদের নিয়ে সংগঠনকে আরো শক্তিশালীকরে গড়ে তোলার বিভিন্ন দিকগুলি আলাপ আলোচনাকরাহয়।এদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টি ৪৪ রাইমাভ্যালী গন্ডাছড়া মন্ডল কমিটির কার্য্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার। এদিন গন্ডাছড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক ভবনে অনুষ্ঠিত কার্য্যকারিনী বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটির সম্পাদক তথা ধলাই জেলার প্রভারী যাদব লাল দেবনাথ, জেলা কমিটির সহ-সভাপতি বিকাশ চাকমা, সাধারন সম্পাদক শংকর চক্রবর্তী, সম্পাদিকা সতী চাকমা, গন্ডাছড়া মন্ডল সভাপতি ভুমিকানন্দ রিয়াং, প্রাক্তন এমডিসি পতিরাম ত্রিপুরা, ধলাই জেলা যুব মোর্চার সভাপতি আশীষ ভট্টাচার্য প্রমুখরা। মূলত আগামী এডিসি নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই দিনের কার্য্যকারিনী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এদিনের বৈঠক থেকে এডিসিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার প্রতিষ্ঠার ডাক দেওয়া হয়।

ভারতে ৬.৫৩ কোটির উর্ধ্বে করোনা-পরীক্ষা, ২৪ ঘন্টায় ৯.৩৩ লক্ষ

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): বাড়তে বাড়তে ভারতে ৬.৫৩ কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষা। একইসঙ্গে ভারতে ফের খানিকটা বাড়ল দৈনিক করোনা-পরীক্ষা। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় ৯.৩৩,১৮৫টি করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ সেপ্টেম্বর (সোমবার) পর্যন্ত দেশে ৬,৫৩,২৫,৭৭৯টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) ভারতে ৯,৩৩,১৮৫টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ২১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ভারতে ৬,৫৩,২৫, ৭৭৯টি স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। এর আগে রবিবার সারাদিনে ভারতে ৭.৩১ লক্ষ করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছিল। ভারতে কখনও বাড়ছে, কখনও আবার কমছে করোনা-পরীক্ষা।

রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মাস্ক ব্যবহার না করায় জরিমানা আদায় প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ সেপ্টেম্বর।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে প্রত্যেককে মাস্ক পরতে নির্দেশ জারি করেছে প্রশাসন। সরকার এবং প্রশাসনের তরফ থেকে এ বিষয়ে ব্যাপক হারে প্রচার চালিয়ে মানুষকে সচেতন করা রীতিমতো কষ্টকর হয়ে উঠেছে। এখনো মানুষ এ বিষয়ে সচেতন না হওয়ায় সরকার এবং প্রশাসন আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে।শুধু রাজধানী আগরতলা শহর এলাকাতেই নয় ,বিভিন্ন জায়গায় যারা মাস্ক ব্যবহার করছেন না তাদের আর্থিক জরিমানা করা হচ্ছে। মোহনপুর মহাকুমা প্রশাসনের তরফ থেকেও মাস্ক বিরোধী অভিযানে বের হয় মহকুমা প্রশাসনের এক প্রতিনিধি দল।এ ধরনের মাছ বিরোধী অভিযানে বের হয়ে মহকুমা ও প্রশাসনের এক আধিকারিক আক্রমণের শিকার হয়েছেন। আক্রান্ত এই আধিকারিক এর নাম বিমল বিশ্বাস। জানা যায় মোহনপুর বাজারে একটি অটো রিস্কা মহকুমা প্রশাসক বিরোধী অভিযানের প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য বিশ্বাসকে কিল ঘুষি মারা হয় বলে অভিযোগ। তাতে তিনি অল্পবিস্তর জখম হন। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। মূল অভিযুক্তের নাম উল্লেখ করে সে থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্তের নাম সমীর দেব। তার বাড়ি টিলা বাজার এলাকায়। অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়েছে।

৫৫ লক্ষের বেশি করোনা-সংক্রমণ ভারতে সুস্থতা বাড়ছেই : স্বাস্থ্য মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২২ সেপ্টেম্বর (হি.স.): দিন দিন পরিস্থিতি ক্রমশই ভয়াবহ হয়ে উঠছে, হাতের নাগালের বাইরেও চলে যাচ্ছে। কোনও ভাবেই রাশ টানা যাচ্ছে না করোনাভাইরাস আক্রান্ত ও মৃত্যুর সংখ্যায়। সুস্থতার সংখ্যা অবশ্য স্বস্তি দিচ্ছে। বাড়তে বাড়তে ভারতে ৫৫ লক্ষের গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-সংক্রমণ। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫৫,৬২,৬৬৪-এ পৌঁছে গেল। ভারতে বিগত ২৪ ঘন্টায় (সোমবার সারাদিনে) নতুন করে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১,০৫৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। শেষ ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৭৫,০৮৩ জন। মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৮৮,৯৩৫ জন এবং মোট সংক্রমিত ৫৫,৬২,৬৬৪ জন। এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৪৪,৯৭,৮৬১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের রিপোর্ট অনুযায়ী, মঙ্গলবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮৬১।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ৮৮, ৯৩৫ জনের মধ্যে আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ৫২ জনের মৃত্যু হয়েছে, অন্ধ্র প্রদেশে ৫,৪১০ জনের মৃত্যু হয়েছে, অরুণাচল প্রদেশে ১৩ জন, অসমে ৫৭৮ জন, বিহারে ৮৭০ জনের, চন্ডীগড়ে ১২৬ জন, ছত্তিশগড়ে ৬৯০ জন, দাদর ও নগর হাভেলি এবং দমন ও দিউতে দু''জনের মৃত্যু হয়েছে, দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ৫,০১৪ জনের, গোয়া ৩৬০ জন, গুজরাটে ৩,৩৩৬ জনের, হরিয়ানায় ১,১৭৭ জনের, হিমাচল প্রদেশে ১২৭ জনের, জম্মু-কাশ্মীরে ১,০২৪, জনের, ঝাড়খণ্ডে ৬২৬ জনের, কর্ণাটকে ৮,১৪৫ জন প্রাণ হারিয়েছেন, কেরলে ৫৫৩ জন, লাদাখে ৫০ জন, মধ্যপ্রদেশে ২,০০৭ জন, মহারাষ্ট্রে ৩৩,০১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে, মণিপুরে ৫৯ জন, মেঘালয়ে ৩৭ জন, নাগাল্যান্ডে ১৫ জন, ওড়িশায় ৭১০ জনের, পুদুচেরিতে ৪৬৭ জন, পঞ্জাবে ২,৮৬০ জন, রাজস্থানে ১, ৩৫২ জনের, সিকিমে ২৯ জন, তামিলনাড়ুতে ৮,৮৭১ জন, তেলেঙ্গানায় ১,০৫২ জন, ত্রিপুরায় ২৫১ জন, উত্তরাখণ্ডে ৫০১ জন, উত্তর প্রদেশে ৫, ১৩৫ জন এবং পশ্চিমবঙ্গে ৪,৪২১ জন প্রাণ হারিয়েছেন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক বুলেটিনে জানিয়েছে, ভারতে এই মুহূর্তে মৃত্যু হয়েছে ১.৬০ শতাংশ মানুষের, সুস্থ হয়েছেন ৮০.৫৬ শতাংশ মানুষ এবং চিকিৎসাধীন ১৭.৫৪ শতাংশ মানুষ।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।